শকুন্তলা গীতাভিনয়।

শ্রীসীতানাথ বসু ও শ্রীপ্রমথনাথ বিশ্বাস
সম্পাদিত।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন লিখিত
ভূমিকা সম্বলিত।

"হংসো হি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়ত্যপঃ।"

কলিকাতা,
২৭ নং হরীতকীবাগান লেনস্থ, কলিকাতা কমার্শিয়াল প্রেসে,
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আইচ দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১৩২২ সাল।
৩৪ নং বীডন ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বসু বি, এল, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ৷৷০ আনা।



রাজা। এই যে।—জল যেন ক'রতে [illegible]

বিনীত নিবেদন।

ভারতবর্ষের অনুপম ও অদ্বিতীয় মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যজগতে এক অলৌকিক সৃষ্টিবৈচিত্র্য! এ কথা সকল স্থানের কাব্যরসজ্ঞ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। অভিজ্ঞানশকুন্তল কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী-মুখ-বিনিঃসৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক। ইহার আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এই কাব্যের বর্ণনাচাতুর্য্য ও রচনা-মাধুর্য্য পাঠে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়কন্দর অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে।

এই নাটকখানির মূলনীতি-তত্ত্বটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করা আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভগবদিচ্ছায় মাদৃশজনের ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা সে মহদুদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে বলিতে পারি না। বহু বৎসর পূর্ব্বে এ মহা-নগরীতে শকুন্তলা-গীতাভিনয় কয়েকবার মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। তদবধি এই অপূর্ব্ব নাটকের গীতাভিনয় একেবারে স্থগিত আছে। সংপ্রতি কতিপয় সহৃদয় বান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে নিজ অক্ষমতা সত্বেও আমরা এ দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

"প্রতিপাদ্যমহিম্না হি প্রবন্ধো গুণবত্তরঃ।"

প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বর্ণনীয় বিষয়ের গৌরবেই প্রবন্ধ অধিকতর উৎকর্ষলাভ করে। অন্ততঃ সে কারণেও যদি ইহার যৎকিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে, তাহাতেই আমরা সান্ত্বনালাভ করিব।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয় আমাদের ছোটজাগুলীয়া গ্রামে স্থানীয় “বান্ধবনাট্যসমিতি” কর্ত্তৃক মহাসমারোহে অভিনীত হইয়াছিল। আশা করি, অন্যান্য স্থানের নাট্যামোদী সুরসজ্ঞ মহাত্মারাও এই গ্রন্থখানি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া, ইহার অভিনয় দ্বারা সকলেব আনন্দবর্দ্ধন ও আমাদিগকে উৎসাহ দান করিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য যে, ইহার প্রণয়নকালে আমরা স্বগ্রামবাসী খ্যাতনামা কবিবর ৺মনোমোহন বসু এবং নাট্যবাণীর সেবক, প্রবীণ শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়দ্বয়ের গ্রন্থ হইতে বিশেষ আনুকূল্যলাভ করিয়াছি। এস্থলে আর এক কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূজ্যপাদ পণ্ডিতবর সুকবি শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া—স্থলবিশেষে সংশোধন এবং তাঁহার স্বরচিত একটি গীত ও স্তোত্র সন্নিবেশিত করিয়া—ইহার বিশেষ গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মাদিগের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অচ্ছেদ্য ঋণ পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

কলিকাতা।
মহালয়া, ১৩২২ সাল।

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীতারা-মা — সর্ব্বমঙ্গলা।

ভূমিকা।

"কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্"।

দেশ, কাল, জাতি, শিক্ষা, ধর্ম্ম প্রভৃতির বৈচিত্র্য সত্বেও, যে বস্তুটী সর্ব্বকালেই যুগপৎ সকলেরই হৃদয়কে সমভাবে বিমুগ্ধ করে—সকলেরই প্রাণে সমস্বরে প্রতিধ্বনিত হয়, সে পদার্থটী যথার্থই অন্তর্জগতের অমূল্য নিধি! অভিজ্ঞানশকুন্তল শুধু অন্তর্জগতের নহে—অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎকে সমসূত্রে বদ্ধ করিয়া, মহাকবি ইহাকে সহৃদয়মণ্ডলীর মানসচক্ষে আবির্ভূত করিয়াছেন। অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ যেন সমপ্রাণ সখার ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে;—সে আলিঙ্গন মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া, অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী বিশ্বমণ্ডলীকে এক অনির্ব্বচনীয় মহাপ্রেমে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই জন্য বিশ্ববিখ্যাত জর্ম্মান কবি গেটে (Goethe) বজ্রনাদে বলিয়াছেন। *

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured, feasted, fed.
Wouldst thou the earth and heaven itself in one sole name combine?
I name thee, Oh SAKUNTALA! and all at once is said."

* মূল—জর্ম্মানভাষায় রচিত। ই, বি, ইষ্টউইক কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনুবাদিত।

"বাসন্তং মুকুলং ফলঞ্চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ তৎ
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়োঃ
ঐশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং সেবতাম্॥ *

বাসন্ত মুকুলদল গ্রীষ্মের সুপক্ক ফল,
এককালে এ সকল চাও কি মানব?
অথবা হৃদয় যায় পরিপূর্ণ তৃপ্তি পায়,
পুলকিত, মুগ্ধ হয়, চাও কি সে সব?
কিম্বা যদি এক নামে, স্বর্গ আর মর্ত্ত্যধামে,
মিলিত দেখিতে চাও, তবে আমি বলি—
অভিজ্ঞানশকুন্তল! অভিজ্ঞানশকুন্তল!
তোমারি নামেতে বলা হইল সকলি॥

দীর্ঘকাল বৈদেশিক জাতির অধীনতায় দুর্ব্বলজাতির যে দুর্গতি ঘটে, আমাদেরও তাহাই ঘটিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের ও দেশবাসীর সহিত ভারতের, এবং ভারতবাসীর জীবনপ্রণালীগত, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আচারপ্রণালীগত ও অন্যান্য বিষয়গত অসংখ্য পার্থক্য। যদ্রূপ শীতপ্রধান দেশের তরুলতা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে রোপিত হইলে বিনষ্ট হয়, বা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের তরুলতা শীতপ্রধান দেশে প্রণষ্ট হয়, তদ্রূপ আমরাও সেই বৈদেশিক জীবনপ্রণালীর অনুকরণ করিতে গিয়া নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছি। নিজেদের উপযোগী একটা কিছু আদর্শ ঠিক করিয়া লইতে পারিতেছি না। এস্থলে প্রাচীন আদর্শই আধুনিক দেশকাল-পাত্রানুকূল প্রণালীতে পুনর্গঠন করিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই এবং তাহাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

ভারতের সেই পুণ্যময়ী আদর্শ-জীবনপ্রণালী আমরা বিবিধ উপায়ে শিক্ষা করিতে পারি।

এক উপায়,—কঠোর তপঃসাধন—যাহা প্রাচীন কালের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য। †

---

*সংস্কৃত ও বাঙ্গলা অনুবাদ—মৎকর্ত্তৃক রচিত।

† উপনয়ন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে ব্রহ্মচর্য্যপালন।

অন্ত উপায়,—তাঁহাদের সরল ও সুমধুর উপদেশপূর্ণ আদর্শজীবনচরিত। সে অমূল্য জীবনচরিত ভারতীয় আর্য্য মহাকবিগণের মধুর রসভাবময় কাব্যজগতে যেরূপ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট, সেরূপ আর কুত্রাপি সুলভ নহে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে মহাকবি পুণ্যশ্লোক রাজা দুষ্মন্তের বিবরণ যে কি অদ্ভুত কৌশলে ফুটাইয়াছেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! এই মাত্র দেখিতেছ,—দুষ্মন্ত অজ্ঞানকৃত অপরাধে, অনুতাপানলে দহ্যমান;—আবার সেই মুহূর্ত্তে সেই দুষ্মন্তই অসুর-সংহারার্থ মহাতেজে দেদীপ্যমান। দুষ্মন্ত যেন বিধাতার কৃপায় নিজ প্রকৃতিকে নিজ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলী করিয়াছেন। যুগপৎ এইরূপ অশেষ ঘাত-প্রতিঘাতেও দুষ্মন্ত-প্রকৃতি অচলা, অধৃষ্যা, অপরাজেয়া। মহাকবি কালিদাস সেই বিশ্বজনীনা মহাশক্তিকে যে কি এক প্রাণারাম মধুময় ভাবে লোকচক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই দেখিতেছ,—মহর্ষি কণ্ব স্নেহপালিতা প্রাণপ্রতিমা কন্যাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিবার সময় অপরাজেয়া স্নেহশক্তির প্রভাবে বিচলিত, আবার সেই মুহূর্ত্তেই তিনি তৎকালোচিত কর্ত্তব্য পালনার্থ স্থির, ধীর, নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত সাগর। তাৎকালিক কর্ত্তব্যের একটী অণু পরমাণুও তাঁহার দৃষ্টিকে এড়াইতেছে না। যুগপৎ বিরহাশ্রুবর্ষণ ও কর্ত্তব্যপালন পরস্পর অবিরোধে তাঁহার হৃদয় ও নেত্রদ্বয় হইতে নিষ্ঠ্যূত হইতেছে। এরূপ বৈষম্যময় জগতে এ অপূর্ব্ব সাম্যভাবের অভিনয়ই অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের যথার্থ অভিনয়। এ অভিনেতাকে যিনি চিনিবেন, তাঁহারই অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠ সার্থক। সতীত্বময় পুণ্যের মূর্ত্তি শকুন্তলা তাঁহার সর্ব্বেশ্বর,—জীবন-মরণের সহায়,—আত্মার আত্মা,—প্রাণময় পতিদেবের সাংঘাতিক প্রত্যাখ্যানরূপ বজ্রাঘাতে বিচূর্ণিতা। তথাপি সেই অবধূতা সরলা বালার রসনা হইতে একটীও কঠোর বাক্য নির্গত হইল না। তিনি কাহাকে কটু বলিবেন?—পতিকে?—সে যে তাঁহার আত্মা। সতী নারী আর সকলই ত্যাগ করিতে পারেন, কেবল আত্মার অপলাপ করিতে অক্ষম। সতীর আত্মা ও সতীর পতি অদ্বৈত, অবিকারী।

এই অপূর্ব্ব রসভাবময় নাটক সর্ব্ব প্রথমে উজ্জয়িনী নগরীতে প্রথিতযশা, নিরতিশয় বিদ্যোৎসাহী, গুণগ্রাহী, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রঙ্গভূমিতে অভিনীত হয়। তদবধি বহু বিদ্বৎসমাজে মহোৎসাহে ইহার অভিনয় হইয়াছে। অধিক কি—ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণও অতি সমাদরে স্ব স্ব দেশে ইহার

অভিনয় করিয়াছেন। সংপ্রতি ১৩১৯ সালে বা ইংরাজী ১৯১২ খৃষ্টাব্দে—"কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি হলে"—স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্ত্তৃক মহাসমারোহে ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। সে সময়ে কতিপয় বঙ্গমহিলা সেস্থানে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয়ের সাজসজ্জা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা আমাদের সামান্য গৌরবের কথা নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয়,—আমাদের বঙ্গদেশে ইহার সম্যক্ আদর ও অভিনয় বিরল। এরূপ অপূর্ব্ব নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় দ্বারা বহুল প্রচার সহৃদয়মাত্রেরই প্রার্থনীয়।

সংপ্রতি মদীয় প্রাণাধিক শিষ্য শ্রীমান্ প্রমথনাথ বিশ্বাস ও তদীয় স্বগ্রামবাসী, পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত সীতানাথ বসু এই নাটকের অভিনব গীতাভিনয় রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে স্বয়ং সংস্কৃত ব্যবসায়ী না হইয়াও, সংস্কৃত কাব্যরসে এরূপ অনুরাগী,—ভাবসৌন্দর্য্যে এরূপ মুগ্ধ,—প্রাচীন রসভাবময়ী কবিগাথার এরূপ পক্ষপাতী,—যে তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ইঁহারা শুধু ইহার গীতাভিনয় রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। শ্রীমান্ প্রমথনাথ ছোট জাগুলীয়াস্থ নিজ পৈতৃক বাসভবনে বহুব্যয় ও আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক গ্রামস্থ সুহৃদ্বর্গ কর্ত্তৃক ইহার সুন্দর অভিনয়কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া বহু গণ্যমান্য সভ্যমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। কলিকাতা হইতে আহূত হইয়া বহু সহৃদয় মহাত্মারা সে অভিনয়সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই মুক্তকণ্ঠে অভিনেতৃবর্গকে ভূরি ভূরি সাধুবাদপ্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদের এই প্রথম উদ্যম বিশেষ শ্লাঘা ও প্রশংসার কথা। শ্রীশ্রীতারামার চরণে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহাদের মঙ্গলকামনা ও সস্নেহাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছি।

স্বস্তি ওঁ তৎসৎ।

কলিকাতা। শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।
জন্মাষ্টমী, ১৩২২ সাল।

অভিনেতা।

পুরুষগণ।

দুষ্মন্ত	...	...	হস্তিনাপুরের রাজা।
মাধব্য	...	...	রাজার বয়স্য (বিদূষক)।
কণ্ব	...	...	মহর্ষি।
দুর্ব্বাসা	...	...	ঐ।
শার্ঙ্গরব, শারদ্বত, হারীত	...	...	কণ্বমুনির শিষ্যগণ।
মারীচ	...	...	প্রজাপতি ঋষি।
মাতলি	...	...	ইন্দ্রের সারথি।
সর্ব্বদমন	...	...	দুষ্মন্তের পুত্র।
কঞ্চুকী	...	...	রাজান্তঃপুরের বয়োবৃদ্ধ রক্ষক।
নগরপাল	...	...	শান্তিরক্ষক।

ধীবর, রাজ-পুরোহিত, নগর-রক্ষক, প্রতীহারী, সেনাপতি,
সারথী, মুনি-বালক, প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

শকুন্তলা	...	...	কণ্বমুনি-পালিতা কন্যা
অনসূয়া, প্রিয়ংবদা	...	...	শকুন্তলার সখীদ্বয়।
গৌতমী	...	...	বৃদ্ধা তাপসী।

তাপস-কন্যাদ্বয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হসন্ত চিহ্নপ্রকাশ ব্যতীত, এই গীতাভিনয়ের তাবৎ গীতশব্দই অজন্ত উচ্চারিত হইবে।

শকুন্তলা গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অরণ্য স্থান।

—০—

রাজা দুষ্মন্ত ও সারথির প্রবেশ।

দুষ্মন্ত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন বনান্তর অতিক্রম ক'রে এলেম। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য সন্দর্শন ক'রে অপরিসীম আনন্দলাভ হ'লো। অদূরে স্রোতস্বিনী উর্ম্মিমালা বক্ষে ক'রে কলকলনাদে প্রবাহিত হচ্ছে। ধারে ধারে মরাল-কুল কেমন আনন্দে কেলি ক'রে বেড়াচ্চে। সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে কমলদল প্রস্ফুটিত হ'য়ে মনোলোভা শোভা ধারণ করেছে। তীরস্থিত বিটপিশাখায় কল-কণ্ঠ বিহঙ্গমকুল সুমধুর তানে বিশ্বপতির মহিমা কীর্ত্তন কর্‌ছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এতখানি পথ অতিক্রম ক'রে এলেম, একটা মৃগও দেখ্‌তে পেলেম না। শরাসনে জ্যারোপণ,—শরপূর্ণ তূণীর পৃষ্ঠে ধারণ,—এ সকলই কি বিফল হ'লো!—সত্য সত্যই কি আজিকার দিনটা বৃথা গেল?—এত আয়োজন সব বিফল হ'লো?

[ক্ষণকাল ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ।

রাজা। (সচকিতে) ঐ না!—ঐ না!—একটা মৃগ পলাচ্ছে?

সারথি। আজ্ঞে হাঁ,—মহারাজ! মৃগটা নক্ষত্রবেগে উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়াচ্চে।

রাজা। না;—ওকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা হবে না।

[শরসন্ধানে উদ্যত

[নেপথ্যে]

মহারাজ! আশ্রম-মৃগ—বধ ক'রবেন না—বধ কর'বেন না।

রাজা। (শব্দানুসারে দৃষ্টি করিয়া) না—হ'লো না। এতেও ব্যাঘাত পড়্‌লো

গীত গাহিতে গাহিতে ঋষিকুমারদ্বয়ের প্রবেশ!

গীত।

ও শর প্রতিসংহর, ব'ধোনা মৃগজীবন।
ক'রোনা এই শান্তি-রাজ্যে অশান্তির সংঘটন॥

নবনীত-কলেবর, কুরঙ্গ কি মনোহর!
তব তীক্ষ্ণ শর তার, যোগ্য নহে কদাচন॥

হিংসা-দ্বেষ পরিহরি, হরিণ সনে খেলে হরি,
নকুল ফণীকে ধরি, না করে কভু হনন॥

শান্তিময় তপোবনে, শান্তিসুধামৃত পানে,
পশুপক্ষী হৃষ্টমনে করে সদা বিচরণ॥

ঋ-কুমার। মহারাজ! অপরাধ গ্রহণ ক'রবেন না। ওটি আশ্রমপালিত মৃগ,—তাই নিষেধ করেছি। আশ্রম-মৃগ ব'লেই শীকারে বাধা দিয়েছি। বিশেষতঃ ভবাদৃশ বীরপুরুষের বজ্র-সদৃশ তীক্ষ্ণ শর ঈদৃশ ক্ষীণপ্রাণ কোমলাঙ্গ হরিণশিশুর উপর নিক্ষেপের উপযোগী নহে। আপনার অস্ত্র-শস্ত্র শত্রু-সংহার ও আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য—নিরপরাধীকে প্রহারের জন্য নহে।

রাজা। বাধা দিয়েছেন,—উত্তম কার্য্যেই করেছেন। আমি বিশেষ অনুগৃহীত হ'লেম।

[রাজার প্রণামকরণ।

ঋ-কুমার। দীর্ঘায়ুরস্তু। জয় হ'ক্, ধর্ম্মে মতি থাকুক। পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করুন।—তপোবনের শান্তি রক্ষা করুন।

রাজা। জান্‌লেম,—দৈব আজ নিতান্তই আমার প্রতি অনুকূল। নচেৎ রাজা দুষ্মন্ত আজ সামান্য একটা মৃগ বধ ক'রে—পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের ঘোর অসন্তোষ উৎপাদন ক'রে,—নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে কলঙ্ক লেপন ক'রতো।

ঋ-কুমার। সে কি মহারাজ! আপনি যে প্রসিদ্ধ পুরুবংশ উজ্জ্বল ক'রেছেন আপনার বিনীত বাক্যে ও সৌজন্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পেলেম। আশীর্ব্বাদ করি, অনুরূপ পুত্ররত্ন লাভ হউক;—আর সেই পুত্র সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি হউক।

রাজা। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য। আপনাদের প্রসাদেই এই অরণ্য স্থান পরম শান্তরসাস্পদ তপোবন।

ঋ-কুমার। মহারাজ! আপনাব সুশাসনগুণে, এই তপোবনে চিরশান্তি বিরাজমান।—আপনি পথ পর্য্যটনক্লেশে শ্রান্ত হ'য়েছেন। অদূরে মালিনী-নদী-তীরে আমাদের গুরু মহর্ষি কণ্বমুনির আশ্রম। যদি কার্য্যের ক্ষতি না হয়, তবে সে স্থানে গিয়ে, আতিথ্য গ্রহণ ক'রে শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। মহর্ষি কি এ সময় আশ্রমে আছেন?

ঋ-কুমার। আজ্ঞে না। সম্প্রতি তিনি স্বীয় দুহিতা শকুন্তলার উপর অতিথি সৎকারের ভার প্রদান ক'রে, কোনও দৈব কার্য্যের উদ্দেশে সোমতীর্থে গমন ক'রেছেন।

রাজা। মহর্ষি আশ্রমে নাই,—তাহাতে ক্ষতি নাই। আমি তপোবন দর্শন ক'রে আত্মাকে পবিত্র করি। আপনারা অগ্রগামী হউন, আমি পশ্চাতে আশ্রমে গমন কর্‌ছি।

ঋ-কুমার। এক্ষণে তবে আমরা চলিলাম। স্বস্তি!—

[রাজার প্রণাম ও ঋষিকুমারদ্বয়ের প্রস্থান।

রাজা। সারথি! দেখ কি সুন্দর শোভা। যেদিকে নয়ন ফিরাই, সেই দিকেই প্রকৃতির মোহন সাজ। তমোময়ী রজনীর অন্তর্ধ্যানে, প্রভাতে তরুণ অরুণের মুখাবলোকনে জীবকুলের হৃদয়ে যেমন আনন্দসঞ্চার হয়—মেঘমুক্ত সুধাংশুর সুশীতল করজাল বিকাশে চকোর যেমন পুলকে পূর্ণ হয়—আজ আমি এই বিপিনে এসে, সেইরূপ অসীম আনন্দ অনুভব ক'রলেম। কোনও স্থানে বেদ পাঠের বেদী ;—কোথাও বা হোমাবশেষ ভস্মরাশি পতিত;—আবার কোথাও তপস্বীরা ইঙ্গুদীফল চূর্ণ করাতে. উপলখণ্ড সকল তৈলাক্ত হ'য়ে রয়েছে। যজ্ঞীয় ধূমে কোনও কোনও বৃক্ষের নব পল্লব সকল মলিন হ'য়ে গেছে। আর দেখ'—কুশভূমিতে হরিণশিশুগণ নির্ভয়ে বিচরণ ক'রছে। দেখ'—কেহ ব'লে দিচ্চে না, তথাপি তপোবন ব'লে বোধ হচ্চে। আহা! আজ যেন আমি এক নূতন জগতে এসে উপস্থিত হ'লেম।

গীত।

নয়ন জুড়াল হেরে সুরম্য এ তপোবন।
ভাগ্যবলে হেথা মম, হ'লো আজি আগমন॥

নিষ্কাম নিষ্পাপ-চিত, মুনি ঋষি যোগী যত,
সদা যজ্ঞব্রতে রত, বেদপাঠে নিমগন॥

সুপবিত্র শান্তিসুধা, নাশ করে ভব-ক্ষুধা,
বিষয় বিভব নাহি হেথা, সব শান্তি নিকেতন॥

শোকতাপপাপহারী, কি মধুর ভাব হেরি!
ইচ্ছা,—হই বনচারী, ত্যজিয়ে সে রাজ্যধন॥

সারথি। মহারাজ! যথার্থ আজ্ঞা ক'রেছেন।

রাজা। দেখ' সারথি! এ যে সে স্থান নয়। আশ্রমের পীড়া হওয়া উচিত নহে। তুমি এই স্থানে রথস্থাপন কর। আমার যোদ্ধৃবেশে যাওয়া একান্ত অনুচিত। তপোবনে বিনীত বেশেই প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। অতএব শরাসন ও বেশভূষা রাখ। আর সমভিব্যাহারী সকলেই বিশেষ ক্লান্ত হ'য়েছে। তুমি

যাও, উহাদের সকলকে ল'য়ে বিশ্রাম লাভ কর'গে। আমিও তপোবন দর্শন ক'রে, আত্মাকে পবিত্র করি।

সারথি। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[সারথির প্রস্থান।

রাজা। এ কি! অকস্মাৎ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হ'চ্ছে কেন? এ শান্তরসাস্পদ তপোবন। ঈদৃশ স্থানে মাদৃশজনের, এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়?—অথবা হ'তেও পারে। ভবিতব্যের দ্বার সর্ব্বত্রই উদ্‌ঘাটিত। যাই হ'ক,—এই তো আশ্রমের পথ;—এই দিকে প্রবেশ করি।

[পরিক্রমণ।

[নেপথ্যে]

সখি! এদিকে,—এদিকে।

রাজা। একি? বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণ দিকে যেন বামাকণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর হ'চ্ছে।

[নেপথ্যে পুনরায়]

সখি! এদিকে,—এদিকে।

রাজা। সত্যই যে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর! ব্যাপার অন্বেষণ ক'রতে হ'লো। তবে ঐ দিকেই যাই।

[অন্তরালে গমন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন কানন।

গীত গাহিতে গাহিতে শকুন্তলা, অনসূয়া, ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

গীত।

চল' চল' সখি! প্রফুল্ল মনে ,
সবে মিলি চল' সলিল সেচনে।
অস্তমিত রবি গগন প্রাঙ্গনে,
বেলা নাই আর নেহার নয়নে॥

তপন তাপেতে তাপিতা হ'য়েছে,
তরুলতা সব পথ চেয়ে আছে;
সুশীতল বারি ঢালি ধীরি ধীরি,
সরস' করিব নীরস' জীবনে॥

প্রাণের অধিকা ঐ নবমালিকা,
সহকার'পরে মাধবীলতিকা ;
হাস্যমুখী কিবা সুন্দরী যূথিকা.
ধ'রেছে কলিকা নবীন যৌবনে॥

রাজা। (অন্তরাল হইতে) এই যে!—তিনটী তপস্বিকন্যা আপনাদের বয়সের অনুরূপ তিনটী কলস ল'য়ে তরুমূলে জলসেচন কর্‌তে কর্‌তে এদিকেই আসছে। ইহারা আশ্রমবাসিনী—কিন্তু ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী রাজ অন্তঃপুরেও নাই। আজ উদ্যানলতা বনলতার নিকট পরাজিতা।

[অন্তরালে অবস্থান।

প্রিয়ংবদা। সখি শকুন্তলা! তাত কণ্বের কি বিচার ভাই! বোধ করি এই আশ্রমবৃক্ষদের তোমাপেক্ষাও ভালবাসেন। দেখ'—তুমি নবমালিকার মত কোমলাঙ্গী তোমাকে কিনা তরুমূলে জলসেচনের ভার দিয়েছেন।

শকুন্তলা। না সখি! তা ব'লেও শুধু নয়। পিতা আদেশ ক'রেছেন ব'লেই জলসেচন ক'রতে এসেছি তা নয়। আমি ওদের ভাই বোনের অধিক ভালবাসি, তা কি তুমি জান না?

প্রিয়ংবদা। সখি! গ্রীষ্মকালে যাদের মুকুল হয়, তাদের তো সেচন করা হ'লো। এখন যাদের কুসুমের সময় অতীত হ'য়েছে, চ'লো—তাদেরও সেচন করিগে। তা হ'লে বড় ধর্ম্মসঙ্গত কাজ হয়।

রাজা। (স্বগত) এই কি সেই কণ্বতনয়া শকুন্তলা! মহর্ষি অতি অবিবেচক; এমন নবনীত কোমলাঙ্গে কেমন ক'রে বল্কল পরিয়েছেন। যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক সম্পর্কেও শোভাহীন হয় না,—যেমন প্রফুল্ল কমল শৈবালযোগেও বিলক্ষণ শোভা পায়,—সেইরূপ এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বল্কল পরিধান ক'রেও যারপরনাই মনোহারিণী হ'য়েছে। যারা স্বভাবতঃ সুন্দর, তাদের কিনা অলঙ্কারের কার্য্য করে! একাধারে ঈদৃশ অতুলনীয় রূপের পূর্ণ সমাবেশ নিতান্ত দুর্ল্লভ।

শকুন্তলা। উ—হু—হু! খুলে দাও ভাই,—খুলে দাও। দেখ' ভাই,—বল্কলটা প্রিয়ংবদা বড় এঁটে বেঁধেছে। একটু আল্‌গা ক'রে দাও না সখি!

[কলসী ভুমিতে রক্ষণ।

অনসূয়া। আহা—হা! এমন ক'রেও বাঁধতে হয়! একটু কি বিবেচনা নাই। এস, আমি খুলে দিচ্ছি। একে ননীর অঙ্গ, তাতে গাছের কঠিন বল্কল। গায়ে এমনি এঁটে ব'সেছে, যেন ফেটে রক্ত পড়্‌ছে। এমন কাজও করে!

[বন্ধন শিথিলকরণ।

প্রিয়ংবদা। আমাকে দোষ দাও কেন? আপনার নবযৌবনকে তিরস্কার কর।

রাজা। (স্বগত) কি রমনীয়—কি সুন্দর অঙ্গ সৌষ্ঠব!

শকুন্তলা। আঃ! বাঁচলেম,—চ'লো এইবার জল দিইগে। ঐ—যাঃ! আমার কলসীর জল যে সব শেষ হ'য়ে গেছে। কি করি?—তোমরা ভাই, আমায় এক কলসী জল ধার দাও না।

প্রিয়ংবদা। ধার তো নেবে। যদি শোধ দাও, তবে ভাই!—আমি জল ধার দি।

শকুন্তলা। তা দেব' বৈ কি। ধার করলেই শোধ দিতে হয়।

[কলসী লইয়া জলসেচন।

অনসূয়া। দেখ' সখি! চেয়ে দেখ'—কি সব সুন্দর ফুলই ফুটেছে। বনটি যেন আলো ক'রে র'হেছে।

প্রিয়ংবদা। এই যে, সূর্য্যমুখী ফুটেছে। দেখ',—কেমন এক দৃষ্টিতে সূর্য্যের দিকেই চেয়ে র'হেছে।

অনসূয়া। তাই তো ভাই! সে দিন্‌কার সূর্য্যমুখী!—যেন গরবে ফেটে মরছে।

গীত।

কাননে কি শোভা, অতি মনোলোভা,
কুঞ্জে কুঞ্জে দেখ' ফুটেছে ফুল।
মন্দগমন, সুরভিপবন, আশ্রম কানন,—সমাকুল॥

জাঁতি-যূথী বিকশিত, পলাশ কাঞ্চন,
ভ্রমরা গুণ্ গুণ্ স্বরে করিছে গুঞ্জন:—
কুহু কুহু কুহু রবে, কোকিলে করে আকুল॥

চল, চল, চল, সখি! যতন করিয়ে,
মালতী মল্লিকা চাঁপা সেঁউতী তুলিয়ে;—
গাঁথিব মোহন মালা, মত্ত যাহে অলিকুল॥

শকুন্তলা। প্রিয়ংবদা! এদিকে চেয়ে দেখ', এই সহকারটিতে ক'চি ক'চি নূতন পাতা হওয়াতে কেমন সুন্দর শোভা হ'য়েছে। বাতাসভরে হেলে দুলে,—বোধ হ'চ্চে—যেন আমাকে ইঙ্গিত ক'রে ডাকৃছে। আবার দেখ', নবমল্লিকা কেমন তারে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে।

অনসূয়া। দে'খ সখি! নবমল্লিকা ঠিক যেন স্বয়ম্বরা হ'য়ে সহকারকে আশ্রয় ক'রেছে। মন্দমন্দ বাতাসে কেমন হেল্‌ছে দুল্‌ছে। যেন স্বামীর সঙ্গ পেয়ে, আহ্লাদে সোহাগ দেখাচ্ছে। আ মরি!—বিধাতার কি সৃষ্টি ভাই!

প্রিয়ংবদা। দেখ' অনসূয়া! নবমল্লিকাকে সখী অত আদরের সহিত দে'খে কেন, তা জান'। শকুন্তলা মনে করে, -ও যেমন সহকারের সঙ্গে মিলেছে, আমিও যেন ঐরূপ মনের মত বর পাই।

শকুন্তলা। নাও ভাই! আর জ্বালিও না। ঐটি তোমার আপনার মনের কথা। তুমি নিজে ঐরূপ ভাব কিনা তাই বল্‌ছো। এখন যাবে তো চল'—গাছে জল দিইগে। এস',—আগে কোন্ গাছে দেবে? আমি বলি,—এই সহকারে দাও।

প্রিয়ংবদা। তবেই বল্‌তে হয়;—"যার মন যার কাছে, টান ধরে তার পাছে।"

শকুন্তলা। দোষই বা কি? এই সহকারকে আমি ভাইএর মত ভাবি,—তা কি তুমি জান না। আমার ভাজ হবে ব'লেই, নবমল্লিকাকে তার কাছে রোপন করেছি। আমি সত্যই ভাই, শীগ্‌গির বিয়ে দিয়ে এদের যুগলরূপ দেখে নয়ন জুড়াব।

অনসূয়া। ভাল!—"বিয়ে!"—এ কথাটা শুনলেও মনে বড় আহ্লাদ হয়। আমাদের প্রিয়সখীর ফুল ফোটবার সময় কবে হবে, তা প্রজাপতিই জানেন।

প্রিয়ংবদা। দেখ' অনসূয়া! যে সময়ের যা, তা কেহ আট্‌কে রাখ্‌তে পারে না। সময় হ'য়েছে, সব গাছেই ফুল ধ'রেছে। সখীরও ফুল ফোটবার সময় হ'য়েছে। (উল্লাসের সহিত) ঐ দেখ', তার প্রমাণ।—ঐ দেখ', মাধবীলতার গাঁটে গাঁটে ফুল ধ'রেছে—সখীরও বিবাহ নিকট হ'য়েছে।

অনসূয়া। তাই বটে ভাই!—তাই বটে।

শকুন্তলা। (কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক) এ সব তোমাদের নিজের মন-গড়া কথা। আমি শুনতে চাই না। সকল কথাতেই ঐ কথা—ভাল লাগে না।

প্রিয়ংবদা। না সখি! আমি ঠাট্টা করছি না। পিতা কণ্বের মুখে শুনেছি,—তাই বলছি। স্মরণ নেই?—তিনি একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, মাধবীলতার যখন মুকুল দেখা যাবে, জানবে আমার শকুন্তলারও বিবাহকাল উপস্থিত হবে। (হাস্য করিয়া) হাঃ হাঃ—ঠিক হ'য়েছে, আমাদের প্রিয়সখীর বিবাহের ফুল ফুটেছে।

অনসূয়া। ঠিক বলেছ' ভাই। এই জন্যই শকুন্তলা মাধবীলতাকে এত আদরের সহিত জলসেচন করে।

শকুন্তলা। দূর হ'ক্। কোনও কথাটি কবার জো নাই। তোমাদের কথায় কথায় ছল বৈ তো নয়। এখন এস',—জলসেচন করি। প্রায় সকল গাছের গোড়ায় জল তো দেওয়া হ'ল। এখন নবমল্লিকা ও বনতোষিণীকে শান্ত ক'রে, বাকি জলটুকু মাধবীর মূলে ঢেলে দিয়ে, চল' আমরা আশ্রমে যাই।

রাজা। (স্বগত) আ মরি! মরি! কি সুন্দর, কি মিষ্ট কথা;—কি মধুর হাসি! আজ নিতান্তই সুপ্রভাত। তাই মৃগয়া উপলক্ষে, এই বনে এসে উপস্থিত হ'য়েছি। যা হ'ক্, আর কিছুক্ষণ এই অপূর্ব্ব ভাব নয়ন ভ'রে দেখি। কর্ণও বচনসুধা পান করুক। হৃদয়!—শান্ত হও। এত অস্থির হ'চ্চ কেন? (ক্ষণিক নিস্তব্ধ থাকিয়া)—এই যে! জলসেচন ক'রতে ক'রতে এই দিকেই আস্‌ছে।

[অন্তরালে অবস্থান।

সখীগণের জলসেচন এবং শকুন্তলা কর্ত্তৃক হস্ত ও বসনাঞ্চল দ্বারা ভ্রমরবাধা অভিনয়।

শকুন্তলা। দূর হ'। আ ম'লো! নবমল্লিকায় জল দিতে দিতে একটা ভোমর নবমল্লিকা ছেড়ে আমার মুখের দিকে আস্‌ছে। সখি! বড় জ্বালাতন ক'রে মার'লে। এত তাড়াচ্চি তবু যে যায় না। (কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) তাড়াও না ভাই। তোমরা বেশ রঙ্গ দেখ্‌ছ'। (বিরক্তভাবে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ)—আ ম'লো, এ যে কিছুতেই যায় না। যতই তাড়াই, ততই আরও আসে যে!

গীত।

তোরা দেখ্‌লো দেখ, ওলো সখি! একি বিষম দায়!
ভ্রমর কেন এমন ক'রে অবলা জ্বালায়॥

যায় না কেন অন্য ফুলে, কেতকাদি বকুলে,
ভয় করে ওর তীক্ষ্ণ হুলে, পাছে বসে গায়॥

সরোবরসুশোভিনী, প্রফুল্লা নলিনী,
কি সুখে নাহিক জানি, হৃদয়ে বসায়॥

শকুন্তলা। আমি কি ফুল? কি রঙ্গ গো! যে ফুলে মধু আছে, সেখানে যা না। আঃ—কি আপদই জুটলো!

অনসূয়া। ও যাবে কেন? ও যে মধুলোভে ঘুরছে। অমন সুন্দর মুখ খানিকে যে পদ্ম ভাববে তার আর আশ্চর্য্য কি? মানুষেরই ভ্রম হয়—তা,—ও অজ্ঞান ভোমর যে ফুল মনে ক'রে বস্‌তে চেষ্টা ক'রবে, তার আর আশ্চর্য্য কি?

শকুন্তলা। তোমরা ভাই, কেবল সর্ব্বদাই আমোদ ভালবাস। এ দিকে আমি জ্বলে মরছি। দূর হ'ক্ গে;—বড় আপদেই পড়লুম। এ কোন মন্ত্রেই যাচ্চে না। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ দিকে গমন)—এখানেও যে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে। আমি এখান থেকে যাই। এ দুষ্টের কি কেহ শাসনকর্ত্তা নাই?

প্রিয়ংবদা। শাসনকর্ত্তা থাক্‌বে না কেন? দুষ্টের দমন,—শিষ্টের পালন-কর্ত্তা রাজা;—তপোবনের রক্ষাকর্ত্তাও—রাজা। রাজা দুষ্মন্তকে স্মরণ কর—তিনি তোমাকে পরিত্রাণ করবেন। আমাদের রক্ষা করবার ক্ষমতা কি?

রাজা। (স্বগত) ইহাদের সম্মুখে উপস্থিত হবার এই বিলক্ষণ সুযোগ। কিন্তু রাজা ব'লে পরিচয় দেওয়া হবে না। অতিথিভাবে উপস্থিত হ'য়ে অভয় প্রদান করি। (প্রকাশ্যে) ভয় নাই,—ভয় নাই। পুরুবংশোদ্ভব দুষ্মন্ত শাসনকর্ত্তা থাক্‌তে কার সাধ্য নিরাশ্রয়া তপস্বিকন্যাদের অনিষ্ট করে? কে আপনাদের বিঘ্ন উৎপাদন ক'রছে? বলুন—এখনই তার সমুচিত শাস্তিবিধান করি।

সখীদ্বয়। (সচকিতে) একি!—একি!

অনসূয়া। না মহাশয়! অত্যাচার এমন কিছুই নয়। তবে একটা দুষ্ট ভ্রমর আমাদের প্রিয়সখীকে বড় ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল—তাই!—

রাজা। তপোবনের সব কুশল? আপনারা সকলে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন?

প্রিয়ংবদা। হাঁ মহাশয়! তপস্যার বৃদ্ধি হ'চ্চে। এখন আপনার ন্যায় অতিথি আসাতে আরও বৃদ্ধি হ'লো।

অনসূয়া। সখি! যাও, যাও। শকুন্তলা!—তুমি শীঘ্র কুটীরে গিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে এস'। জল আর আনতে হবে না। এই কলসীতে যে জল আছে তাতেই হাত পা ধোয়া হবে।

রাজা। না না, এত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই। আপনাদের মিষ্টালাপেই যথেষ্ট আতিথ্য হ'য়েছে।

প্রিয়ংবদা। মহাশয়! যদি কোনও আপত্তি না থাকে, তবে এই সাতিম গাছের শীতল ছায়ায়, বেদীতে ব'সে শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা। আপনারাও জলসেচনে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, এইস্থানে ব'সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন।

প্রিয়ংবদা। সখি শকুন্তলা! অতিথির অনুরোধ রক্ষা করা উচিত। এস', আমরাও বসি।

শকুন্তলা। (স্বগত) এঁকে দেখে আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হ'চ্চে কেন? এমন চিত্তচাঞ্চল্য ঘট্‌ছে কেন?

রাজা। আপনাদের সমান রূপ, সমান বয়স, সমান কার্য্য,—আর আপনাদের সুন্দর সখীভাব দেখে আমার মনে বড় প্রীতি হল'।

প্রিয়ংবদা। (অনসূয়ার প্রতি জনান্তিকে) সখি, ইনি কে? দেখেছ'—কেমন সুন্দর মূর্ত্তি, কেমন গম্ভীর আকৃতি! একান্ত অপরিচিত হ'য়েও মিষ্টালাপে যেন কত পরিচিত মত বোধ হচ্চে।

অনসূয়া। সখি! আমারও ভাই এ বিষয়ে কৌতূহল জন্মেছে। ভাল—ওঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন?

প্রিয়ংবদা। (রাজার প্রতি) মহাশয়! আপনার মধুরালাপে সাহস পেয়ে, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু আমরা অবলা—তাতে আপনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। যদি আপনি নির্লজ্জা না মনে করেন, তবে জিজ্ঞাসা করি।

রাজা। সে কি! স্বচ্ছন্দে বলুন। কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নাই।

প্রিয়ংবদা। মহাশয়! না জানি—আপনি কোন্ রাজকুলের অলঙ্কার! না জানি—কোন দেশকেই বা সংপ্রতি আপনার বিরহে কাতর ক'রে এই সুকুমার বয়সে সুদূর তপোবনদর্শনের কষ্টস্বীকার ক'রেছেন। পরিচয় পেলে সুখী হই।

রাজা। (স্বগত) এখন কিরূপে আত্মপরিচয় দি। যথার্থ পরিচয় দিলে সকলই তো প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। (প্রকাশ্যে)—ঋষিকুমারী! আমি পৌরব রাজের কর্ম্মচারী। পুণ্যাশ্রম তপোবনদর্শন মানসে, এইস্থানে উপস্থিত হ'য়েছি।

অনসূয়া। আজ তপস্বীদের পরম সৌভাগ্য। মহাশয়ের শুভাগমনে তাঁরা অত্যন্ত সন্তোষ লাভ ক'রবেন।

শকুন্তলা। (স্বগত) হৃদয়! এত উতলা হও কেন? তুমি যার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছ, অনসূয়া তাই জিজ্ঞাসা ক'রছে।

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলার প্রতি) প্রিয়সখি! আজ যদি মহর্ষি আশ্রমে থাক্‌তেন, তা হ'লে দেখ্‌তে কেমন ক'রে অতিথিসৎকার ক'রতেন। জীবন সর্ব্বস্ব দিয়েও অতিথিকে সুখী ক'রতেন।

শকুন্তলা। (কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক) তোমরা যেন কি মনে ক'রে এ কথা বল্‌ছ', আমি তোমাদের কথা শুন্‌তে চাই না।

রাজা। আপনাদের অভ্যর্থনায় বড় সন্তুষ্ট হ'লেম। এখন আমার একটি কৌতূহল চরিতার্থ ক'রলে সুখী হই। আপনাদের প্রিয়সখীর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

প্রিয়ংবদা। সে তো আপনার অনুগ্রহ। স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা। ভাল,—শুনেছি মহর্ষি কণ্ব কৌমার ব্রহ্মচারী। সদাই ধর্ম্ম-চিন্তায় রত, জন্মাবচ্ছিন্নে দারপরিগ্রহ করেন নাই; অথচ,—তোমাদের সখী তাঁহার কন্যা—ইহা কিরূপে সম্ভব?

অনসূয়া। আমাদের প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তান্ত অতি চমৎকার। আমরা যেরূপ শুনেছি, সেইরূপই বলছি—শুনুন। এক সময়ে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র গৌতমী নদী তীরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাহাতে সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে তাঁর যোগভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে সে স্থানে পাঠান।

রাজা। দেবতারা অন্যের ঐরূপ তপস্যায় ভয় পান বটে।

অনসূয়া। এই বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের প্রিয়সখীর জনক জননী।

রাজা। (স্বগত) এখন তবে আমার আশার পথ মুক্ত হ'লো। (প্রকাশ্যে) ইনি তবে অপ্সরাগর্ভজাত কন্যা।—তার পর?

অনসূয়া। নির্দ্দয়া মেনকা সেই কন্যারত্ন প্রসব ক'রেই স্বস্থানে চলে গেল। কন্যাটি বন মধ্যে অনাথা পড়ে রইলো। আশ্চর্য্য!—সেই অবস্থায়, একটী পক্ষী স্নেহবশে আপনার পক্ষ দিয়ে তাকে ঢেকে রক্ষা ক'রতে লাগলো। পিতা কণ্ব

দৈবযোগে সে সময়ে সেখানে উপস্থিত হ'য়ে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দে'খলেন। তাঁর মনে দয়ার সঞ্চার হওয়াতে, তিনি কন্যাটিকে তুলে লয়ে আশ্রমে এলেন। আর নিজের মেয়ের মত লালনপালন ক'রতে লাগলেন। সেই অবধি ইনি তপোবন-পালিতা।

রাজা। জন্মবৃত্তান্ত শুনে মনে হচ্ছে, যে যথার্থই বটে। নতুবা মানবীতে কি এরূপ অসামান্য রূপলাবণ্য সম্ভব হ'তে পারে?—না—ভূতল হ'তে কখনও জ্যোতির্ম্ময়ী বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়? ভাল,—আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের সখী কি ব্রত অবলম্বন ক'রেছেন? উনি কি চিরকুমারী হ'য়ে এই তপোবনে হরিণী সহবাসেই জীবনযাপন ক'রবেন? মহর্ষিরই বা এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি?

প্রিয়ংবদা। পিতা কণ্ব সংকল্প ক'রেছেন, অনুরূপ পাত্র পেলে তাঁর প্রাণাধিকা কন্যাকে তাঁর হস্তে সম্প্রদান ক'রবেন। তা হলেই তাঁর মনের শান্তিলাভ হয়।

রাজা। (স্বগত) তবে আমার শকুন্তলালাভ নিতান্ত অসম্ভব নয়। হৃদয় আশ্বস্ত হও, এখন সন্দেহ ভঞ্জন হ'য়েছে। যাহাকে অগ্নি ব'লে জ্ঞান ক'রছিলে, তাহা এখন সুখস্পর্শ শীতল রত্ন হ'লো।

শকুন্তলা। অনসূয়া! আমি আশ্রমে যাই। আর আমি এখানে থাকব' না। প্রিয়ংবদা যা মুখে আসছে, তাই ব'লছে আমি কুটীরে গিয়ে গৌতমী পিসিকে সব বলে দেব'!

অনসূয়া। না সখি, তাও কি হয়? এখনও পর্য্যন্ত অতিথির সেবা হয় নি। বিশেষতঃ পিতা আশ্রমে নাই। আজ তোমার উপর অতিথিসৎকারের ভার আছে। তোমার চ'লে যাওয়া কি ভাল দেখায়?

শকুন্তলা। না সখি, আমি আর থাক্‌ব' না।

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলার হস্তধারণ করিয়া) যাবে কোথা সখি? জান না, আমার এক কলসী জল ধার করেছ'। সেই ধার আগে শোধ', তারপর যেখানে ইচ্ছা যেও।

শকুন্তলা। আচ্ছা দাও,—কলসী দাও। আমি জল এনে ধার শোধ দিচ্ছি।

[কলসী লইতে উদ্যত।

রাজা। আপনাদের সখী জলসেচনে অত্যন্ত ক্লান্তা হয়েছেন। আর উঁহাকে জলবহনের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। আমি ওঁকে ঋনমুক্ত করছি। (অঙ্গুরীর উন্মোচন)—এই অঙ্গুরীয়টি জলকলসীর মূল্য স্বরূপ গ্রহণ করুন।

[অঙ্গুরীয়টীতে অঙ্কিত নাম দেখিয়া সখী দ্বয়ের বিস্মিতভাবে পরস্পর মুখাবলোকন।

রাজা। মুদ্রিত নাম দেখে আপনারা সন্দেহ ক'রবেন না। মহারাজ তাঁহার প্রসাদচিহ্নস্বরূপ আমাকে অঙ্গুরীয়টি দান ক'রেছেন।

প্রিয়ংবদা। তবে, এ অঙ্গুরীয় আপনার আঙ্গুল হ'তে মোচন করা উচিত নয়। আপনি রাখুন;—আপনার কথাতেই আমরা জলপরিশোধ স্বীকার করলেম। দেখ',—শকুন্তলা! এই মহাশয়ের বা মহারাজের প্রসাদে, তুমি ঋণ-মুক্ত হ'লে। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা যেতে পার।

শকুন্তলা। আমি যাই আর না যাই—তাতে তোমাদের কি? (স্বগত) যাই—যাই,—মনে ক'রছি, কিন্তু কোনমতে যেতে ইচ্ছা হচ্চে না। পা যেন উঠছে না।

রাজা। (স্বগত) আমার ইঁহার প্রতি যেরূপ, ওঁর আমার প্রতি সেইরূপ অনুরাগ কি না বুঝতে পারছি না। অথবা—সন্দেহের বিষয়ই বা কি? আমার সহিত কথা কচ্চে না, অথচ আমি কথা কহিলেই অনন্যচিত্তে স্থিরভাবে শ্রবণ ক'রছে। নয়নে নয়নে মিলন হ'লে, তথনই মুখ ফিরিয়ে ল'তেছে, অথচ অন্য দিকেও অধিকক্ষন চেয়ে থাকছে না। অন্তঃকরণে অনুরাগ সঞ্চার না হ'লে এরূপ ভাব হয় না।

[নেপথ্যে]

ওহে বনবাসী তপস্বীগণ! সবে সাবধান হও। মৃগয়া-বিহারী রাজা দুষ্মন্ত তপোবন সন্নিকটে উপস্থিত হয়েছেন। তোমরা আশ্রমস্থিত প্রাণী সমুহের রক্ষণার্থ যত্নবান্ হও।

রাজা। কি বিপদ! নিশ্চয়ই আমার অনুচরগণ আমার অন্বেষণে এসে তপোবনের পীড়া জন্মাচ্ছে। আমি শীঘ্র গিয়া নিবারণ করিগে।

অনসূয়া। আর্য্য! অনুমতি হয় তো আমরা আশ্রমে যাই। আপনার সমুচিত অতিথিসৎকার হ'লো না ব'লে আমরা বড় লজ্জিত হয়েছি। পুনরায় যেন আপনার দর্শন পাই।

রাজা। তজ্জন্য আপনারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। আপনাদের সৌজন্যে ও সদালাপেই যথেষ্ট আতিথ্য হয়েছে।

শকুন্তলা। অনসূয়া! দাঁড়াও, দাঁড়াও!—আমার পায়ে কুশের কাঁটা বিঁধে গেছে—আমি শীগ্‌গির চ'লতে পারছি না। আমার বল্কলটাও কুরুবকের ডালে আট্‌কে গেছে। তোমরা একটু দাঁড়াও না, ভাই!—আমি ছাড়িয়ে নি।

[পশ্চাৎ দিকে রাজাকে অবলোকন করিতে ২
শকুন্তলা ও সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

রাজা। সকলেই চ'লে গেল', এখন আমিও যাই। কিন্তু মুনিকন্যাকে দেখে অবধি আমার নগরে ফিরে যেতে মন সরূছে না। এই তপোবনের নিকট কোনও স্থানে শিবির সংস্থাপন ক'রে অবস্থান করি। আমি কোন মতেই আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুন্তলার চিন্তা হ'তে নিবৃত্ত কর্‌তে পারছি না। পুনর্দ্দর্শনলাভ ও তদুপায়চিন্তাই এখন আমার জপমালা হ'য়ে উঠ্‌লো। যাই,—এখন শিবিরে যাই।

[রাজার প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০*০—

বন পার্শ্বস্থ শিবির।

রাজবয়স্য মাধব্যের প্রবেশ

মাধব্য। আঃ! কি উৎপাতেই পড়া গেছে। এই শিকারী রাজার বয়স্য হ'য়ে মারা গেলুম। ঐ মৃগ, ঐ বাঘ, ঐ বরাহ—ক্রমাগত চীৎকার ক'রছেন, আর সারা দিনটা টো টো ক'রে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রভাত হ'তে না হ'তেই মৃগয়ায় যাবার জন্য ব্যস্ত। জেলের হাঁড়ির মত সারা দিনটা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌তে ফিরতে হয়। মস্তকের উপর মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপ,—না আছে ছায়া, না আছে কিছু। সর্ব্বাঙ্গে দর্‌ দর্‌ ক'রে ঘাম, যেন খেজুর গাছ টোপাতে থাকে। পিপাসায় কণ্ঠ তালু শুষ্ক হ'য়ে যায়। ভাল জলটুকু পান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ ক'রবো, তারও উপায় নেই। যে দুই একটা নদ নদী আছে, তাতে নানাজাতীয় বৃক্ষলতার গলিতপত্র প'ড়ে কৃষ্ণকালিন্দীর কাল জল হ'য়ে আছে। খাবার সুখ তো বিস্তর! এক,—শূলে-বেঁধা সেঁকা মাংস; আর না হয়,—কটু, কষা, তিক্ত ফলমুলাদি আহার। মধুরও কিছু আছে—প্রায় সকল রসেরই সমাবেশ আছে। তাতেই বুঝি, পোড়াকপালে মুনিঋষিরা এত ভক্ত। রাত্তির আসে, যেন কাল আসে—ব'লে মনে হয়। তবু না হয়—রাত্তিরে নিদ্রাসুখটা ভোগ করি, তারও নানা প্রতিবন্ধক। শয্যায় গেলেই ব্রাহ্মণীর কথা মনে পড়ে। দুর্ভাবনায় চক্ষু মুদিত হয় না। আর—যদি বা ভোরের বেলা একটু তন্দ্রা আসে, অমনি ব্যাধ বেটারা বনে প্রবেশ ক'রে কোলাহল ক'রতে থাকে, তাতেই ঘুম ভেঙ্গে যায়। এইতো গেল খাওয়া শোয়ার সুখ। আমরা ঘ'রোলোক;—আমরা কি বাবা,—স্ত্রী, পুত্র আত্মীয় স্বজন ছেড়ে, বনে বনে বনচরের মত ফির্‌তে পারি! ব্রাহ্মণের মুখে আগুন;—দুর্ণামটা তো চিরকালই আছে। সেত' বরং ভাল, এ যে জঠরানল;—পেটে আগুন লেগে সমস্ত অন্ত্রভাগটা যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। প্রাণটা ওষ্ঠাগত—যেন

বের'য় বের'য় হয়। তার উপর গোদের উপর বিষফোঁড়া!—কাঁটা গাছে আর কুশাঙ্কুরে গা। হাত পা ছিঁড়ে খুঁড়ে—একাকার। নানান্ জ্বালা বাবা! রাজা রাজড়ার যদি ভাল মেয়ে চ'খে পড়েছে, তা হ'লে আর রক্ষা নাই। একেবারে মাথা ঘুরে গেল। তাকে পাবার জন্য, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য! কাল মৃগ তাড়া ক'রতে ক'রতে এক আশ্রমের মধ্যে গিয়ে পড়েন। সেখানে একটা বুনো মেয়ে দেখে, একেবারে মাথা ঘুরে গেছে। দেখ্‌ছি,—দেখ্‌ছি কেন',—ভাবে বেশ বুঝতেও পাচ্ছি; তাকে দে'খে অবধি যেন উন্মত্ত হ'য়ে পড়েছেন। রাজধানীতে ফিরে যাবার নামটি পর্য্যন্তও শুনতে পাই না। এ দিকে যে ব্রাহ্মণের ছেলে মারা যায়। যা হ'ক, প্রাণটা নিয়ে ঘরের ছেলে এখন ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। সধবা দেখে এসেছি, ফিরে গিয়ে বিধবা না দেখ্‌লেই সৌভাগ্য। যদি মুখের ছিপি খুলে, কখনও কিছু ব'লে ফেলি তো,—"ঘ'রো"—"আঁচলধারী"—ব'লে কতই উপহাস! এই সব তিরস্কারই এখন পুরস্কার! না বাবা,—আর কাজ নেই ই'য়ারকিতে। ই'য়ারকির চূড়ান্ত,—সখের চূড়ান্ত,—সবারই সীমান্ত হ'য়েছে। এখন প্রাণান্ত বাকি কেবল! আর কখনই নয়—এই নাকে খত!—কতই বা ভাব্‌বো,—কতই বা ব'লবো! (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া)—মজিয়েছে, মজিয়েছে! এই যে দেখ্‌ছি—আজ আবার বেশী আড়ম্বর। স্বয়ং মহারাজ ধণুর্ব্বাণ হস্তে সেজে গুজে আস্‌ছেন। বুঝি বা—গরিব বামুণের ছেলের মাথাটা মৃগয়াযজ্ঞে আহুতি হয়। দুটো মনভুলান কথা ক'য়ে, গরিবের মাথা খাবেন আর কি! যা হ'ক বাবা,—আজ এ শর্ম্মা আর সে শর্ম্মা থাক্‌ছেন না। ছলে, কলে, কৌশলে,—আজ হাত এড়াতে চেষ্টা করতে হবে। দেখা যাক্ কি হয়।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। এই যে বয়স্য! আজ যে বড় আঠা দেখ্‌ছি। আগেই প্রস্তুত হ'য়ে আছ। আবার বল', আমিই আগে এসে তোমাকে জ্বালাতন করি। এইবার ধরা পড়েছ' তো।

মাধব্য। আঃ! বাপুরে গেলুম! আর বাঁচিনে—বড় কষ্ট, বড় ব্যথা—আঃ!—

[বিকলাঙ্গের ন্যায় অবস্থান।

রাজা। একি বয়স্য!—এ ভাব কেন? বড়ই কাতর দেখছি যে,—ব্যাপার কি? (হাস্য করিয়া) ভাবভঙ্গি যেমন দেখ্‌ছি, মুখখানি তো সেরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছে না।

মাধব্য। মহারাজ! হাত বাড়াই,—আমার সে ক্ষমতা নাই। কেবল মুখের কথাতে আশীর্ব্বাদ ক'রছি। জয় হ'ক!—মাথা মুণ্ডু কি ব'লবো? কোমর ভেঙ্গে গেছে,—মহারাজ! কোমর ভেঙ্গে গেছে।—বড় কষ্ট!

রাজা। বলি বয়স্য! গোপনে আর ফল কি? কিসে এমন অবস্থা ঘট্‌লো?

মাধব্য। প্রশ্ন মন্দ নয়। চ'খে আঙ্গুল দিয়ে তারপর তাকে জিজ্ঞাসা ক'রছেন—কেনরে তোর চ'খ দিয়ে জল প'ড়ছে? নদীর ধারে বেতগাছগুলো যে নুয়ে পড়ে, তারা কি আপনি নোয়?—না—নদীর বেগে নুয়ে পড়ে?

রাজা। নদীর বেগে বাধ্য হ'য়ে তাকে নুইতে হয়।

মাধব্য। তবে আমারও তাই—মহারাজ!

রাজা। সে কিরূপ হ'লো?

মাধব্য। আরও কি খুলে ব'লতে হবে? আপনিই তো আমার যত অনর্থের মূল! রাজপ্রাসাদ,—রাজভোগ সব ত্যাগ ক'রে কি না—বুনোদের মত এই বনে বনে ঘুরিয়ে নাকাল ক'রে মেরেছেন। ত্বরায় যে এ সব ক্লেশ নিবারণ হবে, তারও তো সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না। এত কষ্ট স'য়ে আর কি শরীরে বল আছে? না,—মনে ধৈর্য্য আছে? তা মহারাজ,—নিতান্ত পক্ষে আজিকার দিনটা যদি ছুটি দেন—তো—একটু বিশ্রাম ক'রে বাঁচি।

রাজা। (স্বগত) এ তো এই রূপ ব'লছে। ও দিকে আবার সেই তাপসকন্যার কথা মনে প'ড়ে, মৃগয়ায় যেতে আমার আর প্রবৃত্তি হ'চ্চে না। শরাসনে শরসন্ধান করি, কিন্তু মৃগের উপর নিক্ষেপ ক'রতে পারি না। তাদের মুগ্ধ নয়ন দেখ্‌লে, শকুন্তলার বিলাসযুক্ত নয়নযুগল মনে পড়ে।

মাধব্য। মহারাজ! মনে মনে কি ভাব্‌ছেন। আমি কি তবে এতক্ষণ অরণ্যে রোদন ক'রলেম!

রাজা। না—হে—না। আমি অন্য কিছু ভাবি নাই। সুহৃদ্বাক্য—তাতে ব্রাহ্মণের কথা!—শিরোধার্য্য ক'রতে হয়। যখন তুমি ব'লছো তখন

শুন্‌তেই হবে। ভালই হ'ক, বা মন্দই হ'ক, লঙ্ঘন করা উচিত নয়। আজ মৃগয়ায় না যাওয়াই স্থির ক'রলেম।

মাধব্য। চিরজীবী হোন্ মহারাজ! আঃ—আজ বিশ্রাম ক'রে বাঁচবো।

[গমনোদ্যত।

রাজা। আরে যাও কোথা? ভাল,—দুদণ্ড না হয় মিষ্টালাপই করা যাক্। বনে এসে দেখছি, একেবারে বুনো হ'য়ে গেলে যে।

মাধব্য। মিষ্টালাপ না ব'লে, যদি কিছু মিষ্ট ফলারের কথাটা ব'লতেন্ তা হ'লে কতক ভাল লাগতো। হায়রে ফলার!—তুই বা কোথা, আর আমিই বা কোথা?

রাজা। বয়স্য! তামাসা ছাড়। শোন, একটা বিশেষ পরামর্শ আছে। সংপ্রতি এক গুরুতর কার্য্য উপস্থিত। তোমার সহায়তা ভিন্ন সুসিদ্ধ হওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায়।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। জয় হ'ক মহারাজ! সব উদ্যোগ হ'য়েছে; শিকারের অন্বেষণ পাওয়া গেছে। অনর্থক কালহরণ করায় ফল কি? মৃগয়ায় যাত্রা করুন।

রাজা। দেখ রৈবতক! আজ মাধব্য মৃগয়ার দোষ কীর্ত্তন ক'রে, বড়ই নিরুৎসাহ ক'রেছে।

সেনা। (মাধব্যের প্রতি জনান্তিকে)। সখা, তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে থাক'। আমি মহারাজের মনস্তুষ্টির মত, শিকারের পক্ষে একটু বলি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ও পাগলের কথা শুনেন কেন? ও মূর্খ,—মৃগয়ার ভাল মন্দ কি বুঝবে? মৃগয়া উপকারী কি অপকারী, তা মহারাজই বিবেচনা করুন। দেখুন,—প্রথমতঃ জড়তা নষ্ট ক'রে শরীরকে বিলক্ষণ পটু ও কর্ম্মক্ষম করে। ভয় বা ক্রোধের উদয় হ'লে, জন্তুদের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা বারংবার প্রত্যক্ষ হয়। আর' চল-লক্ষ্যে শরক্ষেপ অভ্যাস হ'য়ে আসে। মহারাজ! যদি চল-লক্ষ্যের উপর শরক্ষেপ অব্যর্থ হয়, ধনুর্দ্ধরের পক্ষে তাহা অপেক্ষা শ্লাঘার বিষয় আর কি হ'তে পারে? যাহারা মৃগয়াকে ক্লেশদায়ক মনে করে, তাহারা

নিতান্ত অর্ব্বাচীন। এরূপ আমোদ,—এরূপ শরীরের উপকার আর কিসে আছে, মহারাজ!

মাধব্য। (কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন পূর্ব্বক) ওরে নরাধম! ক্ষান্ত হ’। আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাতে হবে না। আজ উনি আপনার প্রকৃতি প্রাপ্ত হ’য়েছেন। তুই জঙ্গলে জঙ্গলে টো টো ক’রে বেড়ানা কেন,—কে তোকে বারণ কর্‌ছে? আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি—তুই বনে বনে এমনই ক’রে কোন্ দিন্ নরমাংসলোলুপ বাঘ ভালুকের মুখে গিয়ে পড়্‌বি।

রাজা। দেখ’, আমরা আশ্রমের অতি নিকটে আছি। এস্থানে তোমাদের এরূপ বিবাদ করা ভাল নয়। আজ হরিণগণ দলবদ্ধ হ’য়ে রোমন্থ করুক;—মহিষেরা জলক্রীড়া করুক;—বরাহেরা নিরুদ্বেগে ইতস্ততঃ বিচরণ করুক;—আর আমার শরাসনও বিশ্রাম লাভ করুক। যে সমস্ত লোক ইতিমধ্যে বনমধ্যে অগ্রগামী হ’য়েছে, তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত কর। যেন তাহারা তপোবনের উৎপীড়ন না জন্মায়।

মাধব্য। কি হে সেনাপতি মহাশয়! শিকারে যে ভারি উৎসাহ দেখাচ্ছিলে। এখন শুন্‌লে তো।

রাজা। (সেনাপতির প্রতি) রৈবতক! যাও, তুমি শিকারের বেশ-ভূষা ত্যাগ ক’রে বিশ্রাম লাভ করগে।

সেনা। মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

[অভিবাদন পূর্ব্বক নিষ্ক্রামন।

মাধব্য। মহারাজ! ঐ মাছিগুলোকে তাড়িয়েছেন, ভাল ক’রেছেন। বাঁচা গেল। চলুন, ঐ লতামণ্ডপের ছায়ায় ব’সে এইবার একটু বিশ্রাম করা যাক্।

রাজা। যাহা ব’লছিলাম, তাহা এখন মন দিয়া শোন। তুমি আমার বাল্য-সহচর। তুমি অনেক দেখেছ’, কিন্তু একটি দ্রষ্টব্য বস্তু দেখ নাই। তোমার চক্ষুর ফল পাওনি।

মাধব্য। কেন?—ও কথা কি ক’রে ব’লছেন? যখন আপনিই আমার চ’খের সামনে রয়েছেন?

। তা নয়,—আপনার লোককে কে না সুন্দর দেখে'? এই তপোবন মাঝে, এক অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তু আছে তাতো দেখ'নি। রাত্রিকালে সুনীল গগনে তারকা-বেষ্টিত চন্দ্রের উদয় দেখেছ';—আমি ভূতলে এই বনমাঝে তোমাকে তারা-ঘেরা চাঁদের উদয় দেখাব। নীরদের কোলে সৌদামিনীকে খেল্‌তে দেখেছ; কিন্তু সে সৌদামিনী বড় চঞ্চলা,—আমি তোমাকে এই তপোবনে ধীরা স্থিরা সৌদামিনী দেখাব।

গীত।

কি দিব রূপ তুলনা, সে যে অতুলা ললনা!
আহা মরি মরি, কি রূপমাধুরী, ধরাধামে হেন কভু না নেহারি,
স্বর্গের অপ্সরী, কিংবা স্বরীশ্বরী —হেন মনে করি, করিছে ছলনা॥

এ কানন মাঝে অপরূপ সাজে, কেবা সাজিয়ে হেথা বিরাজে!
মুনিঋষিমন হয় উচাটন, নেহারিলে সে বাকলবসনা॥

সৌদামিনী লাজে, কাদম্বিনী মাঝে, লুকায়ে লুকায়ে ক্ষণিক প্রকাশে,
আঁখি হেরি মৃগ রহে বনবাসে,—অকলঙ্কী দেখি এ বিধুবদনা॥

মাধব্য। মহারাজ! একেবারে খুলে বলুন না। এত আড়ম্বর, এত গৌর-চন্দ্রিকার প্রয়োজন কি?

রাজা। সখা! তুমি চতুরচূড়ামণি।—তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ', তবে আমার মুখ দিয়ে ব্যক্ত করাবে দেখ্‌ছি।—আর কি—সেই কণ্বদুহিতা শকুন্তলা।

মাধব্য। আমি অনেক আগেই বুঝেছি। কিন্তু সে যে তাপসকন্যা, মহারাজ!

রাজা। তুমি বেশ জেন', পরিহার্য্য বস্তুতে পুরুবংশীয়দের কখনও প্রবৃত্তি হয় না। তুমি জাননা;—সে অপ্সরা মেনকাগর্ভসম্ভূতা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসজাত।—বস্তুতঃ তপস্বিকন্যা নয়। একটি অমূল্য-রত্ন!

মাধব্য। এখন ব্যাপারখানা কি,—সব বুঝতে পারলেম্। কি আশ্চর্য্য! রাজা রাজড়াদের কি কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। যেমন পিণ্ডিখেজুর খেয়ে খেয়ে মিষ্টরসে রসনা এড়িয়ে এলে তেঁতুল খেতে ইচ্ছা হয়, তেমনি ঘরের স্ত্রীরত্নে

অরুচি ধ'রে, আপনার দেখ্‌ছি এখন সেই তাপসকন্যার উপর মন গেছে। আপনার কি স্ত্রীরত্ন উপভোগে পরিতৃপ্তি হয়নি—মহারাজ!

রাজা। না সখা! তোমাকে অধিক আর কি ব'লবো? তুমি তাকে দেখ'নি—সেই জন্যই এরূপ ব'লছো। সে এক অভূতপূর্ব্ব স্ত্রীরত্ন' যেখানে যেটি মানায়, তাহা অগ্রে মনে মনে কল্পনা ক'রে, সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারপদার্থেই বুঝি বিধাতা এ অপরূপ রূপরাশির সৃষ্টি ক'রেছেন। না জানি, কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যে সে রমণীয় রূপের ভোগ আছে।

মাধব্য। আপনি যখন তাকে দেখে ভুলে গেছেন, তখন সে নিতান্ত সামান্যা নয়। আপনি তা হ'লে শীঘ্র কন্যাটিকে হস্তগত করুন। দেখবেন্,—যেন আপনার ভাব্‌তে চিন্তিতে, এমন রমণীরতন কোনও জটাশ্মশ্রুধারী বুনো তপস্বীর হাতে না পড়ে।

রাজা। তুমি যা ব'লছ' সব সত্য, কিন্তু শীঘ্র হবার তো কোন উপায় দেখি না। প্রথমতঃ—কন্যাটি পরাধীনা; তার পর—মহর্ষি কণ্বও এখন আশ্রমে নাই।

মাধব্য। সব তো শুনলেম্। ভাল,—বলুন দেখি, আপনার উপর তার অনুরাগ কিরূপ বোধ ক'রছেন।

রাজা। দেখ', তাপসকন্যারা স্বভাবতঃই প্রগল্‌ভা নয়; তাহাদের মনের কথা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। কিন্তু আকার ইঙ্গিতে যতদূর বুঝেছি, তাতে আমার প্রতি তার অনুরাগের লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে। যতক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কোন কথা কয় নাই; কিন্তু আমি কথা কহিতে আরম্ভ ক'রলেই অনন্যমনা হ'য়ে স্থিরচিত্তে শ্রবণ ক'রেছিল। নয়নে নয়ন মিলিত হ'লেই তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে লয়েছিল'; কিন্তু অন্য দিকেও অধিকক্ষণ চেয়ে থাকে নাই। প্রস্থানকালে কুশাঙ্কুরে পা বিঁধে যাবার ছল ক'রে—চ'লতে পারি না ব'লে,—দাঁড়িয়ে রহিল। আবার তরুশাখা হ'তে বল্কল মোচনচ্ছলে আমার দিকে মুখ ফিরায়ে বারংবার দেখ্‌তে লাগল'। এ সকল অনুরাগের লক্ষণ ভিন্ন আর কি হ'তে পারে।

মাধব্য। তবে তো ফলার প্রস্তুত। মনোরথ সিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই দেখ্‌ছি। ভাগ্যক্রমে তপোবন আপনার উপবন হ'য়ে উঠলো।

রাজা। মহর্ষি আশ্রমে না থাকাতে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে বা অসম্মতিতে স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হ'য়ে, কোন কার্য্যই হ'তে পারে না। হওয়া সম্ভবও নয়। তাপসেরাও কেহ কেহ আমাকে চিন্তে পেরেছেন। কি ছলেই বা আর অধিক দিন এখানে থাকা যায়।

মাধব্য। আপনার মত রাজা রাজড়াদের আবার ছলের প্রয়োজন কি?

[নেপথ্যে]

এইবার আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হবে,—মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবা। মহারাজ! তপোবন হ'তে দুটি ঋষিকুমার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে এসেছেন। কি আজ্ঞা হয়।

রাজা। ঋষিকুমার!—তাঁদের এখনি সঙ্গে ল'য়ে এসো।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

দৌবারিকের প্রস্থান ও ঋষিকুমারদ্বয়ের সহিত পুনঃ প্রবেশ।

ঋ-কুমার। (হস্ত তুলিয়া) মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। (প্রণামপূর্ব্বক) আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ঋ-কুমার। কল্যাণ হ'ক। মনোভিলাষ পূর্ণ হ'ক।

রাজা। পূজ্যপাদ তপস্বীরা কি আদেশ ক'রে পাঠিয়েছেন—ব্যক্ত ক'রে কৃতার্থ করুন।

ঋ-কুমার। আমাদের গুরুদেব মহর্ষি আশ্রমে উপস্থিত না থাকায় দুর্বৃত্ত নিশাচরেরা যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন ক'রছে। আপনি এখানে আছেন অবগত হ'য়ে, তপস্বীরা এই অনুরোধ ক'রেছেন যে, গুরুদেবের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত, আপনি এস্থানে অবস্থান ক'রে, তপোবনের শান্তিরক্ষা করুন।

রাজা। এই অনুরোধ;—এ তো তাঁদের অনুগ্রহ। এ দাসের প্রতি তাঁদের আদেশ শিরোধার্য্য।

ঋ-কুমার। বটেই তো। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, আপনার এই ব্যবহার তাহার উপযুক্তই বটে। বিপন্ন জনকে অভয়দান করা পুরুবংশীয়দের চিরন্তন কুলব্রত। এক্ষণে আমরা আসি। মঙ্গল হ'ক।

[ঋষিকুমারদ্বয়ের প্রস্থান।

মাধব্য। মহারাজ! মন্দ নয়। এ আপনার বড় অনুকূল গলহস্ত। লগ্ন মাপিক নিমন্ত্রণটা জুটে গেল।

রাজা। (দৌবারিকের প্রতি)—রৈবতক! সারথিকে শীঘ্র রথ প্রস্তুত ক'রে, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জীভূত হ'য়ে, এখানে আস্‌তে আমার আদেশ জানাও।

দৌবা। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[দৌবারিকের প্রস্থান।

রাজা। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! নচেৎ এমন আশাতীত ঘটনা ঘটবে কেন বল। তবে বয়স্য! যদি শকুন্তলাকে দেখবার কৌতূহল থাকে, আমার সঙ্গে চল।

মাধব্য। না বাবা! আপনার মুখে বর্ণনা শুনে দেখবার ইচ্ছাটা খুব প্রবল হয়েছিল বটে, কিন্তু নিশাচরের নাম শুনে আমি একেবারে দ'মে গিছি। আর কাজ নাই।

রাজা। (হাস্য করিয়া) তোমার ভয় কি? তুমি আমার নিকটে থাকবে।

মাধব্য। তা সত্য। আপনার কাছে থাক্‌লে নিশাচরেরা আমার কি ক'রবে।

দৌবারিকের পুনঃপ্রবেশ।

দৌবা। মহারাজ! রথ প্রস্তুত। কিন্তু এদিকে আবার রাজধানী হ'তে সংবাদ লয়ে করভক এসেছে।

রাজা। এ কি! অকস্মাৎ করভক এসে উপস্থিত কেন? সব কুশল তো?—যাও, শীঘ্র তাকে সঙ্গে ল'য়ে এস।

দৌবা। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

করভকের সহিত দৌবারিকের পুনঃপ্রবেশ।

করভক। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হ'ক। রাজধানীর সমস্ত কুশল। সম্প্রতি আগামী চতুর্থ দিবসে মাতৃদেবীর এক ব্রত উদ্‌যাপন আছে। আপনাকে সেই দিন রাজধানীতে উপস্থিত হ'তে আদেশ ক'রে পাঠিয়েছেন।

রাজা। বয়স্য, দেখ্‌লে—শুভ কার্য্যে কত বিঘ্ন! একদিকে হর্ষ, অন্য দিকে বিষাদ। এদিকে ঋষিদের কার্য্য, অপর দিকে গুরুজনের আজ্ঞা,—উভয়ই অলঙ্ঘনীয়। তার উপর আবার প্রাণের বস্তুর আকর্ষণ। এ যে বিষম সঙ্কটে পড়্‌লুম। কি করি, কিছুই বুঝতে পার্‌ছি না। এখন কোন্ দিক রক্ষা করি।

গীত।

এ ঘোর সঙ্কটে সখা! কি করি এখন।
একান্ত ব্যাকুল হৃদি, মন প্রাণ উচাটন॥

ভয়ঙ্কর নিশাচরে, যজ্ঞভূমি বিঘ্ন করে,
নাশিবারে সে অসুরে, মম প্রতি ভারার্পণ॥

প্রিয় বস্তু আকর্ষণে, হৃদি বদ্ধ তপোবনে,
সে আশে নিরাশ' হ'য়ে, কেমনে ধরি জীবন॥

জননীর আজ্ঞা শুনি, পশিতে সে রাজধানী,
ব্রতেতে দীক্ষিতা তিনি, হবে ব্রত উদ্‌যাপন॥

মাধব্য। (হাস্য করিয়া) মহারাজ! এখন তবে ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে ঝুল্‌তে থাকুন। আর কি ক'রবেন বলুন। বড় আশায় নিরাশা!

রাজা। সখা! এ পরিহাসের সময় নয়। সত্য সত্যই বড় ব্যাকুল হ'লেম। এখন এমন একটি উপায় চাই, যাতে উভয় দিকই রক্ষা হয়। দেখ'—তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও। মাতৃদেবী তোমাকে তো পুত্র ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন।

আমার হ'য়ে, তুমি তাঁহার পুত্রকার্য্য সম্পাদন কর'গে। আর তাঁকে ব'লো—তাপসদের কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, আমি নির্দ্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হ'তে পারলেম না।

মাধব্য। (স্বগত) এত দিন কাঁচা ছিল, এইবার পাকাপাকি হবে দেখ্ছি। (প্রকাশ্যে) এ বিলক্ষণ সুপরামর্শ মহারাজ! ভাল—আমিই যাব এবং গিয়ে আপনার কার্য্য ক'রবো। কিন্তু তা ব'লে মনে ক'রবেন না, আমি নিশাচরের ভয়ে পালাচ্ছি। এখন আমি রাজার ছোট ভাই হ'লেম। আমি সেই ভাবে যেতে ইচ্ছা করি।

রাজা। তাই হবে। আমার সঙ্গে অধিক লোকজন থাক্‌বার আবশ্যক নাই। উহারা সকলেই তোমার সঙ্গে যাক্।

মাধব্য। আমি তবে যথার্থই যুবরাজ হ'লেম। আমি যুবরাজের মত মহা সমারোহে রাজধানীতে প্রবেশ ক'রবো।

রাজা। ভাল—তাই ক'রো; তুমি আমি কি ভিন্ন? (স্বগত) ব্রাহ্মণটা বড় বাচাল। শকুন্তলা ব্যাপারটা অন্তঃপুরে প্রকাশ ক'রলে, অনর্থক একটা হুলস্থুল বাধবে। ওকে এইরূপ বুঝিয়ে দেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) বয়স্য! ঋষিরা কয়েক দিনের জন্য তপোবনের শান্তিরক্ষা ক'রতে অনুরোধ করেছেন, সেই জন্যই রহিলেম। শকুন্তলালাভের আশায় নহে। পরিহাসচ্ছলে তোমাকে একটা গল্প বল্‌ছিলাম। তুমি যেন সত্য ভেবে এ'কে আর ক'রো না।

মাধব্য। আরে না মহারাজ! আমি কি এমনই মূর্খ,—কাণ্ডজ্ঞানহীন! আমি একবারও ওসকল কথা সত্য মনে করিনি।

রাজা। তবে এখন তুমি শুভযাত্রা কর। আমিও যজ্ঞবিঘ্ন নিবারণের জন্য তপোবনে যাই।

[রাজা, মাধব্য ও করভকের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—•—

মালিনী নদীতীরস্থ লতাকুঞ্জ।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। বর্ত্তমান আমোদপ্রমোদ ও রাজকার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়ে এক বৃথা আশার ছলনায়, মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় বা আমার অবস্থা ঘটে। দিবাভাগ ভেবে ভেবেই অতিবাহিত হয়—কোনও বিষয়ে মনসংযোগ হয় না। কেবল সর্ব্বক্ষণ শকুন্তলদর্শনাভিলাষ। তপস্বীগণের প্রয়োজন সিদ্ধ হ'লে আমাকে রাজধানী যেতে হবে, তখন আমার দশা কি হবে? কিরূপে তাপিত প্রাণ শীতল ক'রবো? যাহা হ'ক, আজ এখন কোথায় গেলে শকুন্তলার দর্শন পাই। হয় তো মালিনীনদীতীরে শীতল লতামণ্ডপে এই আতপকালে শ্রান্তি দূর ক'রছে। সেই খানেই যাই, তাহারে দেখতে পাব'।

[পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন।

এই যে জলধর,—না চাহিতেই জল! আমার নয়ন সার্থক হ'লো। এখন এই লতামণ্ডপের অন্তরালে অবস্থান ক'রে, তিন সখীতে কি কথোপকথন হ'চ্চে কিছুক্ষণ শ্রবণ করি ও নয়ন ভ'রে দেখি।

[অন্তরালে অবস্থান।

শকুন্তলা কুসুমশয্যায় শয়ানা ও সখীদ্বয় পার্শ্বে উপবিষ্টা।

প্রিয়ংবদা। (ব্যজন করিতে ২) সখি! পদ্মপাতার বাতাসে কি তোমার স্বস্তি বোধ হ'চ্চে? শরীর কি একটু সুস্থ হ'লো?

শকুন্তলা। এঁ!—তোমরা কি আমায় বাতাস ক'রছো?

রাজা। (স্বগত) শকুন্তলাকে অত্যন্ত অসুস্থা দেখছি। গ্রীষ্মের আতিশয্য বশতঃ কি ইহার এমন অসুখ?—না,—যে কারণে আমার এই দশা ঘটেছে, ইহারও তাই। গ্রীষ্মতাপে কামিনীদের এরূপ অবস্থা তো কখনই সম্ভব নয়।

অনসূয়া। দেখ' প্রিয়ংবদা! তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছ? তুমি হয়ত' ততটা মনে আননি।

প্রিয়ংবদা। কি আর মনে আনব'? দিন দিন দেখে দেখে আর কিছুই ভাল লাগে না। সোণার অঙ্গে যেন কালী ঢেলে দিয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুতে গ্রাস ক'রতে ব'সেছে।

অনসূয়া। তাই তো ভাই! দেখেছ', পাগলের মত কেমন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকে। ডাক্‌লে উত্তর দেয় না। হাসে, কিন্তু যেন শুষ্ক হাসি—হাসিতে সে মধুর ভাব নেই। এমনি বোধ হয়, যেন ওর মন ওর কাছে নেই।

প্রিয়ংবদা। সত্যই কিছু ভেবে ঠিক ক'রতে পারিনি। আমার বেশ জ্ঞান হ'চ্চে, মহারাজের সঙ্গে দেখা হ'য়ে অবধি শকুন্তলার মন বড়ই ব্যাকুল হ'য়েছে। ঐ কারণে তো ইহার এই অবস্থা ঘটেনি? একটা যদি কিছু জানতেও পারতেম, তা হ'লেও নয়, একটা প্রতীকারের চেষ্টা ক'রতেম।

অনসূয়া। আমারও তাই আশঙ্কা হ'চ্চে। যাই কেন হ'ক না, যখন প্রিয় সখীই আমাদের ধ্যান জ্ঞান,—ওর ভালমন্দয় আমাদের জীবন মরণ, তখন একবার ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিনা কেন?

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলার প্রতি) সখি, যদি মনের কথা গোপন না কর, তবে আমরা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। তোমার তো কষ্টের কোন কারণ দেখি না, তবে কেন তোমার শরীর এমন অসুস্থ হ'চ্চে।

শকুন্তলা। (দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত) কি ব'লবো বল। বুঝি বিধাতা আর অধিক দিন তোমাদের সঙ্গে সুখভোগ ক'রতে দেবেন না।

অনসূয়া। সে কি সখি! অমন কথা কি ব'লতে আছে? তোমার কি এমন অসুখ হ'য়েছে! যদি প্রাণ দিলেও তোমার অসুখের উপশম হয়, তাতেও আমরা প্রস্তুত আছি। বিরহীজনের যে অবস্থার কথা শুনতে পাই, তোমার ঠিক যেন সেই অবস্থা ঘটেছে। যাই হোক, তোমার অসুখের কারণটা কি বল' দেখি। প্রকৃত রোগ ঠিক না হ'লে প্রতীকারের চেষ্টা করা যায় না।

প্রিয়ংবদা। অনসূয়া ভালই বলেছে। মনের বেদনা কেন গোপন ক'রে রাখ, সখি! দিন দিন শরীর দুর্ব্বল হ'চ্ছে—বর্ণও মলিন হয়ে যাচ্ছে, শরীরে আর কি আছে? মনের কথা খুলে বল'। ভরা নৌকা কি জলডুবি হবে!—না,—পূর্ণিমার চাঁদ অকালে অস্ত যাবে!

শকুন্তলা। দেখ' সখি! আমার কোন কথাই তোমাদের কাছে গোপন নেই। মনের কথা,—প্রাণের ব্যথা যদি তোমাদের কাছে না ব'লবো, তবে আর কার কাছেই বা ব'লবো? কিন্তু মনোবেদনা প্রকাশ ক'রে তোমাদের কেবল দুঃখভাগিনী ক'রবো। তাই,—না বলাই ভাল।

অনসূয়া। সখি! তুমি জাননা। মনের দুঃখ আত্মীয়স্বজনের নিকট প্রকাশ ক'রলে দুঃখের অনেক লাঘব হয়।

শকুন্তলা। ব'লতে লজ্জা করে। যে অবধি সেই ভুবনমোহন রূপ নয়নপথে প'ড়েছে সেই অবধি আমার—

প্রিয়ংবদা। বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা কি?

গীত।

যে অবধি প্রিয়সখী! করেছি দরশন,
সে অপরূপ রূপ, রমনীরঞ্জন॥

সেই মুখ, সেই হাসি, হৃদয়ে রয়েছে পশি,
সাধ হয় দিবানিশি, হেরিতে সে প্রিয়জন॥

শুনেছি নিদাঘে সখি, চাতকী নীরদমুখী;
তথাপি নীরদ নাকি, নাহি করে বরিষণ!॥

আমার সে নবঘন, কভু কি হবে তেমন?
নাহি পাই তবে কেন, শীতল বারিমিলন!॥

প্রিয়ংবদা। মনের কথা খুলে ব'ললে,—না—আমাদের দেহে প্রাণ দিলে।

অনসূয়া। (শকুন্তলার প্রতি) সখি!—তা সুযোগ্য পাত্রেই মন সমর্পন ক'রেছ। তা ঠিকই হ'য়েছে। কমলিনী দিনকরের করেই আত্মসমর্পন ক'রেছে। মাধবীলতা সহকারকেই পতিত্বে বরণ ক'রেছে। মহানদী সাগর ছেড়ে আর কোন্ জলাশয়ে গিয়ে পড়ে বল।

প্রিয়ংবদা। (জনান্তিকে) অনসূয়া! এ ত' আকার ঈঙ্গিতে আমরা এক প্রকার জান্‌তে পেরেছি। আর একে সান্তনা দিয়ে ক্ষান্ত রাখবার সময় নাই। যাঁর উপর ওর মনে গেছে, তিনি যে সে লোক নন। পুরুবংশের অলঙ্কার। এতে আমাদের মত দেওয়া উচিত।

শকুন্তলা। সখি, তোমাদের যদি মত হয় তবে যাতে আমি সেই রাজর্ষির অনুগ্রহের পাত্রী হই, তার চেষ্টা কর। না হ'লে, আমার প্রাণ আর বাঁচে না।

অনসূয়া। প্রিয়ংবদা! এখন কি উপায়ে শীগ্‌গির অথচ গোপনে সখীর মনস্কামনা সিদ্ধ হয় বল' দেখি।

প্রিয়ংবদা। শীগ্‌গির হওয়া কঠিন নয়,—কিন্তু গোপনের জন্যই ভাবনা। পরে যে গোপন থাকবে, তাও মনে ক'রো না—সেই রাজর্ষিরও সখীর প্রতি অনুরাগের লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। দেখ'নি—তিনিও কেমন মলিন ও দুর্ব্বল হ'য়ে গেছেন।

অনসূয়া। তা যেন বুঝলেম। কিন্তু তাঁকে কি ক'রে মুখ ফুটে বলা যায়। হঠাৎ তাঁকে কোন কথা বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়। পাছে তিনি আমাদের নির্লজ্জা মনে করেন।

প্রিয়ংবদা। দেখ' অনসূয়া, একটা উপায় আমার মনে হয়েছে।—শকুন্তলাকে দিয়ে একটা প্রেমপত্র লেখান যাক্। সেই পত্রখানি নির্ম্মাল্যচ্ছলে ফুলের মধ্যে দিয়ে রাজার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।

অনসূয়া। এ ভাই, অতি উত্তম উপায় ঠাউরেছ। দেখ'—শকুন্তলা কি বলে।

শকুন্তলা। আমাকে সখি, আর কি জিজ্ঞাসা ক'রছো? তোমাদের যাহা ভাল হয়, তাই কর। আমার তাতেই মত।

প্রিয়ংবদা। আর বিলম্বে কাজ নাই। তুমি তবে সখি, একখানি মনোমত পত্র রচনা কর।

শকুন্তলা। রচনা ক'রছি। কিন্তু ভয় হয় পাছে তিনি উপেক্ষা করেন।

অনসূয়া। মান অভিমান ত্যাগ কর। শরতের জ্যোৎস্না দেখতে কে অনিচ্ছা করে? লক্ষ্মী আনতে কে দরজা বন্ধ করে? মলয়বাতাস গায়ে লাগাতে কে গা ঢাকা দেয়!

শকুন্তলা। কি লিখ্‌বো—ভেবে ঠিক করেছি। কিন্তু লেখবার সামগ্রী তো কিছুই কাছে নাই।

প্রিয়ংবদা। দেখ'—এই পদ্মপাতায় নখ দিয়ে লিখে দাও।

শকুন্তলা। (ক্ষণকাল মৌনভাবে পত্র লিখিয়া) ভাল—শোন' দেখি। লেখাটা সঙ্গত হয়েছে কি না?

(লিপিপাঠ) হে নির্দ্দয়! তোমার মন আমি জান্‌তে পারি নাই। কিন্তু আমি তোমাতে অনুরাগিনী হ'য়ে দিবারাত্র সন্তাপিত হ'চ্ছি।

"মানসমোহন! প্রথম দরশন, হরিলে অবলা মন;
শূন্য দেহ ধরি, কাননে বিচরি, দুঃখ সহি অনুক্ষণ।
যেমন চকোর সতত কাতর, সুধাকরসুধা তরে;
চাতক যেমতি, সকরুণ অতি, যাচে সদা জলধরে।
লজ্জা সরম, রমণী ধরম, সঁপিনু তব চরণে;
অকূলে পড়িয়ে, কূল না হেরিয়ে, ভাসি ব্যাকুল পরাণে।
এ হেন দুস্তরে, কেবা নিস্তারে, বিনা তুমি কর্ণধার?
দিয়ে দরশন, বাঁচাও জীবন, মিনতি পদে তোমার॥

রাজা। (স্বগত) সুন্দরি! তুমি যার অবজ্ঞাভয়ে ভীতা হ'চ্ছো, সে এই তোমার সম্মিলনের জন্য উৎসুক হ'য়ে রহেছে। তুমি কি জান না, রত্ন কাহারও অন্বেষণ করে না—রত্নেরই অন্বেষণ সকলে ক'রে থাকে। আহা! কি শুভাদৃষ্ট! দেখা দিবার এই উপযুক্ত অবসর।—(লতামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রমণ) সুন্দরি! তুমি তাপিত হ'য়েছ যথার্থ বটে, কিন্তু ব'ল্‌লে বিশ্বাস ক'রবে না, আমি একেবারে দগ্ধ হচ্ছি। বিচ্ছেদানলে আমার হৃদয় পুড়ে ছারখার হ'চ্ছে।

অনসূয়া। আসুন—আসুন! আপনার কুশল তো। আজ আমাদের বড় শুভ অদৃষ্ট। বড় উপযুক্ত সময়েই এসেছেন।

প্রিয়ংবদা। না চাইতেই জল!—সেই দেখা, আর এই দেখা।

শকুন্তলা। (গাত্রোত্থানের চেষ্টা) (স্বগত) হৃদয়! যার জন্য এত উতলা হ'য়েছিলে, এখন তাকে দেখেই কাতর হ'চ্ছো কেন।

রাজা। না, না—ওঠবার প্রয়োজন নাই। তোমার দর্শনই আমার যথেষ্ট সংবর্দ্ধনা। বিশেষতঃ তোমার যেরূপ গ্লানি, তাহাতে এখন কোনমতে শয্যা-ত্যাগ করা উচিত নয়।

অনসূয়া। এই শিলাতলে বসুন।

[রাজার উপবেশন।

রাজা। আজ তোমাদের সখীকে বড় অসুস্থা দেখছি।

প্রিয়ংবদা। অসুখের উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া গেছে—এখনই সুস্থা হবেন।

শকুন্তলা। সখি! আমি কুটীরে যাই।

প্রিয়ংবদা। না সখি! তাও কি হয়? তোমাকে একাকিনী ছেড়ে দিতে পারি না। আর—এখন কি যাওয়া ভাল দেখায়! এখানে একটু ব'সো না। সকলেই একত্র যাব'খন।

অনসূয়া। (রাজার প্রতি) বিপন্ন জনকে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম।

রাজা। তাহা অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আমাদের আর কি আছে?

অনসূয়া। দেখুন, আমাদের প্রিয়সখী আপনাতে অনুরাগিণী হওয়া অবধি মদনদেব ওঁর এই অবস্থা ক'রেছেন। অনুগ্রহ ক'রে আশ্রয় দিয়ে এঁর জীবন রক্ষা করা আপনার কর্ত্তব্য।

রাজা। ভদ্রে! এ প্রার্থনা উভয়তই সমান। আমারও জীবন উহাঁরই হস্তে। এত দিনের পর আমার তাপিত প্রাণ শীতল হ'লো।

অনসূয়া। মহারাজ! শুনেছি রাজাদের অনেক পত্নী থাকে—সকলেই প্রেয়সী হয় না। আমাদের প্রিয়সখীর প্রতি দৃষ্টি রাখ্বেন্। অবশেষে যেন আমাদের মনোদুঃখ পেতে হয় না।

রাজা। সত্য বটে।—কিন্তু আমি হৃদয় খুলে বলছি, তোমাদের প্রিয়সখীই আমার জীবনসর্ব্বস্ব রাজমহিষী হবেন।

প্রিয়ংবদা। শুনে, আমরা আন্তরিক সুখী হ'লেম।

শকুন্তলা। (প্রিয়ংবদার প্রতি জনান্তিকে)—সখি! নির্জ্জন ব'লে আমরা মহারাজকে লক্ষ্য ক'রে, কত কথা বলেছি। উনি যদি শুনে থাকেন, যেন কিছু মনে না করেন। ওঁর কাছে ক্ষমা চাও।

প্রিয়ংবদা। (হাস্য করিয়া) যে ব'লেছে, সেই ক্ষমা চাবে, অন্যের কি দায়!

শকুন্তলা। মহারাজ! যদি কিছু ব'লে থাকি, ক্ষমা ক'রবেন। অন্তরালে কে কি না বলে?

রাজা। আজ্ঞাবহ পদে পদে অপরাধী;—আমিই তোমার ক্ষমার পাত্র।

অনসূয়া। (বহির্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া)—প্রিয়ংবদা! ঐ হরিণশিশুটি বোধ হয়, মা-হারা হ'য়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি ওকে ওর মার কাছে দিয়ে আসি।

প্রিয়ংবদা। ও বড় চঞ্চল,—তুমি একা ধর্‌তে পারবে না। চ'ল আমিও ধরিগে।

শকুন্তলা। তোমরা দুজনেই আমাকে ফেলে চল্‌লে। আমি একাকিনী রইলেম।

প্রিয়ংবদা। (হাস্য করিয়া) একাকিনী কেন? স্বয়ং পৃথ্বীনাথ তোমার কাছে রইলেন।

[সখীদ্বয়ের প্রস্থান।

শকুন্তলা। একি! সত্য সত্যই এরা দুজনেই চ'লে গেলো!

রাজা। সখীদের জন্য উৎকণ্ঠিতা হ'চ্চো কেন? তারা গেছে তাতে ক্ষতি কি? এই অনুগত জন তো তোমার নিকটে আছে। আমি না হয় সঙ্গে ক'রে কুটীরে দিয়ে আসবো।

শকুন্তলা। আপনি মাননীয় ব্যক্তি;—অকারণ এই দাসীকে অপরাধিনী করেন কেন?

[গমনোদ্যতা।

রাজা। সুন্দরি! একে তোমার এই অবস্থা, তাতে মধ্যাহ্নকাল অত্যন্ত উত্তাপের সময়। এ সময় এই সুশীতল লতামণ্ডপ ছেড়ে বাহিরে যাওয়া উচিত নয়।

[হস্তধারণ পূর্ব্বক নিবারণ।

শকুন্তলা। (সলজ্জভাবে) মহারাজ! কি করেন!—কি করেন! ছেড়ে দিন। আমি সখীদের কাছে যাই। আমি পরাধীনা—বিশেষতঃ কেহ এখানে নাই; ছেড়ে দিন।

[লজ্জিত ভাবে রাজার হস্তত্যাগ।

শকুন্তলা। আপনি লজ্জিত হচ্ছেন কেন'। আমিতো আপনাকে কিছু ব'লছি না। আমার অদৃষ্টকে তিরস্কার ক'রছি।

রাজা। দৈবের অপরাধ কি! দৈবতো তোমার অনুকূল। দৈবকে তিরস্কার ক'রছো কেন?

শকুন্তলা। দৈবকে শতবার তিরস্কার ক'রবো। সে আমাকে পরাধীনা ক'রে, পরের গুণে মোহিত করে কেন?

[গমনোদ্যতা ও রাজার পুনরায় হস্তধারণ।

শকুন্তলা। আমি অবলা—শিষ্টাচার রাখ। ঋষিরা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্চেন। হাত ছেড়ে দাও।

রাজা। সুন্দরি! তুমি গুরুজনের ভয় ক'রছো কেন? মহর্ষি কণ্ব আমাদের পরিণয়ে কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন না। শত শত রাজর্ষিকন্যারা আপনাদের অনুরূপ পাত্রে আত্মসমর্পণ ক'রে গান্ধর্ব্ববিধানে পরিণীতা হ'য়ে ধন্যা মান্যা হয়েছেন। তাঁদের গুরুজনেরাও তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন ক'রেছেন। এরূপ পদ্ধতি তো চিরকাল বিদ্যমান।

শকুন্তলা। যাই হ'ক, এখন আমি যাই। আমি তোমার বাসনা পূর্ণ ক'রতে পারলেম না ব'লে কিছু মনে ক'রো না। চরণে প্রার্থনা—এই দাসীকে যেন ভুলে যেয়ো না।

[কিয়দ্দূর গমন।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি নিতান্ত নির্দ্দয় হ'য়ে এই অনুগত জনকে পরিত্যাগ ক'রে গেলে। তুমি আমার হাত ছাড়িয়ে চ'লে গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হ'তে যেতে পারবে না। কামিনীহৃদয় স্বভাবতঃ কোমল এবং পাষাণই কঠিন হয়;—এ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখছি। প্রিয়ে! তুমি কি সত্যই চলে গেলে,—তুমি কি কঠিন! (ক্ষণকাল পরে)—আর এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থেকে

ফল কি? প্রিয়া বিনা সবই যেন শ্রীহীন বোধ হ'চ্চে। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) যাবার পথে আবার ব্যাঘাত ঘ'টলো। এই যে,—প্রিয়ার হস্তের মৃণাল বলয় এখানে পড়ে রহেছে। (তুলিয়া লইয়া) রে শীতল মৃণাল! তোর কি সৌভ্যগ্য!—তুই প্রিয়ার কমনীয় করপল্লবে বলয়রূপে শোভা পাচ্ছিলি। আয়, তোকে বক্ষে ধারণ ক'রে, তাপিত প্রাণ শীতল করি। প্রিয়ে! তোমার মৃণাল বলয় অচেতন পদার্থ হ'য়েও এই তাপিতজনকে আশ্বাসিত ক'রছে, কিন্তু তুমি তাহা ক'রলে না।

শকুন্তলা। (স্বগত) আর আমার বিলম্ব সহ্য হ'চ্চে না। আমার মৃণাল বলয় আল্‌গা হ'য়ে হাত থেকে পড়ে গেছে। বলয় আনবার ছলে আবার দেখা দি।—(রাজার সম্মুখীন হইয়া)—আর্য্যপুত্র! কুটীরের অর্দ্ধেক পথে গিয়ে মনে পড়াতে, আমি মৃণালবলয় ল'তে ফিরে এসেছি। আমার মন বলছে, তুমিই আমার বলয় পেয়েছ'। আমার বলয় দাও।

রাজা। (হর্ষের সহিত) এই যে, প্রিয়া আবার দেখা দিলেন। বুঝলেম, দেবতারা আমার দুঃখে সদয় হ'লেন—চাতক পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হ'য়ে জল প্রার্থনা ক'রছে, অমনি নব জলধর শীতল জল তাহার মুখে ঢেলে দিলেন। প্রিয়ে! যদি তুমি আমাকে যথাস্থানে পরাতে দাও, তা হ'লে তোমার বলয় ফিরিয়ে দি,—নচেৎ দিব না।

শকুন্তলা। তাতেই যদি তোমার সন্তোষ হয়, তবে দাও। কিন্তু আর্য্যপুত্র! শীঘ্র দাও—বিলম্ব ক'রো না। মুনিগণেরা পাছে জান্‌তে পারেন।

রাজা। (স্বগতঃ) আর্য্যপুত্র সম্ভাষণে বোধ হ'চ্চে, আমার মনোরথ পূর্ণ হ'লো। (প্রকাশ্যে) এস,—এই শিলাতলে ব'সো। (বলয় পরাইয়া দিয়া) দেখ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে। বলয় প'রে তোমার করপল্লবের কি সুন্দর শোভাই হ'লো।

শকুন্তলা। (হাস্য করিয়া) তোমার সন্তোষেই আমার সুখ,—কিন্তু আর নয়। এখানে আর অধিকক্ষণ থাকা হবে না। বিলম্ব দেখে সখীরাই বা কি মনে ক'রছে।

[নেপথ্যে]

ওরে চক্রবাকবধূ! রাত্রি উপস্থিত;—এইবেলা তোর
চক্রবাকের নিকট বিদায় নে।



রাজা। বলয় প'রে তোমার করপল্লবের কি সুন্দর শোভাই হ'লো।

৩৬ পৃ।

শকুন্তলা। আর্য্যপুত্র! আমার অসুস্থতার কথা শুনে গৌতমী পিসি—আমি কেমন আছি—জান্‌তে আস্‌ছেন। তাই সখীরা চক্রবাকচ্ছলে আমাদের সাবধান ক'রছে। তুমি এই বেলা লতামণ্ডপের আড়ালে যাও।

রাজা। তা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি চল্‌লেম; যেন পুনরায় দেখা হয়।

কমণ্ডলু হস্তে গৌতমীর প্রবেশ।

গৌতমী। বাছা! শুনলেম, আজ তোমার বড় অসুখ হ'য়েছিল। এখন কেমন আছ? এস, এই শান্তিজল মাথায় দি, এখনই উপশম হবে।

শকুন্তলা। আজ বড় অসুখ হ'য়েছিল। এখন অনেক ভাল আছি।

গৌতমী। সুস্থশরীরে চিরজীবিনী হ'য়ে থাক। তুমি একা কেন মা? সখীরা কি কেউ কাছে নাই?

শকুন্তলা। না পিসিমা—আমি একা ছিলাম না। সখীরা এখানেই ছিল। এইমাত্র মালিনীতে জল আন্‌তে গিয়েছে।

গৌতমী। আর রোদ নাই। অপরাহ্ন হ'য়েছে,—চল' বাছা! আমরা কুটীরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাজা। (লতামণ্ডপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া)—মনোরথসিদ্ধির পথে কতই বিঘ্ন! আর এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থেকে লাভ কি? এখন কোথায় যাই? প্রিয়ার এই পুষ্পময়ী শয্যা,—নলিনীপত্রে লিখিত এই প্রেমপত্র,—তাহার হস্ত-ভ্রষ্ট মৃণালবলয়,—এই সকল চিহ্ন ছেড়ে প্রিয়াবিরহিত এই লতাকুঞ্জ হ'তে চ'লে যেতে মন সর্‌ছে না। হায়! আমাকে ধিক্!—প্রিয়া নিকটে থাকতেও আমি বিফল-মনোরথ হ'য়ে বৃথা কালহরণ করেছি। হৃদয় বাধা প্রাপ্ত হ'য়ে, যে কি পর্য্যন্ত অধীর হয়েছে, তাহা বলা যায় না।

[নেপথ্যে]

মহারাজ! সন্ধ্যাকালীন যজ্ঞকর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন ক'রে রাক্ষসগণের ছায়া ইতস্ততঃ বিচরণ ক'রছে।

রাজা। তপস্বীগণ! ভয় নাই—ভয় নাই। আমি এখনই গিয়া শান্তিরক্ষা ক'রছি।

[রাজার প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক

—o*•—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আশ্রমের উদ্যান।

ফুলের সাজি হস্তে অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রবেশ।

অনসূয়া। দেখ, প্রিয়ংবদা! যে যা একান্তভাবে কামনা করে, তা প্রায়ই বৃথা হয় না। শকুন্তলা তো গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক'রে মনোমত পতিলাভ ক'রলে। কিন্তু আমার এক ভাবনা হ'চ্চে—পাছে হরিষে বিষাদ হয়। রাজধানীতে গিয়ে অন্যান্য পত্নীদের সঙ্গ পেয়ে, রাজা পাছে প্রিয়সখীকে ভুলে যান।

প্রিয়ংবদা। না সখি, সে আশঙ্কা ক'রো না। তেমন আকৃতি কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্তু আমার আর এক ভাবনা হ'চ্চে। না জানি, পিতা কণ্ব তীর্থ হ'তে ফিরে এসে, এই ঘটনা শুনে কি ব'লবেন। পাছে রুষ্ট হ'য়ে কোপানলে আমাদের ভস্ম ক'রে ফেলেন।

অনসূয়া। সখি, তা সম্ভব বোধ হয় না। আমার মনে হ'চ্চে, তিনি কখনই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হবেন না। তিনি প্রথম থেকেই অনুরূপ পাত্রের হস্তে, শকুন্তলাকে সম্প্রদান করবার সংকল্প ক'রে রেখেছিলেন। তাঁকে কোন চেষ্টা ক'রতে হ'লো না। দৈবই তাহা সম্পন্ন ক'রে দিলে। বিনা আয়াসেই তাঁর মনোরথ সিদ্ধ হ'লো।

প্রিয়ংবদা। যা বল্লে সখি, তা যথার্থই বটে। শকুন্তলার মত ভাগ্যবতী আর কে আছে?

মৃগয়া ঘটক হ'য়ে আনিল রাজন।
বরযাত্রী সহচর তরুলতাগণ॥
চন্দ্রাতপ—নীলাম্বর; আলোক—তপন।
পুরোহিত উপস্থিত আপনি মদন॥

লতাপত্র শয্যা হল' রম্য সুকোমল।
কলকণ্ঠ পিককুল গাহিল মঙ্গল॥
পুষ্পহার মনোহর, তরুলতা দিল।
মলয়,—অনিল নিজে ব্যজন করিল॥
দেবগণ স্বর্গ হ'তে আশীর্ব্বাদ করে।
নবীন দম্পতি ভাসে সুখের সাগরে॥
শকুন্তলা পূণ্যফলে পেলে কিবা বর।
গৌরী যথা পঞ্চতপ পূণ্যে পেলে হর॥

এর চেয়ে আর ভাগ্য কারে বলে? এখন এস ভাই, আমরা আর চারটি ফুল তুলি।

অনসূয়া। হাঁ,—আজ ভাগ্যদেবতার পূজার জন্য আরও অনেক ফুল চাই।

[পুষ্পচয়ন।

[নেপথ্যে]

অয়মহং ভোঃ! কে আছ গো?—আমি অতিথি।

অনসূয়া। সখি! যেন কোনও অতিথির কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

প্রিয়ংবদা। তা কুটীরে শকুন্তলা আছে, তার জন্য ভাবনা কি? তবে তার মনখানি এখন কোথায় আছে কে জানে।

[নেপথ্যে]

কে এখানে উপস্থিত আছ? দ্বারে অতিথি দণ্ডায়মান।
কৈ—কেহই উত্তর দেয় না! (শকুন্তলাকে উপবিষ্টা
দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) কি! উত্তর পর্য্যন্ত নাই!
রে গর্ব্বিতে! তুই অতিথির অবমাননা ক'রলি।
তুই যার চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে অতিথির অবজ্ঞা
ক'রলি—আমি অভিসম্পাত ক'রছি—
স্মরণ করায়ে দিলেও, সে তোরে
কোনমতে স্মরণ ক'রবে না!

[দ্রুতবেগে প্রস্থান।

প্রিয়ংবদা। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হ'লো। যা মনে ক'রেছিলাম তাই হ'লো। শূন্যমনা শকুন্তলা কোনও পূজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হ'লো। হায়, কি হ'লো?

অনসূয়া। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া) তাই তো! যে সে নন—উনি যে সেই সাক্ষাৎ অগ্নিমূর্ত্তি দুর্ব্বাসা মুনি। ওর কথায় কথায় রোষ। ঐ দেখ, শাপ দিয়ে ক্রোধভরে হন্ হন্ ক'রে চলে যাচ্ছেন!

প্রিয়ংবদা। সখি! আর বৃথা আক্ষেপ ক'রলে কি হবে? শীগ্‌গির গিয়ে পায়ে ধ'রে ফিরিয়ে আন'। আমিও এই অবসরে কুটীর থেকে পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীত।

কি হ'লো কি হ'লো! এ কি পরমাদ হ'লো;
শকুন্তলার সুখরবি, বুঝি আজি অস্তে গেলো!

হায় এ কি অকস্মাত, বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
কুক্ষণে নিশিপ্রভাত, সখীভাগ্যে হয়েছিল॥

বদনে সরেনা স্বর, কাঁপে হৃদি থর থর,
ত্বরা করি ধর ধর, ঋষির পদযুগল॥

চল সখি, চল চল, বিলম্বে কি আছে ফল,
করি গিয়ে সুশীতল, ঋষির সে রোষানল॥

সত্বর নেপথ্য হইতে দুর্ব্বাসা, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার প্রবেশ।

অনসূয়া। ঋষি-রাজ! কর্‌লেন কি? একেবারে সর্ব্বনাশ কর্‌লেন! নির-পরাধা কণ্বদুহিতার পরিণাম কি হবে? অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! এর চেয়ে কোপানলে ভস্ম করা তো ভাল ছিল।

[পদদ্বয় ধারণ।

দুর্ব্বাসা। আরে—তোরা করিস্ কি! করিস্ কি! আমার পা ছেড়ে দে। যাহা ঘটবার তাহা ঘটেছে।

প্রিয়ংবদা। ঋষিরাজ! আমরা কিছুতেই ছাড়বো না। এই সঙ্গে আমাদেরও ভস্ম করে যান্।

অনসূয়া। শকুন্তলা সম্পূর্ণ নিরপরাধা—সে তো আপনার কন্যাস্বরূপা। অভিসম্পাতের কথা শুন্‌লে, সখি কি আর প্রাণে বাঁচবে? ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।

দুর্ব্বাসা। না—তা কখনই হবে না। মুখ দিয়ে যাহা একবার ব্যক্ত ক'রেছি তাহা অন্যথা হবার নয়।

প্রিয়ংবদা। ঋষিরাজ! সখী আমাদের অতিথিগতপ্রাণা। আপনি আতিথ্য গ্রহণ ক'রে, কৃতার্থ করুন। চরণ ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি। সখী আপনার প্রভাব কি জানে? আপনি শাপ হ'তে সখীকে মোচন করুন।

দুর্ব্বাসা। ভাল বিপদে প'ড়লেম। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) যাহা হ'য়েছে তাহার আর কোন উপায় নাই। তবে তোমাদের সখী কোনও রূপ অভিজ্ঞান দেখাতে পার্‌লে সকল কথা তাহার প্রিয়জনের স্মরণ পথে আসবে।

[দ্রুত প্রস্থান।

প্রিয়ংবদা। ভাল,—এখন আশ্বাসের পথ হ'লো। অভিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার একটা কথা মনে হ'য়েছে।

অনসূয়া। কি বল দেখি।

প্রিয়ংবদা। রাজা এখান থেকে যাবার সময় শকুন্তলার অঙ্গুলীতে নিজ নাম লেখা একটি আংটী পরাইয়ে দিয়ে গেছেন। পতিগৃহে যাবার সময় সখীকে ঈঙ্গিত ক'রে সেইটির কথা ব'লে দিলে হবে। সখীর হাতেই তো সখীর শাপ-মোচনের উপায় র'য়েছে। কেমন, এ পরামর্শ ভাল নয়?

অনসূয়া। যা ভাল হবার তাতো এই হ'লো! দেখ, প্রিয়সখী পতি-চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে, একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে রয়েছে। ওকি অতিথির তত্ত্ব নিতে পারে? অতিথির কথা দূরে থাক্, মনে হয়—যেন আপনাকেই আপনি ভুলে গেছে।

প্রিয়ংবদা। দেখ অনসূয়া! এ ঘটনা আমাদের দুজনের মনে মনেই থাক্। আর কেহ না জান্‌তে পারে। শকুন্তলা একথা শুন্‌লে কি আর প্রাণে বাঁচবে?

অনসূয়া। সখি! তুমি কি পাগল হ'য়েছ। উষ্ণ জলে কে আর নবমল্লিকা সেচন করে বল' দেখি। চল', এখন ফুল নিয়ে আমরা কুটীরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আশ্রমের অভ্যন্তর প্রদেশ।

কমণ্ডলু হস্তে কণ্বমুনির প্রবেশ।

কণ্ব। আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য!—কি শুভ দৈববাণীই শুন্‌লেম! হৃদয় আনন্দে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। সময়ে সময়ে শকুন্তলার জন্য মন বড় ব্যাকুল হ'তো। কিরূপে তাহাকে অনুরূপ পাত্রে অর্পণ ক'রবো এই চিন্তাতেই মন বড় অস্থির হ'তো। এখন জানলেম্, দৈব আমার প্রতি অনুকূল। বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! তাহা না হ'লে, অসম্ভাবিতরূপে রাজর্ষি দুষ্মন্ত কেনই বা এখানে এসে উপস্থিত হবেন। আর,—শকুন্তলা আমার অনুপস্থিতিতে ও বিনানুমতিতে কেনই বা তাঁকে পতিত্বে বরণ ক'রবে। যাহা হোক্, আজ আমি ধন্য হ'লেম। ইষ্টদেব! তোমাকে নমস্কার। (প্রণামকরণ) অদ্যই শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাবার ব্যবস্থা করি। গৌতমী ও শিষ্যদ্বয়কে সমভিব্যাহারে দিয়ে তাহাকে রাজধানীতে পাঠিয়ে দি। যাই,—পাঠাবার উদ্যোগ ক'রতে সকলকে আদেশ দিইগে।

[প্রস্থান।

জনৈক শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। প্রবাস হ'তে ফিরে এসে মহর্ষি প্রাতঃকালের হোমের বেলা নির্দ্ধারণ ক'রতে আমাকে আদেশ ক'রেছেন। এখন তবে কুটীরের বাহিরে গিয়ে দেখা যাক্,—রাত্রি প্রভাত হ'তে আর কত বিলম্ব আছে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন)—একি! আর তো রাত্রি নাই, একেবারে প্রভাত হ'য়ে গেছে যে।

গীত।

ম্লানবেশে নিশানাথ, চলিল চরমাচলে ;
নব রাগ ধরি হরি, উদিল গগনতলে।

শশাঙ্কের তেজঃক্ষয়, তপনের অভ্যুদয়,
সমকালে দেখ হয়, অদৃষ্টচক্রের ফলে।

সুখে তব মত্ত কেন, দুঃখে বা মলিন হেন ?
নহে কিছু চিরদিন, স্থির এ মহীমণ্ডলে।

তবে যাই,—হোমের সময় হ'য়েছে। গুরুদেবকে জানিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

অনসূয়ার প্রবেশ।

অনসূয়া। এখন কি করি ? আমার নিজের যে সব নিত্যকর্ম্ম, তাতেও যেন আজ হাত পা স'রছে না। সরলা বালা একজন কপটকে বিশ্বাস ক'রে কি কষ্টই না পাচ্ছে—এ কেবল দুষ্ট মদনেরই কাজ! কিম্বা দুর্ব্বাসার শাপ এরই মধ্যে ফ'লতে আরম্ভ হ'য়েছে—তাই বা কে জানে ? নহিলে, বিদায়ের সময় অমন ক'রে ব'লে গিয়ে—শেষে কি না,—রাজা একখানা পত্র পাঠাবারও নাম করেন না। আচ্ছা,—সেই আংটীটি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন ? পিতা কণ্ব প্রবাস হ'তে ফিরে এসেছেন। তাঁকেই বা এ বিবাহের কথা কি ক'রে বলি। এখন কি করা যায় ?

প্রিয়ংবদার প্রবেশ।

প্রিয়ংবদা। (সহর্ষে)—সখি! কি প্রিয়সংবাদই শুনে এলেম! পিতা কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহে পাঠাবার উদ্যোগ ক'রছেন। কথাটা শুনে অবধি যেমন আনন্দ হ'চ্ছে,—আবার সখী আমাদের ছেড়ে যাবে ব'লে, তেমনই দুঃখও হ'চ্ছে।

অনসূয়া। বল কি সখি! সত্য নাকি? তা—আমাদের দুঃখ ক্রমে দূর হবে। আমাদের প্রিয়সখী সুখী হ'ক।

প্রিয়ংবদা। ঐ দেখ,—প্রাতঃস্নান ক'রে, গৌতমী পিসি প্রিয়সখীকে সঙ্গে ল'য়ে এদিকে আসছেন।

অনসূয়া। এস', আমরা এইবেলা মঙ্গলাচারের দ্রব্যগুলি সব প্রস্তুত ক'রে রাখি।

শকুন্তলা ও গৌতমীর প্রবেশ।

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলার প্রতি) এস সখি,—আমাদের কাছে ব'স। আমরা তোমার মঙ্গল বেশভূষা রচনা ক'রে দি।

শকুন্তলা। তোমরা সাজিয়ে দেবে—আমার পরম ভাগ্য। তোমাদের হাতের সাজসজ্জায় আমি চিরদিনই সুখী। কিন্তু এর পরে আমার আর এ সৌভাগ্য ঘটবে না।

[অশ্রুমোচন।

অনসূয়া। সখি! শুভকার্য্যের সময় কাঁদতে নাই। স্থির হও।

প্রিয়ংবদা। সখি! তোমার এই সুন্দর অঙ্গে রত্নালঙ্কারই শোভা পায়। বনজাত এই সাজসজ্জা তোমাতে মানায় না।

অলঙ্কার হস্তে এক ঋষি-বালকের প্রবেশ।

ঋ-বালক। এই অলঙ্কারগুলি তোমরা শকুন্তলার অঙ্গে সাজাইয়ে দাও।

গৌতমী। (বিস্মিতভাবে) হারীত! এগুলি তুমি কোথা হ'তে পেলে বাছা?

ঋ-বালক। তাতকণ্বের আদেশে বনস্পতিগণ এই অলঙ্কারগুলি দিয়েছেন। তোমরা শকুন্তলার অঙ্গে যথাস্থানে পরায়ে দাও। আমি মহর্ষিকে সংবাদ জানাইগে।

[প্রস্থান।

প্রিয়ংবদা। (শকুন্তলার প্রতি) সখি! বনদেবতাদের এই সকল অনুগ্রহ দেখে মনে হয়, পতিগৃহে গিয়ে তুমি রাজলক্ষ্মীর মত সুখস্বচ্ছন্দে থাকবে।

অনসূয়া। তুমি পতির আদরিণী হ'য়ে রাজমহিষী হবে।

গৌতমী। তুমি চিরজীবিনী হ'য়ে অচিরে বিশ্ববিজয়ী পুত্ররত্ন লাভ ক'রবে।

অনসূয়া। আমরা জন্মেও কখন অলঙ্কার পরি নাই। কি ক'রে কোথায় কোন্‌টি পরাতে হয়, তাও জানি না।

প্রিয়ংবদা। চিত্রপটে যে রকম দেখ্‌তে পাই, এস আমরা সেই রকম ক'রে পরায়ে দি।

[অলঙ্কার সাজান।

স্নানান্তে কমণ্ডলু হস্তে কণ্বমুনির স্তব করিতে ২ পুনঃ প্রবেশ।

স্তোত্র গীতি।

জয় জগদীশ্বর দেব পরাৎপর
সর্ব্বগুণাকর বিশ্ববিধে।
প্রেমসুধাকর শিবময় সুন্দর
কলুষগরলহর শান্তিনিধে॥
জয় ভয়ভঞ্জন ধার্ম্মিকরঞ্জন
নিত্য নিরঞ্জন বিশ্বপতে।
পাতকিতারণ পাপনিবারণ
নির্বৃত্তিকারণ জীবগতে॥
জয় নারায়ণ পরম পরায়ণ
শোকমহার্ণবপারতরে।
সত্য সনাতন পুরুষ পুরাতন
মুক্তিনিকেতন দেব হরে॥
জয় মহিমোজ্জ্বল নিষ্কল নির্ম্মল
সকলসুমঙ্গলকল্পতরো।
ভবপথসম্বল সর্ব্বতপঃফল
দুর্ব্বলবল জগদেকগুরো॥
জয় মুরমর্দ্দন নাথ জনার্দ্দন
দুঃখহরণ মধুসূদন হে।
ত্রিতাপনাশন ত্রিলোকতারণ
দুর্গতজনগণপালন হে॥

কণ্ব। আজ শকুন্তলা পতিগৃহে যাবে ব'লে, আমার মন উৎকণ্ঠিত হ'চ্ছে। নয়ন অবিরত বাষ্পবারিতে পূর্ণ হ'চ্ছে—কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসছে—মোহে নিতান্ত অভিভূত হ'চ্ছি। কি আশ্চর্য্য—আমি বনবাসী ঋষি; স্নেহবশতঃ আমারই যখন ঈদৃশ বিপর্য্যয় ঘট্‌ছে—না জানি—গৃহবাসী সংসারীজনের এরূপ অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশই হয়। বুঝলেম্—স্নেহ অতি বিষম বস্তু!

গৌতমী। (শকুন্তলার প্রতি) বাছা! তোমাকে মঙ্গল বিদায় দিবার জন্য তোমার পিতা উপস্থিত হ'য়েছেন। যথাবিধি উহাঁর পদবন্দনা কর।

শকুন্তলা। (সলজ্জভাবে) পিতা! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণামকরণ।

কণ্ব। বৎসে! পতির আদরিণী হ'য়ে সুখে রাজ্যেশ্বরী হ'য়ে থাক'। রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ কর। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) কৈ?—শার্ঙ্গরব, শারদ্বত কোথায়?

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের প্রবেশ।

শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত। ভগবন্!—আমরা এখানেই উপস্থিত আছি।

কণ্ব। তোমরা প্রস্তুত হও। গৌতমী ও তোমরা উভয়ে তোমাদের ভগিনীকে পথ প্রদর্শন ক'রে রাজধানীতে উহার পতিগৃহে ল'য়ে যাও।

শার্ঙ্গরব। আপনার যেরূপ অনুমতি। আমরা যাত্রার উদ্যোগ করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

কণ্ব, প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা, গৌতমী, শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের প্রবেশ।

কণ্ব। আর অনর্থক কালবিলম্বের প্রয়োজন কি? যাত্রার উদ্যোগ কর। ক্রমে বেলা অধিক হ'চ্ছে। হে তরুগণ! যিনি তোমাদিগকে জলসেচন না ক'রে, কখন জলপান ক'রতেন না—যিনি স্নেহবশতঃ তোমাদের একটী পল্লবও

ভাঙ্গতেন না—তোমাদের কুসুম প্রস্ফুটিত হ'লে, যার আনন্দের সীমা থাকতো না—আজ সেই শকুন্তলা তোমাদের ছেড়ে পতিগৃহে যাচ্চে—তোমরা সকলে অনুমতি কর'।—অনসূয়া! প্রিয়ংবদা!—আজ তোমাদের প্রিয়সখী পতিগৃহে চ'ল্‌লো। আর কেন বিলম্ব কর'? বেলা হয়—সকলে স্নেহসম্ভাষণ ক'রে বিদায় লও।

শকুন্তলা। (প্রিয়ংবদার প্রতি) সখি! আর্য্যপুত্রকে দেখ্‌বার জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়েছে বটে, কিন্তু তপোবন ছেড়ে যেতে আমার পা উঠ্‌ছে না।

প্রিয়ংবদা। সখি! তুমি যে কেবল তপোবনবিরহে কাতর হ'চ্ছো,—তা নয়। তোমার বিরহে তপোবনের কি অবস্থা হ'চ্ছে দেখ। হরিণগণ আহার বিহার ত্যাগ ক'রে সজলনয়নে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রহেছে;—মুখের গ্রাস মুখ থেকে পড়ে যাচ্ছে;—ময়ূরময়ূরী নৃত্য ত্যাগ ক'রে উর্দ্ধমুখ হ'য়ে আছে;—কোকিলগণ নীরব হ'য়ে রহেছে। সকলেই নিরানন্দ।

কণ্ব। (শকুন্তলার প্রতি) বৎসে! আর কে'ন বিলম্ব কর—বেলা হয়।

শকুন্তলা। পিতা! একবার বনতোষিণীকে সম্ভাষণ ক'রে যাই। (সখীদের প্রতি) এই বনতোষিণীকে তোমাদের দুজনের হাতে সমর্পণ ক'রে গেলেম।

অনসূয়া। সখি! আমাদের কার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলে?

[রোদন।

কণ্ব। অনসূয়া! প্রিয়ংবদা! রোদন ক'রো না। তোমরা কি পাগল হ'লে? তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করবে—না,—তোমরাই রোদন ক'রতে আরম্ভ ক'রলে।

শকুন্তলা। (পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া) পিতা! আমার অঞ্চল ধ'রে কে টান্‌চে?

কণ্ব। বৎসে! যার মাতৃবিয়োগ হ'লে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করেছিলে—যার আহারের জন্য তুমি সর্ব্বদা ধান্যমুষ্টি সংগ্রহ ক'রতে—যার মুখে কুশ বিদ্ধ হ'য়ে ক্ষত হ'লে, তুমি ইঙ্গুদী তৈল দিয়ে আরাম করতে—সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গমনে বাধা দিচ্ছে।

শকুন্তলা। বাছা! আর আমার সঙ্গে আসছিস্ কেন'—ফিরে যা। তুই মাতৃহীন হ'লে আমি তোকে পালন ক'রেছিলেম—এখন আমি চললেম্, পিতা তোকে দেখবেন্। পিতা! হরিণশিশুটীর জন্য মন বড় ব্যাকুল হ'চ্ছে।

[রোদন।

কণ্ব। বৎসে! শান্ত হও—অশ্রুবেগ সম্বরণ কর। আর রোদন ক'রে আমার প্রাণে ব্যথা দিও না। অনসূয়া! প্রিয়ংবদা! তোরাও বাছা কাঁদবি আর শকুন্তলাকে কাঁদাবি। তোরা স্থির হ' বাছা; আর শকুন্তলাকে শান্ত কর। (শকুন্তলার প্রতি) বৎসে! পথ দেখে চ'লো। অসাবধানতায় পায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্! আর অধিক দূর আপনার যাবার প্রয়োজন নাই। যাহা বক্তব্য আছে, তাহা এই স্থানে ব'লে বিদায় দিন।

কণ্ব। ভাল,—তবে এস', এই বটবৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়ান যাক্।

[সকলের পরিক্রমণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।

কণ্ব। দেখ', শার্ঙ্গরব! শকুন্তলাকে সঙ্গে ল'য়ে রাজসমীপে উপস্থিত হ'লে তুমি তাঁহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে, এই কথাগুলি বল্‌বে।—আমরা বনবাসী ঋষি;—সাংসারিক রীতিনীতি, আচারব্যবহার বিশেষ জ্ঞাত নহি। শকুন্তলা আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমাতে অনুরাগিণী হ'য়েছে—ইহা বিবেচনা ক'রে, তুমি ইহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কর। তবে অদৃষ্টফল কাহারও আয়ত্ত নহে। সুখ দুঃখ অদৃষ্টেরই অধীন। পরে তাহার ভাগ্যে কি হবে, সে চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।—(শকুন্তলার প্রতি)—বৎসে! তুমি পতিগৃহে গিয়ে পূজ্যপাদ গুরুজনদের সেবা শুশ্রূষা ক'রবে। সপত্নীগণের সহিত প্রিয়সখী ব্যবহার ক'রবে। দাসদাসীদের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ ক'রবে—সৌভাগ্য গর্ব্বে গর্ব্বিতা হবে না। স্বামী কর্কশ ভাব প্রকাশ ক'রলে তাঁহার প্রতি রুষ্টা হবে না। এইরূপ ক'রলেই স্ত্রীলোকেরা গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিতা হয়। ইহার বিপরীত আচরণ ক'র্‌লে কুলের কণ্টকস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়ায়।

গৌতমী। বধূদের ইহা ভিন্ন আর কি ব'লে দেওয়া যাবে? (শকুন্তলার প্রতি) দেখ বাছা! উনি যে কথাগুলি বললেন্—সব ভাল ক'রে মনে রেখো।

কণ্ব। আমরা তবে আর অধিক দূর যাব' না। আমি ও তোমার সখীরা এই স্থান হ'তেই বিদায় লই।

শকুন্তলা। সখীরাও কি এ স্থান হ'তে ফিরে যাবে? এরা কেন সেই পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে যাক্ না।

কণ্ব। না বৎসে! উহাদের বিবাহ হয় নাই। উহাদের সে পর্য্যন্ত যাওয়া কি ভাল দেখায়! তোমার গৌতমী পিসি তোমার সঙ্গে যাবেন।

শকুন্তলা। পিতা, তোমাদের না দেখে সেখানে কেমন ক'রে প্রাণধারণ ক'র্‌বো? প্রিয়সখীদের ছেড়ে কেমন ক'রে থাকবো?

গীত।

যেন ভুলনা আমায়!
ভুলাতে ফিরাতে মন পারিনে যে হায়॥

কত কি যে মনে করি, বলিতে যে নাহি পারি,
নয়নে বহিছে বারি, মাগিতে বিদায়॥

করে ধ'রে বিনয় করি, ভুলনা লো সহচরি!
ছাড়িতে যে প্রাণে মরি, কি করি উপায়॥

কণ্ব। (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) এত কাতর হ'য়ো না। তুমি পতিগৃহে গিয়ে গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, সংসারিক কার্য্যে এত ব্যস্ত থাকবে, যে আমাদের বিচ্ছেদদুঃখ আর অনুভব ক'রতে পারবে না।

শকুন্তলা। পিতা! কতদিনে আবার এই তপোবনে আস্‌তে পাবো?

কণ্ব। বৎসে! সসাগরা পৃথ্বীশ্বরের মহিষী হ'য়ে, নিজ সন্তানকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, পুনরায় পতি সমভিব্যাহারে এই শান্তরসাস্পদ তপোবনে আস্‌বে।

গৌতমী। বাছা! যাবার বেলা ব'হে যায়। ক্ষান্ত হও—সখীদের যা বল্‌বার ব'লে দাও। (কণ্বের প্রতি) আপনি যতক্ষণ থাকবেন্ শকুন্তলা ঐ রূপই ক'রবে। আপনি এইবার আশ্রমে ফিরে যান।

শাঙ্গ র্রব। বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর হ'য়েছে। আপনি আর বিলম্ব ক'রবেন না।

কণ্ব। তবে যাও বৎসে! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। সমস্ত পথ তোমার নিরাপদ হ'ক।

[কণ্বপদে শকুন্তলার প্রণাম।

শকুন্তলা। (সখীদের প্রতি) এস সখি! তোমাদের একবার প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গন করি।

[আলিঙ্গন ও রোদন।

প্রিয়ংবদা। সখি! অমন ক'রে বিদায় চেয়ো না। তোমাকে ছেড়ে দিতে আমাদের প্রাণ ফেটে যাচ্চে। শান্ত হও—আর রোদন ক'রো না।

গীত।

অমন ক'রে নিদয় হ'য়ে সখীরে! বিদায় চেয়ো না;
বিরহকাতর প্রাণে যাতনা আর দিও না॥

বিজন এ বনবাসে, রব' কিবা সুখ আশে,
যাও সখী পতিপাশে, পূর্ণ হোক্ মনোবাসনা॥

আশ্রমসরসীজলে, বিকচ নলিনী ছিলে,
ভানুসম পতি পেলে, ধন্য তুমি চন্দ্রাননা॥

অনসূয়া। দেখ' সখি! যদি রাজর্ষির চিন্‌তে বিলম্ব হয়, তবে তাঁর নিজ নাম-লেখা এই অঙ্গুরীটি তাঁকে দেখাইও।

শকুন্তলা। তোমরা এমন কথা বল্‌লে কেন? এ কথা শুনে আমার হৃদয় কেঁপে উঠ্‌ছে।

প্রিয়ংবদা। না সখি! তেমন কিছুই নয়। ভয় ক'রো না। কোনও কারণ না থাক্‌লেও আত্মীয়স্বজনের মনে সর্ব্বদা অমঙ্গলের আশঙ্কা হয়।

[শকুন্তলা, গৌতমী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রস্থান।

কণ্ব। অনসূয়া! প্রিয়ংবদা! তোমাদের সখী চ'লে গেলো। শোক সংবরণ ক'রে, আমার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে চ'লো।

প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া। কি হ'লো! সখীকে যে আর দেখা যায় না। বনের আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে প'ড়েছে। পিতা! কেমন ক'রে শূন্য-প্রাণে সখী-শূন্য তপোবনে ফিরে যাই।

[রোদন।

গীত।

আ মরি! কি করি, প্রাণ ধরি কেমনে!
বিনা শশীমুখ আর', কি সুখ এ বিপিনে?

তিলেক যার বিচ্ছেদে, প্রাণ সদা উঠে কেঁদে,
তাহারে বিদায় দিতে পারি কোন্ প্রাণে?

যার সেবাভক্তিগুণে, তুষ্ট মুনিঋষিগণে—এ কাননে॥

সাধের' মাধবীলতা, সঙ্কেতে না কবে কথা,
মর্ম্মে মর্ম্মে পেয়ে ব্যথা, প্রাণ ত্যজিবে তোমা বিনে॥

কণ্ব। স্নেহ প্রবৃত্ত এইরূপ মনে হয় বটে। বিবাহিতা কন্যা পরকীয়া ধন। শকুন্তলাকে আজ তার পতিগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে, শান্তি লাভ ক'রলুম। এখন আশ্রমে ফিরে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:০:—

রাজপ্রাসাদ।

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। বৃদ্ধবয়সে ক্রমশঃ কি দশাই হ'চ্ছে। হায়! যে বেত্র যষ্টি আমাকে রাজ অন্তঃপুরের রীতি অনুসারে ধারণ ক'রতে হ'তো, এখন এ বৃদ্ধবয়সে তাহাই আমার দেহের অবলম্বন হ'য়ে প'ড়েছে। মহারাজ তো এই মাত্র বিচারাসন হ'তে অন্তঃপুরে বিশ্রাম ক'রতে গিয়েছেন। এসময় আর তাঁকে বিরক্ত ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ) কি কর্ত্তব্য?—আর কাজটাই বা কি? স্মরণও তো হ'চ্ছে না। (চিন্তা করিয়া) আঃ—মনে পড়েছে! কি ভ্রম!—মহর্ষি কণ্বের শিষ্যগণ মহারাজের সহিত সাক্ষাত ক'রতে ইচ্ছা করেন। কি আশ্চর্য্য ভ্রম!—বৃদ্ধবয়সে বুদ্ধির এইরূপ ভ্রংশ হয়। স্মরণ শক্তিও ঠিক থাকে না।

[নেপথ্যে]

মহারাজের জয় হ'ক—মহারাজের জয় হ'ক।

কঞ্চুকী। এই যে রাজা নিকটেই আছেন। রাজাদের আবার বিশ্রাম কোথায়?—সূর্য্যদেব অবিরাম বিশ্ব ভ্রমন ক'রছেন—পবন দিবারাত্রই সঞ্চরণ ক'রছেন—নাগরাজ অনন্তদেব অনন্তকালই মস্তকে ভূভার ধারণ ক'রে আছেন। রাজাদেরও লোকহিতের জন্য অবিশ্রান্ত শ্রম করাই ধর্ম্ম। ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, লোকসুখের জন্য প্রতিদিন অবিরত পরিশ্রম ক'রতেই রাজাদের সৃষ্টি হ'য়েছে। বৃক্ষগণ মস্তকে তীব্র রবিকিরণ সহ্য ক'রেও আশ্রিতজনের সন্তাপ দূর করে। রাজারাও দণ্ডধারী হ'য়ে বিশাল রাজ্যের শান্তিরক্ষা করেন।—যাই হ'ক, এখন আমার কর্ত্তব্য তো করি।

[পার্শ্বে অবস্থান।

রাজা ও মাধব্যের প্রবেশ।

রাজা। রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় পরিশ্রান্ত হ'লেও, ক্ষণিক বিশ্রামের পর আবার সুস্থ হ'লেম। বয়স্য! আসন গ্রহণ কর, কিঞ্চিৎ আমোদ উপভোগ করা যাক্।

নর্ত্তকীদ্বয়ের প্রবেশ এবং নৃত্য ও গীত।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে]

গীত।

ছি ছি মধুকর তব, এ রীতি কেমন?
নব নব মধুলোভে মত্ত অনুক্ষণ॥

আশাদানে ভুলাইয়ে, বিরহে দহিয়ে হিয়ে,
সে কমল তেয়াগিয়ে, সুধার সদন ;—

কেতকী পরাগ প'রে, নব অনুরাগ ভরে,
অভিনব সুখ তরে, হও নিমগন॥

রাজা। গীত শ্রবণ ক'রে, অকস্মাৎ মন এত ব্যাকুল হ'লো কেন? প্রিয়জন বিরহ ব্যতিরেকে এরূপ উৎকণ্ঠা হয় না। কিন্তু প্রিয়বিরহও তো উপস্থিত দেখ্ছি না।

মাধব্য। মহারাজ! গীতের শব্দার্থ কিছু বুঝ্তে পার্লেন কি? বহুদিন রাজমহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নি, তাই ছল ক'রে এ তিরস্কার।

রাজা। সখা, রসিকতা রাখ।—তুমি যাও। আমার হ'য়ে তাঁহাকে সান্তনা কর'গে। ব'লো আমি যথেষ্ট লজ্জিত হ'য়েছি।

মাধব্য। বুঝেছি, আমার উপর দিয়েই ঝাল ঝাড়িয়ে নেবেন। যাক্ শত্রু পরে পরে। আজ আর নিষ্কৃতি নাই—উপায়ই বা কি? তবে যাই।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হ'ক! ধর্ম্মারণ্যবাসী তপস্বীরা মহর্ষি কণ্বের আদেশ ল'য়ে কয়েকটি স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে এখানে উপস্থিত হ'য়েছেন। মহারাজের যেরূপ আজ্ঞা হয়।

রাজা। (বিস্মিত হইয়া) কি!—ভগবান্ কণ্বের নিকট হ'তে সংবাদ ল'য়ে এসেছেন।

কঞ্চুকী। আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ! তাঁরই নিকট হ'তে।

রাজা। তুমি শীঘ্র পুরোহিত উপাধ্যায়কে গিয়ে বল'- তিনি যথাবিধি অভ্যর্থনা ক'রে, আমার নিকট তাঁদের ল'য়ে আসেন। আমি এই স্থানে তাঁদের জন্য অপেক্ষা ক'রে রহিলেম।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। (পরিক্রমণ করিতে ২) ভগবান্ কণ্ব কি নিমিত্ত আমার নিকট ঋষিদের প্রেরণ ক'রেছেন? তাঁদের তপস্যার কি কোনও বিঘ্ন উপস্থিত? অথবা কোনও দুরাত্মা তাঁদের উপর কোনরূপ অত্যাচার ক'রেছে?—কিছুই স্থির ক'র্‌তে না পেরে, বড় ব্যাকুল হ'চ্ছি। যাই হ'ক, এখনই জানা যাবে।

পুরোহিত ও কঞ্চুকী এবং পশ্চাতে শকুন্তলা, গৌতমী ও শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ।

কঞ্চুকী। আপনারা এইদিক দিয়ে আসুন। মহারাজ আপনাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে রহেছেন।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

পুরোহিত। স্বস্তি! স্বস্তি! ঐ দেখুন, পৃথ্বীনাথ আপনাদের শুভাগমনের সংবাদ পেয়ে, অভিবাদনের জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে স্বয়ং দণ্ডায়মান।

শার্ঙ্গরব। এতাদৃশ বিনয় ও সৌজন্য দর্শনে সাতিশয় আনন্দ লাভ ক'রলেম। অথবা, বিচিত্র কি!—তরুগণ ফলিত হ'লে ফলভরে অবনত ভাবই ধারণ করে—বর্ষাকালে জলধর বারিভরে নম্রভাবই অবলম্বন করে- সৎপুরুষদের স্বভাবই এই—সমৃদ্ধিশালী হ'লেও উদ্ধত হন না।

[সকলের পরিক্রমণ।

শকুন্তলা। (গৌতমীর প্রতি) পিশিমা! আমার ডান চোখ্ নাচ্‌ছে কেন?

গৌতমী। ভয় কি বাছা!—বৃথা আশঙ্কা ক'রো না। দেবতারা তোমার মঙ্গল করুন।

রাজা। (জনান্তিকে) ঐ কামিনী কে?—কি নিমিত্তই বা ইনি তপস্বী-দের সঙ্গে এসেছেন।

পুরোহিত। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমরও এ বিষয়ে কুতূহল জন্মেছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। এই কামিনীর রূপলাবণ্য দর্শনীয় বটে।

রাজা। ও কথা ছেড়ে দিন। পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা পরস্ত্রীর কথা ল'য়ে আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নয়।

শারদ্বত। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হ'ক।

[হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ।

রাজা। আপনাদের সকলকে প্রণাম। তপস্যার কুশল তো?

[প্রণামকরণ।

শার্ঙ্গরব। আপনি শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাক্‌তে, ধর্ম্মকার্য্যের বিঘ্ন সম্ভাবনা কোথায়? সূর্য্যদেব উদিত থাক্‌তে কি অন্ধকারের প্রাদুর্ভাব হ'তে পারে?

রাজা। (স্বগত) আজ আমার "রাজ" নাম সার্থক হ'লো। (প্রকাশ্যে) ভগবান্ কণ্ব কুশলে আছেন তো? আপনারা কি প্রয়োজনে কষ্টস্বীকার ক'রে এতদূর এসেছেন?

শারদ্বত। হাঁ মহারাজ! মহর্ষির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল।

শার্ঙ্গরব। ধর্ম্মারণ্যবাসী, পূণ্যরাশি তপোধন,
মহর্ষি কণ্বের শিষ্য আমরা দুজন।
অবধান,—মহারাজ! তাঁহার আরতি—
শকুন্তলা কন্যা ধন্যা, রূপগুণবতী;
তাঁরে না জানায়ে তোমা করেছে বরণ,
তথাপি হ'য়েছে তাঁর প্রীতির কারণ।

চন্দ্র বিনা কুমুদীর অন্য কেবা পতি ?
সিন্ধু ছেড়ে তটিনী কি করে অন্যে গতি ?
রাজকুলরবি তুমি ধন্য ধরামাঝে ;
ভানু বিনা কমলিনী অন্য কারে সাজে !

মহর্ষি সাদরাশীর্ব্বাদের সহিত ব'লে দিয়েছেন, আপনি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তদীয় দুহিতা শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক'রেছেন, তাহাতে তিনি পরমানন্দিত। তুল্যগুণসম্পন্ন বরবধূর সংযোজন হওয়াতে বড় সুখের বিষয়ই হ'য়েছে। এক্ষণে অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে গ্রহণ ক'রে গৃহস্থধর্ম্মের আচরণ করুন।

গৌতমী। আমিও কিছু ব'লতে চাই। তোমরা কেহই গুরুজনের অপেক্ষা রাখনি। পরস্পরের সম্মতিতে গোপনে বিবাহ ক'রেছ। অন্যের তাতে কথা কহিবার কি আছে ? এখন তোমার পত্নীকে তুমি গ্রহণ কর। আমরা স্বচ্ছন্দমনে আশ্রমে ফিরে যাই।

রাজা। মহর্ষি কণ্বের পদে মিনতি আমার।
কিন্তু হায় ! একি বিড়ম্বনা বিধাতার !
কনকবরণী এই রমণীরতন ;—
ইঁহাতে আমাতে কভু নাহি দরশন।
পরিণয় দূরে থাক্,—পরিচয় নাই—
স্মৃতিপথে অন্বেষিয়া কিছুতে না পাই।

এ আবার কি উপস্থিত ! আপনারা কি প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রছেন। আমিত কিছুই বুঝতে পারছি না।

শকুন্তলা। (স্বগত) হা !—আমার অদৃষ্ট ! একি কথা শুনছি। কথাগুল' যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত হৃদয়ে লাগচে।

শার্ঙ্গরব। কি বিষয়ের প্রসঙ্গ, তা আবার জিজ্ঞাসা ক'রছেন। আপনি লৌকিক ব্যবহার বিশেষ অবগত হ'য়েও এরূপ ব'লছেন কেন ? আপনি কি জানেন না, যে পরিণীতা নারী যদি অত্যন্ত সৎস্বভাবও হয়, তথাপি সে নিয়ত পিতৃকুলে বাস ক'রলে, লোকে নানা কথা বলে। এজন্য স্বামীর প্রিয়া বা অপ্রিয়া হ'লেও, পিতৃপক্ষ তাহাকে পতিগৃহবাসিনীই ক'রতে চাহে।

বিবাহিতা কন্যা—পিত্রালয়ে বাস—
সুশীলা হ'লেও তবু লোকে উপহাস!

রাজা। কি!—উনি আমার পরিণীতা ভার্য্যা? এই কথা আপনারা ব'লছেন। কই,—আমি তো ইঁহার পাণিগ্রহণ করি নাই।

শকুন্তলা। (স্বগত) হায়! হৃদয় যে আশঙ্কা ক'রছিলে, তাই ঘট্‌লো।

শারদ্বত। মহারাজ! স্বেচ্ছাকৃত কোনও কার্য্যের অপলাপ করা রাজোচিত ধর্ম্ম নহে। জগদীশ্বর আপনাকে ধর্ম্মসংস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত ক'রেছেন, অন্যে অন্যায় ক'রলে, আপনি দণ্ডবিধান ক'রে থাকেন। এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, রাজা হ'য়ে স্বকৃত কার্য্যের অপলাপ ক'রলে, ধর্ম্মদ্রোহী হ'তে হয় কি না?

রাজা। আপনি কি কারণে আমাকে এত অসৎ মনে ক'র্‌ছেন।

শার্ঙ্গরব। (স্বক্রোধে) মহারাজ! আপনার অপরাধ নাই। যাহারা ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হয়, তাহাদের এইরূপ চিত্তবিকার ও এইরূপ আচরণই হ'য়ে থাকে।

রাজা। আপনি অন্যায় ভৎর্সনা কর্‌ছেন। আমি কোনও ক্রমে এরূপ ভৎর্সনার যোগ্য নহি।

গৌতমী। (শকুন্তলার প্রতি) বাছা! লজ্জাত্যাগ ক'রে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ' দিকি। মুখের ঘোম্‌ঠা খুলে দি, তা হ'লে তোমার স্বামী নিশ্চয়ই তোমাকে চিন্‌তে পার্‌বেন।

[অবগুণ্ঠন মোচন।

শার্ঙ্গরব। মহারাজ! আপনি এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? আপনি নীরব হ'য়ে আছেন যে? এখনও বিশ্বাস ক'রতে বাকি আছে?

রাজা। দেখুন তপস্বিগণ, আমি নিতান্ত অন্যায্যভাবে তিরস্কৃত হ'চ্ছি। আমি অনেক চিন্তা ক'রে দেখলেম্।—কিন্তু ওঁর পানিগ্রহণ ক'রেছি ব'লে কিছুতেই আমার স্মরণ হ'চ্ছে না। বিশেষতঃ এই গর্ভলক্ষণাক্রান্তা রমণীকে কি প্রকারে পত্নী ব'লে গ্রহণ করি। পরনারীগ্রহণে যে মহাপাতক হবে, তাহার ফলভাগী হবে কে?

শকুন্তলা। (স্বগত) হা ধিক্! কি সর্ব্বনাশ! একেবারে বিবাহে সন্দেহ! রাজধানীতে এসে, আমার আরাধ্য দেবতার চরণে স্থান পাব'—আমার

এই সুদীর্ঘ বিরহযাতনার অবসান হবে—আমার হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ হবে—তা দূরে থাক্—একেবারে বিবাহে পর্য্যন্ত সন্দেহ! হায়!—আমার সকল আশা একেবারে নির্ম্মূল হ'লো।

শার্ঙ্গরব। মহারাজ! বিবেচনা করুন, মহর্ষি কেমন মহানুভাবতা প্রদর্শন ক'রেছেন। আপনি তাঁহার অগোচরে, তাঁহার কন্যার পানিগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ না ক'রে বরং অনুমোদন করেছেন, এবং কন্যাকেও আপনার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখন প্রত্যাখান ক'রে মহর্ষির অবমাননা করা কি আপনার কর্ত্তব্য? এই কি রাজনীতি? এই কি সত্য পালন? এই কি প্রতিজ্ঞারক্ষা?

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! তুমি ক্ষান্ত হও। আমি এককথায় সব শেষ ক'রছি। (শকুন্তলার প্রতি) শকুন্তলে! আমাদের যা বলবার ছিল সব ব'ল্‌লেম। আর উনিও যা উত্তর দিবার তা দিয়েছেন। এখন তোমার যদি কিছু বল্‌বার থাকে,—যাতে ওঁর প্রত্যয় জন্মায়, তা বল'।

শকুন্তলা। (স্বগত) যখন সেরূপ অনুরাগ এরূপভাব ধারণ ক'রেছে, তখন আর সেই পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ফল কি? (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র! না,—না।—যখন পরিণয়েই সন্দেহ, তখন আর আর্য্যপুত্র সম্ভাষণ ঠিক নয়। পৌরবরাজ! আমি সরলহৃদয়া মুনিকন্যা। ভাল মন্দ কিছুই জানি না। সে সময়ে তপোবনে গিয়ে ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হ'য়েছিলেন। আর এখন দুর্ব্বাক্য ব'লে আমাকে প্রত্যাখ্যান করা কি উচিত কার্য্য! যাহাকে সরল ভেবে মন প্রাণ সঁপেছিলেম, কে জানিত সে অমৃত এ হলাহলে পরিণত হবে!

রাজা। ক্ষান্ত হও। ও পাপ কথা আর শুন্‌তে চাই না। কুলধ্বংসী নদী যেমন তীরস্থিত তরুকে পাতিত ও আপনার প্রবাহকে পঙ্কিল করে, তুমিও তেমনই আমাকে পাতিত ও আপনার কুলকে কলঙ্কিত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছ।

শকুন্তলা। যদি পরপত্নী বোধে যথার্থই পরিণয়ে সন্দেহ হ'য়ে থাকে তা হ'লে একটা চিহ্ন দেখাচ্ছি। সেইটি দেখালেই আপনার সন্দেহ দূর হবে।

রাজা। এ উত্তম প্রস্তাব। কি অভিজ্ঞান দেখাবে দেখাও।

শকুন্তলা। (অঞ্চল স্পর্শ করিয়া) ওমা! একি হ'লো—আমার আঁচলে তো আংটী নাই! কোথায় পড়ে গেল ?

[গৌতমীর মুখের প্রতি অবলোকন।

গৌতমী। তবে নিশ্চয়ই শচীতীর্থে স্নান করবার সময়, আল্‌গা হ'য়ে আংটীটি জলে প'ড়ে গেছে।

রাজা। স্ত্রীজাতির উপস্থিত বুদ্ধি ইহাকেই বলে।

শকুন্তলা। বিধাতার বিড়ম্বনায় এ চিহ্নটা দেখাতে পারলেম না। ভাল,—আর একটা কথা মনে করিয়ে দি।

রাজা। আচ্ছা, বল শুনি।

শকুন্তলা। একদিন আমরা দুজনে লতামণ্ডপে বসেছিলেম, সেই সময় দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার পালিত হরিণশিশু এসে উপস্থিত হ'লো। তুমি পদ্মপাতায় জল নিয়ে, তার সাম্‌নে ধ'র্‌লে। তুমি অচেনা ব'লে, সে তোমার কাছে গেল না। পরে আমি হাতে ক'রে দিলে, তবে সে পান কর্‌লে। তখন তুমি ঠাট্টা করে বল্লে,—"দুজনেই বুনো কিনা"—তাই তোমার উপর ওর বিশ্বাস।

রাজা। জানি—কামিনীরা আপন কার্য্যসাধনের জন্য এইরূপ মধুমাখা প্রবঞ্চনা বাক্যে বিষয়ী লোকদের মন মুগ্ধ ক'রে থাকে।

গৌতমী। মহাশয়! এরূপ কথা বল্‌বেন না। এ জন্মাবধি তপোবন পালিতা, ছলনা কাকে বলে তা জানে না।

রাজা। অয়ি বৃদ্ধতাপসি! প্রবঞ্চনা স্ত্রীলোকদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। শিখাইতে হয় না। মানুষের তো কথাই নাই—পশুপক্ষী ইতর প্রাণীদেরও বিনা শিক্ষায় প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। দেখ'—কেহ শিখাইয়া দেয় না—অথচ কোকিলারা অন্য পক্ষী দ্বারা আপনাদের শাবক পালন করিয়ে লয়।

শকুন্তলা। ~~তুমি~~ আপনি যেমন, অপরকেও সেইরূপ মনে কর। তুমি তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত বিষম প্রবঞ্চক! অধার্ম্মিক ভণ্ড!—এখন থেকে কে আর তোমার চরিত্রের অনুসরণ ক'রবে ?

শার্ঙ্গরব। কি বললেন্ মহারাজ! যাহা মনে আসে তাই বলেন। যে শান্ত-রসাস্পদ তপোবনে প্রতিপালিতা—যেখানে ছল-কল-কৌশল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত—

যেখানে তপ-জপ-হোম-যাগাদি ধর্ম্মকর্ম্ম নিরন্তর সম্পাদিত—যেখানে হিংস্র জন্তুগণ হিংসাদ্বেষবিবর্জ্জিত—এরূপ স্থানে প্রতিপালিতা সরলাবালা প্রবঞ্চনায় অভ্যস্তা ও মিথ্যাবাদিনী! আর যাহাদের ছলনা ও পরপ্রতারণা বিদ্যা ব'লে শিক্ষা ও চিরব্যবসায়, তাহারা ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী! এই কথা আপনি ব'লতে চান্।

রাজা। ভাল! আপনারা সত্যবাদী স্বীকার ক'রলেম—আর প্রতারণা আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই রমণীকে প্রতারণা ক'রে আমার লাভ কি?

শার্ঙ্গরব। লাভ!—নিপাত, নিপাত!

রাজা। পুরুবংশীয়েরা দুষ্কর্ম্ম ক'রে নিপাত লাভ করে এ কথা অশ্রদ্ধেয়। দুষ্মন্ত গোপনে কোনও কার্য্য করে না। যখন যাহা ক'রেছে, তাহা জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। কই—কেহ বলুক দেখি, আমি উহার পাণিগ্রহণ ক'রেছি।

পুরোহিত। সত্যই,—দুষ্মন্তের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই সর্ব্বজনবিদিত। বিবাহের অনুষ্ঠানটি যদি বাস্তবিক হ'তো, তাহা হ'লে কি আমাদের নিকট অবিদিত থাক্‌তো।

শকুন্তলা। (রাজার প্রতি) তুমি আমাকে স্পষ্টতঃ স্বেচ্ছাচারিণী ব'ললে। পুরুবংশীয় ব'লে আমি যাকে বিশ্বাস ক'রেছিলেম, সেই কিনা এখন আমাকে পরস্ত্রী মনে ক'রছে। মুখে-মধু, হৃদে-বিষ—এই খলের হাতে যখন আত্মসমর্পণ ক'রেছি তখন আমার ভাগ্যে যে এই ঘট্‌বে তার আর আশ্চর্য্য কি।

গীত।

আশাতরী ডুবে যায়, নিরাশার নীরে হায়!—
সুমতি আমার ছিল কর্ণধার, ধৈরয সমীর তায়,
কূলের নিকট, ঘটিল সঙ্কট, কি করি উপায়॥
তুলি ফুলদলে, অতিকুতূহলে, গাঁথিয়ে পরিনু হার;
সে হ'য়ে ভুজঙ্গ, দংশে মম অঙ্গ, বাঁচিনে জ্বালায়॥
পিয়াসা লাগিয়ে, কাতর হইয়ে, সেবিনু জলদবরে;
তৃষা না মিটিল, অশনি পড়িল, অভাগী মাথায়॥

শার্ঙ্গরব। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে কর্ম্ম ক'রলে, পরিণামে এই রূপ মনস্তাপ পেতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কর্ম্মই—বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায় তাহা সবিশেষ পরীক্ষা না ক'রে করা উচিত নয়। পরস্পরের মন না জেনে বন্ধুতা ক'রলে, সেই বন্ধুতা অবশেষে শত্রুতায় পরিণত হয়।

রাজা। কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে, আমার উপর অকারণ এরূপ দোষারোপ ক'রছেন?

শারদ্বত। শার্ঙ্গরব! আর উত্তর প্রত্যুত্তর ক'রে ফল কি? গুরুদেবের যাহা বক্তব্য ছিল তাহাতো বলা হ'য়েছে—এখন চল, আমরা ফিরে যাই। (রাজার প্রতি) ইনি আপনার পত্নী,—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, ইচ্ছা হয় ত্যাগ করুন। পত্নীর উপর পতির সর্ব্বতোভাবে প্রভুত্ব আছে। আমরা চল্‌লেম। গৌতমী! তুমি অগ্রগামী হও।

শকুন্তলা। ইনি আমাকে বঞ্চনা ক'রলেন। আবার তোমরাও আমাকে ফেলে চ'ললে। হায়! আমার গতি কি হবে?

[রোদন।

গৌতমী। (গমনে বিরত হইয়া) বৎস শার্ঙ্গরব! শকুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে আমাদের সঙ্গে আস্‌ছে। রাজা নিষ্ঠুর হ'য়ে প্রত্যাখ্যান ক'রলেন। বাছা আমার এখানে থেকে আর কি ক'রবে বল'। আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আসুক।

গীত।

না জানি নৃমণি মন, কেন বা এমন হ'ল;
অমৃত সাগরে কেন, এ হেন গরল উঠিল॥

নাহি কোন অপরাধ', তবে কেন পরমাদ',
এর চেয়ে বজ্রাঘাত', তোর কপালে ভাল ছিল॥

হ'তে এসে রাজরাণী, কি দারুণ কথা শুনি,
কি বলিবেন মহামুনি, হায়! আজি কি ঘটিল॥

শার্ঙ্গরব। (সরোষে) পাপীয়সি! স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করতে চাও? রাজা যেরূপ ব'লছেন্, যদি তুমি যথার্থই সেইরূপ হও, তা হ'লে তুমি স্বেচ্ছাচারিণী— তোমাকে ল'য়ে আমরা কি করবো? আর যদি তুমি আপনাকে পতিব্রতা ব'লে জানো, তা হ'লে পতিগৃহে দাসীবৃত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তুমি এই খানেই থাক'—আমরা চল্‌লেম।

রাজা। তাপসগণ! কেন ওঁকে বৃথা আশা দিয়ে বঞ্চনা ক'রছেন্। পুরু-বংশীয়েরা প্রাণান্তেও পরস্ত্রীগ্রহণে প্রবৃত্ত হয় না। চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন—সূর্য্য কমলিনীকেই উল্লাসিত করেন।

শার্ঙ্গরব। আপনি যখন পূর্ব্ব পরিণয়বৃত্তান্ত এককালেই অস্বীকার ক'রছেন তখন আর আপনি ধর্ম্মের কথা মুখেও আন্‌বেন না। আপনার আবার ধর্ম্মভয় কিসের?

[গৌতমী, শারদ্বত ও শার্ঙ্গরবের প্রস্থান।

রাজা। (পুরোহিতের প্রতি) আপনাকেই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি। এ বিষয়ের গুরু লঘু সম্বন্ধে বিচার ক'রে, এখন কি কর্ত্তব্য আদেশ করুন। হয়— আমি মোহবশে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হ'য়েছি—অথবা,—এই নারী মিথ্যা বলিতেছে। এমন সন্দেহস্থলে, আমি দারত্যাগী হই—অথবা পরস্ত্রী গ্রহণে পাতকী হই।

পুরোহিত। (চিন্তা করিয়া) ভাল মহারাজ! এক কাজ ক'রলে হয় না?

রাজা। আজ্ঞা করুন।

পুরোহিত। ঋষিতনয়া প্রসবকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে অবস্থান করুন। যদি বলেন—এ কথা বলি কেন? তাহার কারণ,—দৈবজ্ঞেরা ব'লেছেন আপনার প্রথম সন্তান চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত হবে। যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন, তবে সন্দেহের আর কোন কারণ থাক্‌বে না। একে গ্রহণ করবেন্,—নতুবা পুনরায় পিতৃগৃহে প্রেরণ করাই শ্রেয়ঃ।

রাজা। এ ভাল কথা। গুরুদেবের যথা অভিরুচি।

পুরোহিত। (শকুন্তলার প্রতি) বৎসে! সব শুন্‌লে তো। এখন তবে আমার সঙ্গে এস।

শকুন্তলা। হা বিধাতঃ! এই কি অভাগিনীর অদৃষ্টে ছিল?

গীত।

হায়! কি হ'লো, এই ছিল', ললাটে লিখন!
কি ঘটিল, সব ফুরাল, যেন নিশার (ও) স্বপন॥

কোথারে সখি! একবার আয় আয় দেখি,—
(আজ) তোদের শকুন্তলা, জুড়ায় সকল জ্বালা,
জন্মের মত করি জীবন বিসর্জ্জন॥

চাই না পরীক্ষা, ভাল দিলে শিক্ষা,—
এখন করি এই মিনতি, ওহে ধরাপতি!
রহে যেন সতীর সতীত্ব রতন॥

শকুন্তলা। ভগবতি বসুন্ধরে! বিদীর্ণা হও। আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করি। আর সহ্য হয় না। হা ধিক্! হা বিধাতঃ! অভাগিনীর অদৃষ্টে অবশেষে এই ছিল? আর আমার জীবনধারণে সাধ নাই। আর আমার ছার প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে ইচ্ছা নাই। এক—ধর্ম্মের ভয়। স্ত্রীলোকের সতীত্বই ধর্ম্ম। পতির কাছে—গুরুজনের কাছে—যদি আজ সেই সতীত্বধন কলঙ্ক সাগরে ডুবলো, তবে আর এ ছারজীবনে প্রয়োজন কি? লোকে মৃত্যুশঙ্কায় কাতর হয়—আমি সে ভয় করি না। পতির বাক্যবিষে সর্ব্বাঙ্গ জেরে ফেলেছে, হৃদয় দগ্ধ হ'য়ে গেছে। প্রবঞ্চক মহারাজ! আর আমার রসনা তোমার সহিত বাক্যালাপ ক'রতে চায় না—তোমার সহিত সম্পর্ক রাখ্‌তে আর বাসনা হয় না। পিতা আমার মত স্বেচ্ছাচারিণীর মুখ দর্শন ক'রবেন না। মা নাই—যে সন্তানের মায়া বুঝবেন্? তবে, আর কার কাছে যাব? কোথায় এ জ্বালা জুড়াব? পতি ত্যাগ ক'রলেন—বিনা দোষে ত্যাগ ক'রলেন—আমার বড় আশায় নিরাশ ক'রলেন—জীবনের সব সাধ আহ্লাদ জন্মের মত ঘুচিয়ে দিলেন। (কাঁদিতে কাঁদিতে) যখন সন্দেহ,—অস্বীকাররূপ শেল হৃদয়ে বিদ্ধ হল', তখনই কেন প্রাণ বহির্গত হ'লো না? হায়! অভাগিনীর কি কঠিন হৃদয়? হা পিতঃ! তোমার বিনানুমতিতে যে কার্য্য করেছিলেম, তার উচিত শাস্তি হ'লো। ঘোর

কলঙ্কের ডালি মাথায় ল'য়ে আর কি ক'রে এ পাপ মুখ দেখাব? হা! প্রিয়সখি প্রিয়ংবদা! হা! সখি অনসূয়া! তোমরা এ সময় কোথায় রহিলে? তোমাদের চির আদরের শকুন্তলা জন্মের মত বিদায় হ'লো! হায়!

গীত।

কোথা আছ মা! মা! মাগো এখন!
দুঃখানলে হৃদি জ্বলে, কত হবো মা,—আর জ্বালাতন!

হেন অপমানে, মায়া নাই আর প্রাণে,
হ'লো না আর তব সনে, দেখা এ জনমের মতন॥

হ'ব রাজ্যেশ্বরী, এলাম আশা করি,
বাক্যবাণে বিদ্ধ করি, হৃদি করে বিদারণ॥

[কাঁদিতে ২ পুরোহিতের পশ্চাদ্গমন।

[নেপথ্যে]

কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

পুরোহিতের পুনঃ প্রবেশ।

পুরোহিত। মহারাজ! বড় অদ্ভুত কাণ্ড হ'য়ে গেল। আমার সঙ্গে যেতে যেতে সেই বালা আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা ক'রে রোদন ক'রতে লাগলো। তৎক্ষণাৎ এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি নারী বেশে আবির্ভূত হ'য়ে, তাকে কোলে ল'য়ে অন্তর্হিত হ'লো।

রাজা। গুরুদেব! যাহা পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছে, আর সে বিষয়ের আলোচনা ক'রে ফল কি? আপনি যান্—এখন গৃহে গিয়া বিশ্রাম করুন।

পুরোহিত। জয় হ'ক্ মহারাজ! স্বস্তি! স্বস্তি!

[প্রস্থান।

রাজা। আমার মন বড্ড চঞ্চল হয়েছে। মুনিতনয়াকে যে বিবাহ করেছি, এ বিষয়ে এত চেষ্টা ক'রেও আমার মনে আস্‌ছে না। তবে পরিতাপে হৃদয় এত দগ্ধ হ'চ্চে কেন?—তাই এক একবার সত্য ব'লে প্রত্যয় হ'চ্চে। চিত্তে তো কিছুতেই শান্তি আস্‌ছে না। যাই হ'ক্, এখন একটু বিশ্রামের চেষ্টা করিগে।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া নগরপাল ও দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।

নগরপাল। ওরে ব্যাটা—তোর এই কাজ? সাহস তো কম নয় দেখ্ছি। আরে চোর কোথাকার! তুই রাজার নাম-খোদা মণির আংটী কোথ্ থেকে পেলি বল্ দিকি। (চৌকিদারের প্রতি) বাঁধ ব্যাটাকে ক'সে বাঁধ।—দুর্ বোকারা, তোরা কোনও কাজের নয়। কেবল খেতে পারিস্, আর বুক ফুলিয়ে বেড়াস্। এই দ্যাখ, আমি কেমন করে বাঁধি।

[পিছমোড়া করিয়া দৃঢ়বন্ধন।

বদ্ধব্যক্তি। দোহাই ধর্ম্মাবতার—দোহাই বাবা—মুই চোর নই। মোরে কেন এমন ক'রে বাঁধছো বাবা। মুই চুরি করিনি। উঃ! উঃ! বড় লাগ্ছে। মোশাই গো!—দোহাই, তোমাগার পায়ে গড় করি।

নগরপাল। চুরি করিস্নি! তবে কি সুব্রাহ্মণ দেখে মহারাজ তোকে দক্ষিণা দিয়েছেন? আরে ব্যাটা, এখন হ'য়েছে কি? বল্ ব্যাটা, এখনও ভালয় ভালয় সত্যি কথা বল্। নইলে দেখ্বি, তোর কি হাল্ করি।

বদ্ধব্যক্তি। দোহাই মোশাই! মিনি দোষে, কেন মোকে মারছেন্ মোশাই?

১ নং চৌকি। অমনি কি সহজে বল্বে? বাপ্ কি সহজে বলে? পেয়াদায় বাপ বলায়, বাবা। মুই রাজার চৌকিদার—রাতদিন খাটিতে থাকি। হাত এড়িয়ে যায় এত' সাধ্যি এখনও কারও হয়নি বাবা। কি বল্বো—গায়ে তেমন জোর নেই, তাই রক্ষে। না হ'লে, ভাল লোকই কি আমার হাতে

এড়িয়ে যেতে পারে? বড় গোলমাল দেখ্‌লে, প্রাণান্তেও সে দিকে ঘেঁসিনে বাবা। তবে কিছু দক্ষিণেটা আশ্‌টা পেলে, আর চেয়েও দেখিনে।

২ নং চৌকি। এমন না হ'লে কি কোতোয়ালিতে চাক্‌রি থাকে বাবা? ভাল মন্দ দেখা নেই—যারে পাই, তারে ধরি। (বদ্ধব্যক্তির প্রতি) এখনও বল্‌, কোথা পেলি? ভাল চাস্‌তো, ঠিক কথা বল্‌। নইলে বাবা—বালবাচ্ছা সব এক জায়গায় গাড়বো।

বদ্ধব্যক্তি। যাকে গাড়বে—তাকে গাড়বে। মুই কেন' জানে মারা যাই—বাবা! রক্ষে কবো—বাবা!

নগরপাল। বাবাই বল্‌—আর যাই বল্‌, তোকে কেউ রক্ষা কর্‌তে পারবে না। (সক্রোধে) শালার কথা যেন বাটালি-কাটা।

বদ্ধব্যক্তি। তবে তো ভালই হ'লো। মোর বোনাই ছেল'না, এখন বোনাই পেলাম। আবার বোনাই ব'লে, বোনাই—জমাদার বাবা,—বোনাই। আব মোরে পায় কে? তবে বোনাই বাবা,—মোরে দয়া ক'বে ছেড়ে দাও বাবা।

১ নং চৌকি। (সক্রোধে) মার' ব্যাটাকে। যতবড় মুখ, ততবড় কথা।

[প্রহার।

বদ্ধব্যক্তি। (চীৎকারস্বরে) মলুম্‌রে বাবাবে—আর বল্‌বো না বাবা। মুই কি ক'রে পেলুম, বল্‌ছি বাবা—মোরে আর মেরোনা। মোশাই গো! মুই জেতে জেলে।

২ নং চৌকি। ওরে ব্যাটা—তোর জেতের খবর কে জান্‌তে চাচ্চে রে।

নগরপাল। ওকে বাধা দিও না। আগাগোড়া সব বল্‌তে দাও।

বদ্ধব্যক্তি। আজ্ঞে কত্তা,—মুই পিত্তিদিন জাল বড়শী নিয়ে খালে বিলে মাছ ধ'রে—বোঝলেন্ কিনা!—বাজারে বিক্রী ক'রে—পরিবার পিত্তিপালন করি।

নগরপাল। খুব উঁচু দরের ব্যবসা বটে।

বদ্ধব্যক্তি। তা কত্তা যার যে ব্যবসা।— ওই যে কথায় বলে;—

"যে আছে যে কাজে বাবা, তাহাই তারে সাজে,
বাপ দাদাদের পেশা কেহ ছাড়তে নারে লাজে।
জেলেতে মছ্‌লি ধরে, লাঙ্গল ধরে চাষা,
আর যজ্ঞে-বামুন পশু মারে.—মুখে দয়া ঠাসা॥"

১ নং চৌকি। আরে চোরটা খুব রসিক দেখ্‌ছি যে।

২ নং চৌকি। হাড়কাঠে গেলেই সব রস গড়িয়ে প'ড়বে এখন।

নগরপাল। ও সব কথা রেখে দে, এখন কি ক'রে পেলি শীগ্‌গির বল্‌ দেখি।

বদ্ধব্যক্তি। আজ সকালে মুই শচীতীর্ত্তে এক ক্ষেপ'জাল ফেলেছিলুম, জাল ডাঙ্গায় টেনে দেখি, বড় একটা রুই মাছ প'ড়েছে। মনের মধ্যি বড্ড আহ্লাদ হ'লো। অতবড় মাছটা কেউ কিন্‌তি পারবে না ভেবে, কেটে ব্যাচবো মনে ক'রে প্যাট্‌টা চিরৃতি গিয়ে দেখি, মাণিকের মত কি একটা ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বল্‌তেছে। শেষে দেখি কিনা একটা আংটী। আর মোরে পায় কে? আংটীটি নিয়ে এইমাত্র বেণের দোকানে বেচ্‌তি গিয়েছিনু—আর কত্তাবাবা তোমরা এসে মোকে ধরুলে। এখন মোরে কাটতি হয় কাটুন, আর মারৃতি হয় মারুন—আসল কথা যা তা বল্লুম। মুই চুরি করিনি বাবা।

নগরপাল। (অঙ্গুরীয় আঘ্রান করিয়া) আংটীতে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—আর এ লোকটারও গা দিয়ে যে রকম আঁশটে গন্ধ বেরুচ্চে তাতে বোধ হ'চ্ছে ও নিশ্চয়ই জেলে—তার কোন ভুল নেই। কিন্তু এ যে সে জিনিস নয়,—মহারাজের আংটী। কে এখন গলায় ফাঁস নেবে বাবা?—চ'লো—ওকে আমরা রাজদরবারে নিয়ে যাই।

১ নং চৌকি। সেই ভাল—চল্‌রে ব্যাটা গাঁটকাটা কোথাকার—চল্‌।

[সকলের পরিক্রমন।

নগরপাল। দেখ'—তোমরা সিংহদ্বারে ওকে ধ'রে রাখ'—সাবধান যেন পালায় না। আমি ব্যাপারটা মহারাজকে জানিয়ে আসি। তিনি যেরূপ আজ্ঞা করবেন্, সেইরূপ করা যাবে।

২ নং চৌকি। যে আজ্ঞা মশাই। মহারাজ খুসী হ'য়ে নিশ্চয়ই বক্‌সিস্ দেবেন।

[নগরপালের প্রস্থান।

১ নং চৌকি। (ক্ষণিক অপেক্ষার পর) তাইতো,—কোতোয়াল মশায়ের আস্‌তে এত দেরি হ'চ্চে কেন?

২ নং চৌকি। রাজা রাজড়াদের কাজ। তাঁদের সঙ্গে কি শীগ্‌গির সাক্ষাত হয়? ফুরসত হ'লে তবে তো ডেকে পাঠাবেন। ততক্ষণ আমরা এই সিংদরজায় বসে হাই তুলি, আর দুটো খোস্‌ গল্প করি আয়।

১ নং চৌকি। সে কথা সত্য। দেখ্‌ তোকে বল্‌বো কি? এর গলায় ফুলের মালা পরিতে হাড়কাঠে নিয়ে যেতে আমার হাতটা যেন নিস্‌পিস্‌ ক'র্‌ছে।

[মারিতে উদ্যত।

বদ্ধব্যক্তি। মোরে মিনি দোষে আর মেরোনি বাবা—তোমাগার পায়ে গড় করি।

২ নং চৌকি। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) ঐ যে আমাদের কত্তা—রাজার হুকুম নিয়ে আসছেন। দেখ্‌চিস কি ব্যাটা! তোরে এখনি হয় শকুনি—নয় কুকুরের পেটে নিশ্চয়ই যেতে হবে।

নগরপাল। তোমরা ধীবরের বাঁধন খুলে দাও—ও চোর নয়। ও যা ব'লেছে বোধ হচ্ছে সবই সত্য।

১ নং চৌকি। যে আজ্ঞে—ছেড়ে দিচ্ছি।

২ নং চৌকি। আরে ব্যাটা যমালয়ে যেতে যেতে ফিরে এলো যে।

[ধীবরের বন্ধন মোচন।

বদ্ধব্যক্তি। (প্রণাম পূর্ব্বক) এখন কত্তা জেনেছেন তো, মোর পেশাটা কি?

নগরপাল। হাঁ! তুই জেলে বটে। এদিকে দ্যাখ্‌, মহারাজ আংটীটির মূল্য ধ'রে তোকে এই টাকা বক্‌সিস্‌ দিয়েছেন। একেই বলে ভাগ্য!—বলিহারি যাই! এই নে।

[অর্থদান।

বদ্ধব্যক্তি। কত্তা মোর উপর খুব অনুগ্‌গেরো ক'রেছেন।

১ নং চৌকি। অনুগ্রহ ব'লে অনুগ্রহ! শূল থেকে নামিয়ে একেবারে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দিয়েছেন! আবার অনুগ্‌গেরোর বাকী কি?

২ নং চৌকি। এতেই বোঝা যাচ্ছে, আংটীটা কি দামী জিনিস। নহিলে কি মহারাজ খপ্‌ ক'রে ওকে এত' টাকা বক্‌সিস্‌ দেন?

নগরপাল। দামী ব'লে যে অত টাকা দিয়েছেন তা আমার মনে হয় না। ঐ আংটীটা দেখে তাঁর যেন কোনও পূর্ব্বকথা স্মরণ হ'লো। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। আমাদের মহারাজ যদিও বড় রাশভারি লোক, কিন্তু আমি দেখলেম্ আংটীটা দেখেই তাঁর চোখ দিয়ে, ঝর্ ঝর্ ক'রে জল প'ড়তে লাগ্‌লো।

১ নং চৌকি। তা হ'লে একটা ভারি কাজ হ'য়েছে বল্‌তে হবে।

২ নং চৌকি। কাজ যদি কাহারও হ'য়ে থাকে, তবে ঐ জেলে ব্যাটারই হ'য়েছে।

[বদ্ধব্যক্তির প্রতি সলোভ দৃষ্টি।

বদ্ধব্যক্তি। মুই আর কি দে কত্তাদের তুষ্ট করবো! এর অর্দ্ধেক টাকা মোশাইরা নিন।

২ নং চৌকি। ভ্যালা মোর বাপ্! এই তো চাই।

নগরপাল। জেলে বড় সরস লোক হে।

চৌকি। তা আর বল্‌তে। এমন লোককে কিনা চোর ব'লে সন্দেহ করা যাচ্ছিল।

নগরপাল। দ্যাখ্—আজ থেকে তুই আমাদের বন্ধু হ'লি। চল্, এখন শুঁড়ির দোকানে গিয়ে সকলে একত্রে বন্ধুতা পাতান যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটী।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। অহো! এই কি আমার সেই অঙ্গুরীয়! এই অঙ্গুরীয়ইতো আমি স্বহস্তে প্রিয়ার অঙ্গুলীতে পরায়ে দিয়েছিলেম। হায়!—তবে কেন এতদিন বিস্মৃতিসাগরে ডুবে ছিলেম। কেন বিস্মৃত হ'লেম কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনা।

আহা! সে দিন প্রিয়া আমায় বুঝাবার জন্য কতই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার কেমন মতিচ্ছন্ন হ'য়েছিল আমার কিছুতেই স্মরণ হ'লো না। হায়! তাহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে ক'রে কত দুর্ব্বাক্যই না ব'লেছি—অহো! আমার ন্যায় নরাধমকে ধরণী কখনও বক্ষে ধারণ করেন নি। আমি মমতাশূন্য হ'য়ে তাঁহার প্রতি কি দুর্ব্যবহারই ক'রেছি।—(অঙ্গুরীয় বক্ষে ধারণ করিয়া)—রে পাষাণ হৃদয়! তুই এখন এই অঙ্গুরীয়স্পর্শে, কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ কর্।

মাধব্যের প্রবেশ।

মাধব্য। একি মহারাজ! আজ এমন বিষণ্নভাব দেখ্‌ছি কেন? অকস্মাৎ এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?

রাজা। সখে! আর কি ব'লবো? সেই ঋষিতনয়া শকুন্তলার কথা এখন সকলই মনে পড়ছে। ভাল—আমিই যেন বিস্মৃত হয়েছিলেম; তোমায় তো সমুদয় বলেছিলেম। তুমিও তো কোনও দিন শকুন্তলার কথা উত্থাপন কর'নি। তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হ'য়েছিলে?

মাধব্য। না মহারাজ! আমার দোষ নাই। আপনি সমস্ত কথা ব'লে, শেষে যে আবার বল্লেন—ও কেবল পরিহাস মাত্র। আমিও নির্ব্বোধ—সেই কথাই বিশ্বাস করেছিলেম। বিশেষতঃ আপনি যে দিন প্রত্যাখান করেন আমি আপনার নিকটে ছিলেম না। থাক্‌লেও, যাহা হয় ব'লতে পারতেম। যাহা ভবিতব্য, তাহা হবেই। যাক্—এখন আর সে কথা ভেবে কি ফল?

রাজা। কার দোষ দেব'? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আর যে আমার সহ্য হয় না।

মাধব্য। (স্বগত) আবার "শকুন্তলা" রোগে ধ'রলো দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ও কি কথা—ও কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। মহৎ ব্যক্তিরা কখনও শোকমোহে কাতর হন না। লঘু চিত্তেরাই শোকের ও মোহের বশীভূত হয়। যদি বায়ুবেগে উভয়ই বিচলিত হয় তবে বৃক্ষ ও পর্ব্বতে বিশেষ কি? ঝড় কি কখনও পর্ব্বতকে টলাতে পারে?

রাজা। তুমি যা ব'ল্‌ছো তা সত্য। আমি নিতান্ত অবোধ নহি। কিন্তু আমার মন কোনও ক্রমে প্রবোধ মানছে না। আমি প্রিয়ার প্রতি যেরূপ

দুর্ব্ব্যবহার ক'রেছি—তা মনে ক'রে আমার বক্ষে যেন শেল বিদ্ধ হ'চ্ছে। বিধাতা, হতভাগ্যের ললাটে যাহা অঙ্কিত ক'রে দিয়েছেন, কাহার সাধ্য তাহা রোধ করে? নতুবা আমার কেন এমন সর্ব্বনাশ সংঘটিত হ'লো! এখন আমার একে একে আদ্যোপান্ত সব মনে প'ড়েছে। সেই অনুপমা পতিপরায়ণা ঋষি-তনয়া—সেই শান্তিময় তপোবন—সেই মনোহর বেতসকুঞ্জ—সেই হরিণশিশুর জলপান—সেই মৃণালবলয়—সেই লতামণ্ডপ!—আর না—আর ব'লতে পারি না! কি নিষ্ঠুর—কি কঠোর হৃদয়! বুঝি বিধাতা—এই অভাগাকে আজীবন কাঁদাবার জন্যেই এরূপ ক'রেছিলেন। মরিলেও আমার এ দুঃখ যাবে না।

গীত।

কোথায় রহিলে প্রাণপ্রিয়ে! ত্যজিয়ে এ অভাগারে।
তব বিচ্ছেদ্‌দহন, সদা দহিছে জীবন,
হৃদয়েরি জ্বালা জানাব কাহারে॥
মণিহারা ফণী উন্মাদেরি প্রায়,
দশদিক' শূন্য হেরি সমুদয়;
কুহকিনী আশা না ছাড়ে আমায়,
প্রাণ যেতে চায়, রাখে আশা দিয়ে॥
নিরাশা রূপিণী ফণিনী দংশিছে,
হুতাশে আমার জীবন শুষিছে;
সুধাবরিষণে সুধাংশু হাসিছে,
বিষসম হায় দহে মম হিয়ে॥

মাধব্য। মহারাজ! করেন কি? ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। অত কাতর হবেন না। বৃথা আক্ষেপে ফল কি?

রাজা। বয়স্য! কি ব'লবো—অহো! হৃদয়—তুই বড় কঠিন উপাদানে গঠিত! নচেৎ এখনও বিদীর্ণ হচ্চিস্ না কেন'? বুঝেছি,—বুঝেছি। তুই যে অন্যায় কার্য্য ক'রেছিস্, এবং যে সব বিষমাখা বাক্য আমার মুখদিয়ে নির্গত

ক'রিয়েছিস্ তখন তোর অসাধ্য কি? ধিক্—আমাকে! ধিক্ আমার রাজ্য-শাসনে! আমি সত্যের অপলাপ ক'রেছি—গুরুজনের অবমাননা ক'রেছি—নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কলঙ্ক অর্পণ ক'রেছি। বয়স্য! আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাব না। নচেৎ আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘট্‌লো কেন?

মাধব্য। মহারাজ! একটু স্থির হ'ন। কোনও বিষয়ে নিতান্ত হতাশ হওয়া উচিত নয়। দেখুন এই অঙ্গুরীয় যে পুনরায় আপনার হস্তে আস্‌বে, এ কার মনে ছিল?

রাজা। (অঙ্গুরীয়ের প্রতি) অঙ্গুরীয়!—তুইও আমার মত হতভাগ্য। নতুবা প্রিয়ার কমনীয় অঙ্গুলীতে স্থান পেয়ে, কি নিমিত্ত সেই দুর্ল্লভ স্থান হ'তে ভ্রষ্ট হ'লি?

মাধব্য। মহারাজ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি। আংটীটি কি ক'রে মাছের উদরে গেল। আমার জান্‌তে বড় কৌতুহল হ'চ্চে।

রাজা। হায়! প্রিয়া তো বল্‌লে শচীতীর্থে স্নান করবার সময় অলক্ষ্যে তাহার অঞ্চল হ'তে জলে প'ড়ে গিয়েছিল। পতনকালে রোহিত মৎস্য আহারীয় ভেবে গ্রাস ক'রেছিল।

মাধব্য। হাঁ তা হওয়া সম্ভব বটে।

রাজা। এই অঙ্গুরীয়কে যথোচিত ভৎর্সনা করা উচিত। ওরে, তুই কি হতভাগ্য! প্রিয়ার কোমল করপল্লব ত্যাগ ক'রে তুই কি সুখে জলমগ্ন হ'লি? বোধ হয় তুই প্রিয়ার করে স্থান পেয়ে, আনন্দে আত্মহারা হ'য়েছিলি, তাই পতনকালে তোর চৈতন্য ছিল না! প্রিয়ে! আমি তোমায় অকারণ পরিত্যাগ ক'রেছি,—অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হচ্চে। একবার দর্শন দিয়ে প্রাণরক্ষা কর।

গীত।

কোথা গেলে প্রেয়সীর পাব আমি দরশন।
প্রেয়সী বিহনে মম দহিতেছে সদা মন॥

কি কহিব হায় হায়, বিনা দোষে অবলায়,
ত্যজেছি;—এ দুঃখ তায়, প্রাণে বাঁচিনে এখন॥

মাধব্য। (স্বগত) ইনিতো শকুন্তলা—শকুন্তলা ক'রে একেবারে উন্মত্ত হ'য়েছেন। ইদিকে যে আমি গরিব ব্রাহ্মণ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্চি। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! নিরাশ হবেন না। এক সময়ে না এক সময়ে সেই ঋষিতনয়ায় সঙ্গে মিলন হবেই। তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন বিশ্রামাগারে গিয়ে শ্রান্তি দূর করুন। আমিও চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

রাজা। সাক্ষাত প্রিয়ারে পেয়ে মোহবশে ত্যাগ ক'রলেম। সৌভাগ্যলক্ষ্মী আপনা হ'তেই আমার নিকট এসে উপস্থিত হ'য়েছিল। আমি তার প্রত্যাখ্যান ক'রেছি। আমি সম্মুখে সুশীতল জলপূর্ণ নদী ত্যাগ ক'রে এখন শুষ্ককণ্ঠ হ'য়ে মৃগতৃষ্ণিকায় প্রলুব্ধ হ'চ্ছি। মরীচিকায় পিপাসার শান্তি ক'রতে উদ্যত হ'য়েছি। উপস্থিত ত্যাগ ক'রে এখন অনুপস্থিতের প্রত্যাশা করা মূঢ়ের কর্ম্ম। ধিক্ আমাকে!

[নেপথ্যে]

ব্রহ্মহত্যা হ'লরে!—ব্রহ্মহত্যা হ'লো।

রাজা। এ যে বয়স্যের আর্ত্তস্বর শুন্‌ছি। অকস্মাৎ কি হ'লো? কে আছ ওখানে?

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। মহারাজ! আপনার বয়স্যের প্রাণসংশয়—তাকে রক্ষা করুন।

রাজা। ব্রাহ্মণকে কে পীড়ন ক'রছে?

কঞ্চুকী। মহারাজ! এক অদৃশ্য পুরুষ এসে মাধব্যকে ধ'রে প্রাসাদের উচ্চ চূড়ার উপর ল'য়ে গেছে। সেখান হ'তে পতনেই মৃত্যু হবে। তিনি সেই ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'র্‌ছেন। আপনি শীঘ্র গিয়ে তাকে রক্ষা করুন।

রাজা। ভয় নাই,—ভয় নাই! আমি এই যাচ্চি। কি! রাজপুরীর মধ্যেও ভূত প্রেতের উৎপাত! তা হ'তেও পারে, এখন সকলই সম্ভব।

[নেপথ্যে]

মাধব্য। মহারাজ! রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রাজা। ভয় নাই সখা,—ভয় নাই।

[নেপথ্যে]

মাধব্য। ভয় না ক'রে, কি করি বলুন। আমার ঘাড়টা ধ'রে আকগাছটার মত মট্ মট্ ক'রে ভাঙ্গছে—আর আমি ভয় ক'র্‌বো না!

মাতলি। উষ্ণ রক্ত তোর আজি সুখে করি পান,
হনন করিব তোরে শার্দ্দূল সমান।
আসুক দুষ্মন্ত রাজা ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ,
দেখিব কেমনে তোরে করে পরিত্রাণ ॥

রাজা। (সরোষে) কি এত বড় স্পর্দ্ধা! আমার নাম ক'রে এত বড় কথা ব'ল্‌চে। প্রেতাধম!—থাম্। এইবার তোকে যমালয়ে পাঠাচ্ছি। এখানে কে আছ? শীঘ্র আমার ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে এস।

ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রতীহারীর প্রবেশ।

রাজা। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টি করিয়া) একি!—কেহ কোথাও তো নাই!

[নেপথ্যে]

মাধব্য। গেলুম, গেলুম; রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমি আপনাকে দেখতে পাচ্চি, আপনি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। বিড়ালে ইঁদুর ধ'রলে ইঁদুরের যে দশা হয়, আমারও মহারাজ, সেইরূপ হয়েছে; বাঁচবার কোনও আশা নাই।

রাজা। (শত্রুর প্রতি) তুই মনে করেছিস্—মন্ত্রবিদ্যাবলে অলক্ষিত থেকে, আমার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পাবি—মনেও করিস্ না। মনে করেছিস্ ব্রাহ্মণের সঙ্গে একত্র আছিস্ ব'লে—পাছে ব্রহ্মহত্যা হয়,—এই ভয়ে তোকে মারুতে পারব' না।

বধ্যজনে বাছি' লবে এই মোর বাণ,
হংস যথা নীর ত্যজি ক্ষীর করে পান।

[বাণযোজনা।

মাতলি ও তৎপশ্চাৎ মাধব্যের প্রবেশ।

মাতলি। মহারাজের জয় হ'ক।

রাজা। (সবিস্ময়ে) একি! অকস্মাৎ মাতলি যে? কি সৌভাগ্য! দেবলোকের সব কুশল তো?

মাতলি। আজ্ঞা,—হাঁ মহারাজ!

মাধব্য। যে আমাকে যজ্ঞের পশুর মত প্রহার ক'রুলে, তাকে কিনা আপনি আদর ক'রে অভ্যর্থনা ক'রছেন। উত্তম যা হ'ক্।

মাতলি। দেবরাজ যে জন্য আমাকে প্রেরণ ক'রেছেন, তাহা নিবেদন করি। একদল দুর্দ্দান্ত দানব সুরলোকে ঘোর বিঘ্ন উৎপাদন ক'রুছে। সর্ব্বদা সকলেই দানবভয়ে ভীত। সুরপতি ব'লে পাঠিয়েছেন, রাজা দুষ্মন্ত ভিন্ন এই দুর্জ্জয় দানবগণকে কেহই দমন ক'রতে পারবে না। তাঁর সবিনয় প্রার্থনা,—আপনি কিছু কালের জন্য সুরলোকে গিয়ে দেবগণের বিঘ্ন নিবারণ করুন। তন্নিমিত্ত আপনাকে ল'য়ে যেতে তাঁহার রথ প্রেরণ ক'রেছেন।

রাজা। দেবরাজের নিকট এই সম্মান লাভ ক'রে আমি সবিশেষ অনুগৃহীত হ'লেম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—আপনি বয়স্যের প্রতি ওরূপ ব্যবহার ক'রছিলেন্ কেন?

মাতলি। কেন ক'রছিলেম—শুনবেন্। দেখলেম্ আপনি কোনও কারণে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছেন, আর খেদ ক'রছেন। এ সময়ে পাছে আপনি যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেন, সে জন্য যাতে আপনার ক্রোধ উত্তেজিত হয়, তাই ঐ উপায় অবলম্বন ক'রেছিলেম।

প্রজ্বলিত হয় বহ্নি ইন্ধন তাড়নে,
ফণী উঠে ফণা ধরি দলিলে চরণে।
সেইরূপ উত্তেজিত হ'লে বীরগণ,
তবেই মহিমা নিজ করেন ধারণ॥

রাজা। (মাধব্যের প্রতি) দেখ' বয়স্য, দেবরাজের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তুমি মন্ত্রিবরকে আমার নাম ক'রে বল'গে,—আমি কিছু দিনের জন্য দেবকার্য্যে চল্‌লেম। আমার অনুপস্থিতিতে তিনি যেন রাজকার্য্য ভালরূপে পর্য্যালোচনা করেন। আমি গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে ও সুররাজের সহায়তায় কার্য্যনির্ব্বাহ ক'রে, যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌বো।

মাধব্য। যে আজ্ঞা মহারাজ! আমি এখনই গিয়ে তাঁকে নিবেদন ক'রছি।

[প্রস্থান।

মাতলি। মহারাজ! আর কালবিলম্বে নিষ্প্রয়োজন। রথে আরোহণ করুন।

[সকলের প্রস্থান।



সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আকাশ পথ—হেমকূট পর্ব্বত প্রদেশ।

রাজা ও মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। মহারাজ! আপনার প্রভাবেই আজ এই স্বর্গরাজ্য নিষ্কণ্টক হ'লো। এই মহোপকারের জন্য দেবরাজ আপনার নিকট চিরঋণী রহিলেন।

রাজা। আমি দেবরাজের সামান্য আদেশ পালন ক'রেছি মাত্র। কিন্তু তিনি আমাকে যেরূপ সম্মান ক'রেছেন তাহাতে আমি কৃতার্থ হ'য়েছি। বিদায় কালে তিনি আমার যেরূপ সমাদর ক'রেছিলেন তাহা আশাতীত। তিনি সমস্ত দেবতাদের সম্মুখে নিজ গলা হ'তে হরিচন্দনলাঞ্ছিত মন্দারমালা আমার গলায় পরায়ে দিয়ে, আমার উপবেশনের জন্য তাঁর অর্দ্ধেক আসন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মাতলি। মহারাজ! আপনি তাঁর যে উপকার ক'রেছেন, তার জন্য তাঁর নিকট আপনার কি না প্রত্যাশা করা যায়?

রাজা। মাতলি! রথ এখন কোন্ স্থানে উপস্থিত হ'য়েছে। এখানে এসে আমার মন বড় প্রসন্ন হ'লো।

মাতলি। আমরা এখন মেঘরাজ্যে এসে প'ড়েছি। অদূরে হেমকূট গিরিশ্রেণী—তাপসদের সিদ্ধিক্ষেত্র। সুরাসুরগুরু মহর্ষি মারীচের আশ্রম আর দূরবর্ত্তী নহে।

রাজা। সত্য না কি? তবে শীঘ্র রথচালনা কর। মহর্ষিকে সন্দর্শন ক'রে আত্মাকে পবিত্র করি।

মাতলি। মহারাজ! আমরা এইবার আশ্রমপ্রদেশে প্রবেশ ক'রলেম। এখন আপনি রথ হ'তে অবতরণ ক'রে, এস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন। মহর্ষি এখন কি কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন,—সবিশেষ জেনে এসে, আপনাকে নিবেদন ক'রছি।

[মাতলির প্রস্থান।

রাজা। এখানে তো অভীষ্টসিদ্ধির কোনও সূচনা দেখছি না, তবে কেন আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হ'চ্চে! এই পূণ্যভূমি তপোবনে সেরূপ অভীষ্টলাভের সম্ভাবনা কোথায়?

[নেপথ্যে]

ওরে! দুরন্তপানা করিস্‌নে। তোর এই দুরন্তস্বভাব
প্রকাশ না ক'রে কোথাও বুঝি স্থির
হ'য়ে থাকতে পারিস্‌নে!

রাজা। (অগ্রসর হইয়া) এতো অবিনয়ের স্থান নহে। তবে কাহাকে না জানি এরূপ নিষেধ ক'রছে। একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাক্। (সবিস্ময়ে) একি! একটি বালক!—না জানি বালকটি কার? দুইজন তাপসকন্যা সঙ্গে আছেন, তবু কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারছে না। তপোবনের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ঐ বালক সিংহশিশুর জটা ধ'রে টানাটানি ক'রছে,—সিংহশাবক স্থির হ'য়ে সেই অত্যাচার সহ্য ক'রছে।

তপস্বিনীদ্বয়েব সহিত বালকের প্রবেশ।

শিশু। (সিংহশিশুকে জড়াইয়া ধরিয়া)—হাঁ করুনা সিঙ্গী—হাঁ করুনা। হাঁ কর, তোর দাঁত গুণি।

১ম তাপসী। দুরন্ত ছেলে, কেন ওকে বিরক্ত করছিস্। তোর দুরন্তপনা দিন দিন বাড়ছে দেখছি। সাধে ঋষিরা তোর সর্ব্বদমন নাম রেখেছেন।

রাজা। (স্বগত) এই শিশুটিকে দেখে, আমার ঔরসজাত পুত্রের মত কেন ওর প্রতি স্নেহ হ'চ্ছে? বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান ব'লে, যে কোনও শিশু দেখলেই আমার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয়।

২য় তাপসী। আমাদের কথা শোন্। ক্ষান্ত হ'। সিংহের বাছাকে ছেড়ে দে—ও আপনার মার কাছে যাক্। তুই যদি ওকে না ছাড়িস্ তবে সিংহী এসে এখনই তোকে কামড়াবে।

শিশু। (অধর দংশন করিয়া)—উঃ! তবে তো আমার ভারি ভয়। কৈ,—আসুক না সিংহী।



াপসী। সিংহের বাছাকে ছেড়ে দে—ও আপনার মার কাছে যাক।

৮০ পৃ।

১ম তাপসী। সিংহের বাছাটিকে ছেড়ে দে, বাছা। আমি তোকে আর একটা খেলনা এনে দিচ্ছি।

শিশু। (হাত বাড়াইয়া)—কৈ দাও।

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এই বালকের হাতে রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

শিশু। তোমরা খেলনা দিলে না। তবে আমি একে ছাড়বো না।

২য় তাপসী। সখি! ও শুধু কথায় ভোল্‌বার ছেলে নয়। তুমি কুটীরে গিয়ে ঋষিকুমারদের যে মাটীর ময়ূরটি আছে সেইটি নিয়ে এস' দেখি।

১ম তাপসী। আচ্ছা,—আমি সেইটি এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

শিশু। (হাস্য করিয়া) ততক্ষণ আমি এর সঙ্গে খেলা করি।

রাজা। (স্বগত) আহা এই অপরিচিত শিশুকে কোলে করতে আমার মন কেন এত আকুল হ'চ্ছে। আহা! যাহার এই পুত্র, সে একে কোলে ল'য়ে যখন এর মুখচুম্বন করে—যখন এর মৃদুমধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে—তখন সে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না জানি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতিলাভ করে। আমি অতি হতভাগ্য!—সংসারে এসে, এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলেম। এ জন্মের মত আমার সে আশা নির্ম্মূল হ'য়েছে।

২য় তাপসী। ভারি দুরন্ত ছেলে—কিছুতেই কথা শুনছে না। এখানে ঋষিকুমারদের কেহ আছ কি? (রাজার দিকে দৃষ্টি করিয়া)—মহাশয়! আপনি যদি এই বালকটির হাত থেকে, সিংহের বাচ্ছাটিকে ছাড়িয়ে দেন।

রাজা। (নিকটে আসিয়া) ওহে ঋষিকুমার! তুমি কেন তপোবন-বিরুদ্ধ কার্য্য করছো। মুনিকুমার হ'য়ে, এরূপ কার্য্য করা তোমার ভাল দেখায় না।

২য় তাপসী। মহাশয়! এই শিশুটি ঋষিকুমার নয়।

রাজা। বালকের আকার প্রকার ও আচরণ দেখে আমারও বোধ হ'চ্ছে ঋষিকুমার নয়। কিন্তু এস্থানে ঋষিকুমার ব্যতীত অন্য বালকের সমাগম সম্ভাবনা নাই, এই জন্যই আমি এরূপ বোধ ক'রেছিলেম। (সিংহশাবককে শিশুর হস্ত হইতে ছাড়াইয়া)—(স্বগত) আহা! পরপুত্রের গাত্র স্পর্শ ক'রে

আমার এরূপ সুখানুভব হ'চ্ছে। যাহার পুত্র– না জানি—সে ব্যক্তি একে স্পর্শ ক'রে কি অনুপম সুখই অনুভব করে।

২য় তাপসী। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

রাজা। আর্য্যা! কিসে আপনার এত আশ্চর্য্য বোধ হ'চ্ছে।

২য় তাপসী। এই শিশুটি অনেকটা আপনার মত দেখ্‌তে। আর দেখুন,—অচেনা লোক ব'লে আদৌ ভয় ক'রছে না। আপনার কথায় কেমন সুস্থির হ'য়ে আছে।

রাজা। এই বালক যদি মুনিকুমার না হয়, তবে এর কোন বংশে জন্ম? কার হৃদয়নিধি এই তপোবনে ঋষিকুমারের ন্যায় পালিত হ'চ্ছে?

২য় তাপসী। মহাশয়। এ পুরুবংশীয়।

রাজা। (স্বগত) যে বংশে আমি জন্মেছি, ইহার সেই বংশে জন্ম! তাই বোধ হয় তাপসী শিশুটির আকৃতিতে কতকটা আমার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পেয়েছে। (প্রকাশ্যে) এ দেবভূমি!—মানবের অবস্থিতির স্থান নহে। বালক কি সূত্রে এখানে এল'?

২য় তাপসী। আপনি যা বলচেন্ তা ঠিক কথা। এস্থান মানবের অগম্য। এ বালকের জননী অপ্সরাসম্পর্কে দেবগুরু মারীচের তপোবনে এসে এই পুত্র রত্নটি প্রসব ক'রেছেন।

রাজা।, (স্বগত) আশ্চর্য্য! কথাটা শুনে মন বড় বিচলিত হ'লো। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! তিনি কোন রাজর্ষির পত্নী?

২য় তাপসী। যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে, তার নাম মুখে আন্‌তেও পাপ স্পর্শ করে।

রাজা। (স্বগত) এ কথা অনেকটা আমাকেই তো লক্ষ্য ক'রছে। আমিই তো এই তিরস্কারের পাত্র। ভাল—এর মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি না কেন? না—না—পরস্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা ভদ্ররীতি নহে।

ময়ূর হস্তে প্রথমা তাপসীর প্রবেশ।

১ম তাপসী। সর্ব্বদমন! দেখ,—কেমন শকুন্তলাবণ্য দেখ।

শিশু। (সোৎসুকে দৃষ্টি করিয়া)—কৈ, কৈ, আমার মা কোথায়?

১ম তাপসী। না বাছা। তোর মা এখানে আসেনি। এই ময়ূরটি কেমন সুন্দর দেখ্‌তে, তাই আমি বল্‌ছি।

শিশু। দেখি, দেখি,—মাটির ময়ূরটি তো বেশ।

[ময়ূর গ্রহন।

রাজা। (স্বগত) এর মায়ের নাম "শকুন্তলা" নয় তো ? কিন্তু ঐ নাম তো আরও অনেকের থাক্‌তে পারে। কি আশ্চর্য্য! উত্তরোত্তর সকল কথাই আমার সম্বন্ধে মিল্‌ছে। অথবা,—আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হ'চ্ছি। নামের সাদৃশ্য শুনে, মনে মনে বৃথা আন্দোলন ক'রছি।

১ম তাপসী। (উদ্বেগের সহিত) ওমা! ওর হাতের রক্ষাকবচ কোথায় প'ড়ে গেল ? দেখ্‌তে পাচ্ছিনে তো।

রাজা। এই যে,—কবচটি এখানে পড়ে রয়েছে। সিংহশাবককে টানাটানি কর্‌বার সময়, বোধ হয় হাত হ'তে প'ড়ে গিয়ে থাক্‌বে।

[উঠাইতে উদ্যত।

২য় তাপসী। ওটা হাতে করবেন্ না, হাতে করবেন্ না। (বিস্মিতভাবে) ওমা! আপনি হাতে তুলে নিয়েছেন যে!

[দুই তাপসীতে পরস্পর মুখাবলোকন।

রাজা। ওটি স্পর্শ কর্‌তে আপনারা কেন আমাকে নিষেধ ক'রছিলেন ?

১ম তাপসী। শিশুর জাতকর্ম্মের সময় মহর্ষি মারীচ "অপরাজিতা" নামে ঐ কবচটি হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। ওর গুণ এই,—ভুমিতে প'ড়ে গেলে বাপ মা ছাড়া কেহ হাতে ক'রে তুলতে পারবে না। যদি কেহ তোলে, তা হ'লে তখনই সর্প হয়ে তাকে দংশন করে।

রাজা। আপনারা স্বচক্ষে কখনও সেরূপ দেখেছেন কি ?

২য় তাপসী। হাঁ,—কতবার দেখেছি।

রাজা। (স্বগত) তবে তো আমার সকল আশাই পূর্ণ হ'লো। (প্রকাশ্যে) আজ বোধ হয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। আহা! আজ আমার কি আনন্দের দিন। এত দুঃখের পর বুঝি সুখোদয় হ'লো!

[শিশুকে আলিঙ্গন।

২য় তাপসী। (অপরা তাপসীকে) চ'লো, আমরা দুজনে গিয়ে শকুন্তলাকে এই ঘটনা জানাইগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

শিশু। (রাজার প্রতি) আমাকে ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। আমিও মার কাছে যাব।

[যাইতে উদ্যত।

রাজা। চল' বৎস! আমরা দুজনে একত্র গিয়ে তোমার মাকে করিগে।

শিশু। তুমি কে?—তুমি তো বাবা নও; রাজা দুষ্মন্ত তো আমার বাবা।

রাজা। এই প্রতিবাদে আমার সব সন্দেহ দূর হ'লো। আর কোনও সন্দেহই নাই।

[পরিক্রমণ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবনে প্রাঙ্গন—মারীচের আশ্রম।

মলিনবেশা শকুন্তলার প্রবেশ।

শকুন্তলা। (স্বগত) একজন অপরিচিত লোক এসে রক্ষাকবচটি হাতে ক'রে তুলেছে, অথচ কবচটির রূপান্তর হয়নি। কি আশ্চর্য্য! যাহাই হ'ক—আমি আর সুখের প্রত্যাশা করি না।

রাজা। (শকুন্তলাকে দেখিয়া স্বগত) আহা, এই কি আমার সেই শকুন্তলা! মলিনবেশা,—আলুলায়িতকুন্তলা,—বিরহে জীর্ণশীর্ণকলেবরা!—একেবারেই বিবর্ণা হ'য়ে গেছে। চিনিতে পারা যাচ্ছে না।

গীত।

ছিল যে আনন বালার্ক কিরণ সম,
মোহিত মুনির মন, নাহিক সে শোভা হেন।

বিরলে বসিয়ে বিধি, গড়েছিল হেন নিধি,
আমি যে পাষাণহৃদি, করিনু তায় অযতন।

যে দেহে ছিল বরণ, হেম জিনি সুবরণ,
হ'য়েছে কেন এমন!

নলিনী মলিনী হায়, নীহার পতনে যেন!

শকুন্তলা। (স্বগত) ইনি কি আমার আর্য্যপুত্র! কিন্তু রক্ষাকবচ থাক্‌তে একজন অজানিত লোক এসে, আমার বাছার গা স্পর্শ ক'রবে কি সাহসে? আর কবচও রূপান্তর হয় নাই।

শিশু। (মার নিকটে আসিয়া) মা দেখ্—ময়ূরটি কেমন সুন্দর! (ক্ষণিক পরে) ও কে মা? ওকে দেখে তুই কাঁদছিস্ কেন?

রাজা। (স্বগত) প্রিয়ার প্রতি আমি কত নিষ্ঠুর আচরণ ক'রেছি, তার পরিণাম যে এরূপ সুখের হবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। প্রিয়া কি আমাকে চিনিতে পেরেছে?

শকুন্তলা। (স্বগত) হৃদয়! আশ্বস্ত হও। আমার উপর দৈব বুঝি আবার প্রসন্ন হ'য়েছেন। ইনি নিশ্চয়ই আমার আর্য্যপুত্র।

শিশু। ও কে মা? ও আমাকে "বৎস" ব'লে আদর ক'রছিল'।

শকুন্তলা। (গদ্‌গদ্ স্বরে) ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিস্‌নে—তোর ভাগ্যদেবতাকে জিজ্ঞাসা কর্।

রাজা। প্রিয়ে!—আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার ক'রেছি তাহা বল্‌বার নয়। সে সময় আমার কি এক মোহ ও মতিচ্ছন্ন ঘটেছিল' তাই অকারণে তোমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেম। আবার যে তোমার দর্শন পাব আমার সে আশা ছিল না।—হায়! আবার যে এই অসম্ভাবিত মিলন হবে—

পরিণাম যে এরূপ সুখের হবে,—তাহা আমি মনেও করি নাই। প্রিয়ে, এই অধমের অপরাধ মার্জ্জনা কর'।

শকুন্তলা। আর্য্যপুত্র! নাথ! প্রাণেশ্বর!—সুখে থাক'—তোমার সকল কামনা পূর্ণ————

[পতন ও মূর্চ্ছা।

গীত।

আমরি! হায়, হায়, জ্বালা যে সহেনা।
হেরে মুখ, ফাটে বুক, দেহে প্রাণ আর রহে না॥

বিমল কমল আঁখি, আজ কেন মলিন দেখি,
উঠ প্রিয়ে শশীমুখী, ধরাশয্যা সাজে না॥

নিন্দিয়া বীণার ধ্বনি, ও মুখের মধুর বাণী,
কতদিন নাহি শুনি, প্রবোধ মন মানে না॥

কি ক'রে হায়, প্রাণ ধ'রে, ছিলে ভুলে অভাগারে,
এস প্রিয়ে ত্বরা করে, ধৈরয আর রহে না॥

রাজা। ওঠ ওঠ—জীবিতেশ্বরী! আর এ কষ্ট সহ্য হয় না। সোণার কমল ধূলায় ধূসরিত—আর দেখ্‌তে পারি না। এই জীর্ণশীর্ণ কাঙ্গালিনী বেশ নয়নে যেন শূল বিদ্ধ ক'র্‌ছে। অন্যায় অবিচারে,—নৃশংস ব্যবহারে,—কোমল প্রাণে কতই যাতনা দিয়েছি। এখন সব ভুলে যাও। সে পাপের অনেক প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। না জানি কি ভাগ্যবশতঃ মোহ অন্তে আজ তোমাকে পুনরায় লাভ ক'রলেম্‌।

শকুন্তলা। (উত্থান করিয়া) আর্য্যপুত্র! তোমার দোষ নাই। সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। এত দিনের পর দুঃখিনীকে যে স্মরণ করেছ', তাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হ'য়েছে। নাথ! তুমি যে দুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ ক'রবে সে আশা ছিল না। তোমার ভ্রান্তি যে ঘুচেছে, সেই পরম সৌভাগ্য।—এই দুঃখিনীকে আবার কি রকমে স্মরণ হ'লো?

রাজা। আমার হৃদয়ের সকল বেদনা দূর হ'য়েছে। এখন তোমাকে সমস্ত কথা ব'ল্‌ছি। এস',—তোমার চক্ষের জলধারা মুছিয়ে দিয়ে সকল জ্বালা দূর করি।

[রাজা কর্ত্তৃক শকুন্তলার অশ্রুমোচন।

প্রিয়ে! তুমি যে অঙ্গুরীয় দেখাতে পার'নি—সেইটি আমার হাতে পড়াতে, আমার সকল কথা স্মরণ হ'লো। এই সেই অঙ্গুরীয়।

[অঙ্গুরীয় প্রদর্শন।

শকুন্তলা। আর আমার ও অঙ্গুরীয়তে কাজ নাই। ঐ অঙ্গুরীয়ই যত অনর্থের মূল;—ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক। আমি আর ওকে বিশ্বাস করি না। নাথ! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে আজ যদি পতির পুনর্দ্দশন পেলেম—এত যে কষ্ট পেয়েছি,—এত যে দুঃখভোগ ক'রেছি—সে সব আর কষ্ট ব'লে মনে হ'চ্ছে না। তোমার পা দু'খানি হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ত প্রীতিপুষ্প দিয়ে পূজা ক'রেছি—সেই পুণ্যে বুঝি, বিধাতা সদয় হ'য়ে পুনরায় মিলিয়ে দিলেন। যখন প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে, দুঃখের আবেগে সে সময় কত অকথ্য ব'লেছি—নিজগুণে দাসীর সে অপরাধ ক্ষমা কর'।

[পদযুগল ধারণ।

গীত।

দুঃখনিশি বুঝি আজি হল' অবসান।
তাই মোরে প্রাণনাথ দিলে দরশন॥

প্রণয়ের অপমানে, যে ব্যথা পেয়েছি প্রাণে,
সাক্ষী রবিশশী সনে অনন্ত গগণ॥

একান্ত অধিনী ব'লে, তাই নাথ নানা ছলে,
এ দারুণ দুঃখ দিলে করিয়া বর্জ্জন॥

স্বপনেও কভু মনে, ভাবি নাই এ কাননে,
হেরিয়ে ও চন্দ্রাননে, জুড়াব জীবন॥

অভাগীর হারানিধি, মিলাইল আজি বিধি,
জুড়াই তাপিত হৃদি, পূজি ও চরণ॥

মাতলির প্রবেশ।

মাতলি। মহারাজ! ভাগ্যবলে এত দিনের পর ধর্ম্মপত্নীর সহিত মিলন হ'লো—পুত্রমুখ দর্শন ক'রলেন—এর অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? মহর্ষি মারীচ আপনাদের মিলন সংবাদ পেয়ে, বড় প্রীত হ'য়ে, এই দিকে আস্‌ছেন। তাঁকে দর্শন করবার জন্য প্রতীক্ষা করুন।

রাজা। প্রিয়ে! তুমি পুত্রকে কোলে লও। তোমার সঙ্গে একত্র হ'য়ে মহর্ষির চরণ দর্শন ক'রে, আত্মাকে পবিত্র করি।

শকুন্তলা। নাথ! ক্ষমা কর। তোমার সঙ্গে একত্র গুরুজনের নিকট যেতে আমার কেমন লজ্জা বোধ হ'চ্ছে।

রাজা। না—না—প্রিয়ে! তাতে লজ্জা কি? শুভ সময়ে এরূপ আচরণই প্রশস্ত। এস' আমরা প্রস্তুত হ'য়ে থাকি।

মহর্ষি মারীচের প্রবেশ।

মাতলি। মহারাজ! দেখুন দেবতাদের জনক মহর্ষি মারীচ স্নেহদৃষ্টিতে আপনাদের দেখ্‌তে দেখ্‌তে এদিকে অগ্রসর হ'চ্চেন।

রাজা। (মহর্ষির প্রতি) ভগবন্! আমি দেবরাজের সেবক,—আপনার চরণে দাসানুদাস দুষ্মন্ত,—আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণাম করণ।

মারীচ। বৎস! চিরজীবি হ'য়ে অপ্রতিহত প্রভাবে ভূমণ্ডলে একাধিপত্য কর।

শকুন্তলা। ভগবন্! পুত্রের সহিত আমিও আপনার চরণবন্দনা করি।

[প্রণাম করণ।

মারীচ। বৎসে! ইন্দ্রসম পতিলাভ ক'রেছ—জয়ন্তসদৃশ পুত্র পেয়েছ—তোমাকে অন্য আশীর্ব্বাদ আর কি ক'রবো? শচীর ন্যায় রাজরাণী হ'য়ে কালযাপন কর। বাছা! তোমাদের মিলনে বড় সুখী হ'লেম। পতির আদরিণী হও,—তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হ'বু—উভয় কুলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

রাজা। আমাদের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। ফল ফলিবার পূর্ব্বেই কুসুম ফুটে,—জল ঝরিবার পূর্ব্বেই মেঘের উদয় হয়,—কিন্তু আপনি মনস্কামনা সিদ্ধ ক'রে পরে দর্শন দিলেন,—প্রার্থনার পূর্ব্বেই ফল বিতরণ ক'রলেন। ভগবন্! আমি মৃগয়াপ্রসঙ্গে তপোবনে উপস্থিত হ'য়ে ইহাকে গান্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ ক'রেছিলেম। কিছুদিন পরে, আমার স্মৃতি বিলুপ্ত হওয়ায়, উঁহাকে চিনিতে না পেরে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেম। সে জন্য মহর্ষি কণ্বের ও আপনাদের শ্রীচরণে আমি যারপরনাই অপরাধী হ'য়েছি। কৃপা ক'রে, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। শেষে—এই অঙ্গুরীয়টি পেয়ে আমার সমস্ত স্মরণ হ'য়েছে। ব্যাপার বড় বিস্ময়-জনক ব'লে মনে হ'চ্ছে।

মারীচ। বৎস! তুমি সেজন্য দুঃখিত হ'য়ো না। তোমার অনুমাত্র অপরাধ নাই। তোমার চিত্তমোহ হবারই কথা। তুমি তপোবন হ'তে আসবার পর, দুর্ব্বাসামুনি কুটীরে এসে উপস্থিত হন। শকুন্তলা তোমার বিরহে বাহ্যজ্ঞানশূন্যা হ'য়ে তাঁহার সৎকার করে নাই। তাঁহার শাপেই এরূপ চিত্তমোহ ঘটেছিল। অভিজ্ঞানস্বরূপ অঙ্গুরীয় দর্শনে সব স্মরণ হ'য়েছে। ইহার জননী মেনকা অপ্সরাতীর্থ হ'তে ফিরে আসবার সময়, দুহিতার কাতরবিলাপ শুনে উঁহাকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।

রাজা। ভগবন্! আমার হৃদয়ের মোহান্ধকার দূর হ'লো। এখন আমি সকল অপরাধ হ'তে মুক্ত হ'লেম।

শকুন্তলা। (স্বগত) আমার অদৃষ্টে ছিল,—তাই আর্য্যপুত্র আমাকে ত্যাগ ক'রেছিলেন। তাহা না হ'লে এমন মহৎ হৃদয় কেন অকারণে পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রবেন? ঐ শাপই আমার সর্ব্বনাশের মূল! এই জন্যই তপোবন হ'তে বিদায়কালে সখীরাও ব'লেছিল—যদি তোমাকে দেখে রাজার স্মরণ না হয়, তবে ঐ অঙ্গুরীয়টি তাঁকে দেখাইও। আর্য্যপুত্র যে আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, আজ সে মর্ম্মভেদী দুঃখের শান্তি হ'লো।

মারীচ। বৎসে! এখন তো সব অবগত হ'লে। আর তোমার পতির উপর অসন্তোষের কোন কারণ নাই। শাপবশে ভ্রান্ত হ'য়ে নিষ্ঠুরভাবে স্বামী তোমাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেন। এখন শাপমোচন হওয়াতে তুমি তাঁহার পত্নীরূপে পুনরায় গৃহীতা হ'লে। দর্পণের কায়া মলিন হ'লে তাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না—কিন্তু বিশুদ্ধ নির্ম্মল দর্পণে সহজেই ছায়া পড়ে।

রাজা। ভগবন্! আপনি যাহা ব'ললেন তাহা অতি যথার্থ কথা।

মারীচ। বৎস! তুমি পুত্রকে যথাবিধি অভিবাদন কর। আমরা বিধি-মতে উহার জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন ক'রেছি। এই পুত্র ভবিষ্যতে রাজচক্রবর্ত্তী পদ-লাভ ক'রবে—সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হবে। এখনই উহার দেহ তেজে পরিপূর্ণ,—জীবজন্তুকে অনায়াসে দমন করে। একারণ,—তাপসেরা উহার "সর্ব্বদমন" নাম রেখেছে।

রাজা। আপনি যখন এই বালকের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার ক'রেছেন, তখন উহার নিকট হ'তে কি না আশা করা যায়? শকুন্তলার সৌভাগ্যের কথা মহর্ষি কণ্বকে ব'লে পাঠান কর্ত্তব্য।

শকুন্তলা। ভগবন্! আমারও তাই ইচ্ছা।

মারীচ। তিনি তপঃপ্রভাবে সবই জান্‌তে পেরেছেন। তাঁকে ব'লে পাঠান বাহুল্যমাত্র। তথাপি এই আনন্দের সংবাদ তাঁকে ব'লে পাঠান আমাদের কর্ত্তব্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে) ওখানে কে উপস্থিত আছ?

শিষ্যের প্রবেশ।

শিষ্য। ভগবন্! কি আদেশ হয়?

মারীচ। পুত্রবতী শকুন্তলার শাপমোচন হওয়ায় দুষ্মন্তের স্মৃতিলাভ হ'য়েছে, এবং তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ ক'রেছেন।—সুখের মিলন হ'য়েছে। তুমি মহর্ষি কণ্বকে এই শুভসংবাদ দিবার জন্য এখনই যাত্রা কর।

শিষ্য। যে আজ্ঞা, গুরুদেব! আমি এখনই যাত্রা করিগে।

[প্রস্থান।

মারীচ। (রাজার প্রতি)—বৎস! তুমিও পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে রাজধানীতে প্রতিগমন কর। আশীর্ব্বাদ করি—তুমি উহাদের ল'য়ে চিরজীবি হ'য়ে সুখসম্পদে কালযাপন এবং লোকপূজ্য হ'য়ে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন কর। তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হ'ক্।

রাজা ও শকুন্তলা। ইহা অপেক্ষা আর কি শুভবাসনা থাকতে পারে? আপনার আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরোধার্য্য। আমরা উভয়ে আপনার চরণবন্দনা ক'রে বিদায় হই।

মারীচ। স্বস্তি!—স্বস্তি!—স্বস্তি!

গীত।

মরি কি আনন্দ আজি, মন প্রাণ মোহিল!
বিরহ আঁধার নাশি, সুখরবি উদিল॥

ভ্রান্তি কুহক দূরে গেল, সত্যালোক প্রকাশিল,
মধুর মিলন কিবা, দশদিক উজলিল!

পুরুকুল শিরোমণি, সে দুষ্মন্ত নৃপমণি,
শকুন্তলা রাজরাণী বামে কিবা শোভিল॥



পুষ্পবৃষ্টি ও দুন্দুভিধ্বনি।

[সকলের প্রস্থান।



সমাপ্ত।

শকুন্তলা গীতাভিনয় সম্বন্ধে

বিদ্বজ্জনগণের ও সংবাদপত্রের অভিপ্রায়।

ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের বিচারপতি

স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় লিখিয়াছেন।

কল্যাণবরেষু— নারিকেলডাঙ্গা, ২০শে ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

আপনার প্রদত্ত "শকুন্তলা-গীতাভিনয়" নামক পুস্তকখানি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি। আপনারা 'শকুন্তলাকে" যেরূপে বঙ্গভাষা পরিচ্ছদে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করিয়াছেন, "শকুন্তলার" সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। তাহা মূলের সৌন্দর্য্যের গুণে অনেকটা বটে, কিন্তু পরিচ্ছদের গুণেও কতকটা, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। গ্রন্থখানি সুন্দর হইয়াছে এবং বঙ্গসাহিত্যসমাজে ইহা অবশ্যই সমাদৃত হইবে।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগুরুদাস বন্দোপাধ্যায়।

মাননীয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন।

সবিনয় নিবেদন। শান্তিধাম, ৯ আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

"শকুন্তলা গীতাভিনয়" খানি বেশ হইয়াছে। গানগুলি সুন্দর ও মধুর সুর-সংযোগে উহার অভিনয় ভালই হইবে। * * *

ভবদীয়

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কদমতলা, চুঁচড়া। ১৩২৩, ভাদ্রসংক্রান্তি।

প্রবীন সাহিত্যরথী শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন।

আপনাদের "শকুন্তলা গীতাভিনয়" পাইয়া ধন্য হইলাম। * * প্রকৃত মন্তব্য লেখা সহজ নয়। * * * মুক্তান্তঃকরণে বলিতে পারি, আপনারা অতি সুললিত গদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। গানগুলিও সুন্দর। সেই জন্য ধন্যবাদ দিতেছি।

মঙ্গলাকাঙ্খী

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

Tagore Castle.—7th September 1916.

My dear Sir,

Many thanks for the copy of the Sakuntala Gitavinoy which you were kind enough to send me a few days ago. I have had a glance through each page and so far as I have been able to judge, the plot appears to be of a too high order to be appreciated by readers of average education and intelligence.

Yours Sincerely.

P. TAGORE.

Amrita Bazar Patrica.—29th September, 1916.

"Sakuntala"—an adaptation in Bengali of Kalidas's immortal drama, edited by Bábu Sitanath Basu and Babu Pramathanath Biswas.

Old Kalidasa will never grow old, nor pall on the taste of the reader or jar on the aesthetic faculty of the play-goer, Apart from its adaptability to the purposes of the Stage, it was indeed written expressly for a private stage where it was boarded. The book before us retains in a very large measure the spirit of the original, which for a translation is saying a great deal.

In this connection, it is hardly hazardous to opine that the Bengali stage with its plethora of new plays will do nothing amiss, if it leads the way to a healthy revival of the dramas of India's own and the world's immortal favorite, and we could confidently point to Messrs Basu and Biswas's Sakuntala in Bengali, as one of the few pieces that could be appropriately chosen.

The edition has been most careful and thorough throughout, the adaptation judicious, while the songs are little gems of beauty, pleasing to the ear and having hidden worth within. An introduction by the learned Pandit Tarakumar Kaviratna enhances considerably the value of the book.

The book is well-printed and well got-up, and those who are ignorant of Sanskrit but would like to have a good taste of the flavour of Kalidasa's masterpiece in Bengali, could be safely advised to buy a copy.

বঙ্গবাসী—৭ই আশ্বিন, ১৩২৩ সাল।

"শকুন্তলা" গীতাভিনয়ে বহু স্থানে আলোচ্য গ্রন্থের যশোবিস্তার হইয়াছে। না হইবে কেন? গ্রন্থ পড়িয়া যখন আনন্দলাভ হয় তখন ইহার অভিনয় দেখিলে এবং সরল সরস ভাষায় রচিত সুন্দর সুরলয়ে গঠিত গান শুনিলে কিরূপ আনন্দ হইতে পারে তাহা সহজে অনুমেয়। নাটকের মূল তত্ত্বটী অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আলোচ্য গ্রন্থখানিকে সত্য সত্য সাধারণের উপভোগ্য করা হইয়াছে। লাভ অনেক প্রকারে;—যাহারা মূল সংস্কৃত "শকুন্তলা" নাটক পড়েন নাই, তাঁহারা গ্রন্থপাঠে একটা তত্ত্বাভাস পাইবেন। তাহার পর, ভাষা সৌন্দর্য্যে এবং গানের মাধুর্য্যে এ গ্রন্থে সাহিত্য-রস সম্ভোগের সুযোগ ঘটিয়াছে। একাধারে এতগুণ যে গ্রন্থের, বলা বাহুল্য, বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী পরন্তু পাঠক মাত্রের নিকট ইহার আদর হইবে। কবিরত্ন মহাশয়ের ভূমিকাটীতেই গ্রন্থের গৌরব সূচনা। সত্য সত্যই সম্পাদকদ্বয় গ্রন্থখানিকে সাহিত্য সম্পদের একটা সম্বর্দ্ধন সদুপায় করিয়া রাখিলেন। ইহার ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

বসুমতী—১০ই ভাদ্র, ১৩২৩ সাল।

আমরা শ্রীযুত সীতানাথ বসু ও শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত "শকুন্তলা গীতাভিনয়" সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকখানি সরল ভাষায় রচিত, গল্লাংশ সুবিন্যস্ত,—গীতগুলি সুন্দর। বাঙ্গালায় "শকুন্তলার" অমর কবি কালিদাসের এই অক্ষয় কীর্ত্তির একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কালিদাসের নাটকের সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সাধারণ বাঙ্গালী দর্শককে মূলের রস বুঝিবার এরূপ সুযোগ আর কোনও বাঙ্গালা নাটকে প্রদত্ত হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা "যাত্রাগানের" বিশেষ উপযোগী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই নাটকখানির আদর হইবে এবং বাঙ্গালায় ইহার অভিনয়ে সাধারণ বাঙ্গালী দর্শক কালিদাসের রচনার রসাস্বাদন করিতে পারিবেন।

নায়ক—১০ই কার্ত্তিক, ১৩২৩ সাল।

"শকুন্তলার" কথা এদেশে সুপরিচিত। এই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কালিদাসের অসামান্য প্রতিভা যে অমর নাটকের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সীতানাথ বাবু ও প্রমথনাথ বাবু সেই গল্প অবলম্বন করিয়া সাধারণ লোকের বোধগম্য ও উপভোগ্য গীতাভিনয়ের রচনা করিয়াছেন।

ভাষা মার্জ্জিত, গানগুলিও মনোরম। এদেশে যে সকল সখের যাত্রার দল আছে, সে সকলে এই গীতাভিনয়ের অভিনয় করিলে ভাল হয়। * * * আমাদের বিশ্বাস, * গানগুলি যাত্রার আসরে গীত হইলে বাঙ্গালীর মনোহরণ করিবে।

ভারতবর্ষ—পৌষ, ১৩২৩ সাল।

মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের আখ্যানভাগ লইয়া এই নাটকখানি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা অনুবাদ নহে। সম্পাদকদ্বয় মূল আখ্যানের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়া ঠিক বাঙ্গালা ধরণে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। এ উদ্যম এই নূতন এবং ইহা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়। এই নাটকে যে কয়েকটী গান দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে লেখকের কবিত্বশক্তি ও রসবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই নাটকখানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমরাও পূজনীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত তারা কুমার কবিরত্ন মহাশয়ের কথায় বলিতেছি—"এরূপ অপূর্ব্ব নাটকের অনুবাদ ও অভিনয় দ্বারা বহুল প্রচার সহৃদয় মাত্রেরই প্রার্থনীয়।"

মানসী—পৌষ, ১৩২৩ সাল।

ইহা মূল "শকুন্তলার" অনুবাদ নহে। অভিনয় সৌকর্য্যার্থ স্বাধীন ভাবে রচিত। ভাষাটি বেশ সরল হইয়াছে, অভিনয় কালে সর্ব্ব সাধারণে বুঝিতে পারিবে এবং রসও যে পাইবে, বলাই বাহুল্য। গান গুলিও সুরচিত। তিন খানি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। * * * *।

অর্চ্চনা—মাঘ, ১৩২৩ সাল।

বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"অভিজ্ঞানশকুন্তল" ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনীমুখ হইতে বিনির্গত অলৌকিক পদার্থ। ধন্য কালিদাস! ধন্য অভিজ্ঞানশকুন্তল! প্রলয়ের পূর্ব্বে তোমাদের বিলয় নাই।" এই পুস্তকখানি লেখকদ্বয় অভিজ্ঞানশকুন্তল অবলম্বনে বাঙ্গালায় রচনা করিয়াছেন। ঠিক অনুবাদ না হইলেও এই গ্রন্থে শকুন্তলার রসের পরিচয় দিবার প্রয়াস আছে। পুস্তকখানি সুলিখিত, ইহার ভাষা ও রুচি মার্জ্জিত। এই গ্রন্থে লেখকদ্বয় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।